# বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা।

আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্রই সংস্কৃত-সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষার সমাদর দিন২ বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত থাকিয়া সংস্কৃত পুনরায় আমাদের দেশে আদৃত হইতেছে দেখিয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমাদের রত্নপ্রসবিনী জন্মভূমির অন্তর্নিহিত রত্নরাশি ক্রমে২ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া আদৃত হইতেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের মনিষীগণও ভারতের ভূতপূর্ব্ব গৌরবের কথা স্ব২ দেশে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। চিরতমসাচ্ছন্ন নির্জ্জীব ও নিস্পন্দ ভারত-সন্তানগণের জ্ঞান চক্ষু ক্রমে২ উন্মীলিত হইতেছে। ভারতের অতীত জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অবিচলিত যত্ন ও অধ্যবসায়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত রহিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে সাত সমুদ্র পার হইয়া ভারতের যোগদর্শনাদির নিগূঢ় তত্ত্ব অবগতির জন্য ও চিরমোহনিদ্রায় নিদ্রিত ভারতবাসীর উদ্বোধনার্থ পাশ্চত্য বিদ্বান্ ও বিদুষীগণ উপস্থিত হইয়া ভারতের পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দ্বারে২ বিঘোষিত করিতেছেন। ভারতবাসি! তুমি কি তোমার অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনোদনে নিশ্চেষ্ট থাকিবে?

জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবন, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আচার ব্যবহার স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে সংস্কৃত সাহিত্য পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে এবং হইতেছে। স্থানে স্থানে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ অতি মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিতেছেন। ভারতের যোগী সন্ন্যাসীদিগের প্রতি লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ দুঃসাহসে ভর করিয়া মুদ্রিত করত বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছে। স্থানে স্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়রোল উত্থিত হইয়া নিদ্রিত ও মোহমুগ্ধ হিন্দু সন্তানদিগকে জাগরিত ও প্রবুদ্ধ করিতেছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়া দেশীয় লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। লোকের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্ম-বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। ভারতের লুপ্ত-প্রায় সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে সকলেরই সোৎসুক দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন আর সংস্কৃতের চর্চ্চা বর্ষীয়ান্ শাস্ত্রবিদ্ টোলের পূজ্যপাদ পণ্ডিতগণের ও তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ নাই;

সংস্কৃত সাহিত্য পণ্ডিতগণের যত্ন-পরিরক্ষিত কীটদষ্ট, জীর্ণ হস্তলিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ নহে। ইউরোপীয়দিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী ও পরীক্ষা-প্রণালী, পরিবর্ত্তন-বিরোধী ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডারের চিরন্তন পরিরক্ষক পণ্ডিতমণ্ডলীর চির-উপেক্ষিত ও অনাদৃত টোলমধ্যেও প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া মহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে; টোলের চিরপ্রচলিত প্রথাকে দূরীভূত করিতেছে। যে সমাজে ধর্ম্মপ্রচার প্রথা কখনও প্রচলিত ছিল না, সেই সমাজের ধুরন্ধরগণ স্থানে স্থানে যাইয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং লোকের ধর্ম্মমতের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। যে সংস্কৃত সাহিত্যকে মহামহোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায়ও এক সময়ে "কাল্পনিক বিদ্যা" (imaginary learning) বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই, অদ্য সম্প্রদায় ও জাতি নির্ব্বিশেষে সেই সংস্কৃতের সর্ব্বত্র সমাদর হইতেছে, কল্পতরু হিন্দুধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠতম বলিয়া প্রখ্যাপিত হইতেছে,— এ আনন্দ রাখি কোথায়? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে সংস্কৃত কিরূপে পুনরুজ্জীবিত হইয়া এক্ষণে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে, কি উপায়ে তাহার বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, পঞ্চাশৎবৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্য কিরূপ তুমুল ঝটিকায় নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, এবং কি উপায়ে ঈশ্বর-কৃপায় তাহার পুনরুদ্ধার বিহিত হইল—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা সংক্ষেপে বলিতে অদ্য সশঙ্কচিত্তে লেখনী ধারণ করিয়াছি। ইহাতে যে যে ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে, পাঠকবর্গ নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

কি শুভক্ষণেই ভুবনবিখ্যাত নানা-ভাষাবিৎ পণ্ডিত সার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্টের একজন অধস্তন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াই হিন্দুদিগের ব্যবস্থা-প্রণালীতে সবিশেষ রূপে ব্যৎপন্ন হইতে অভিলাষী হইয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও উদ্যোগেই ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী আসিয়ার ও ভারতীয় সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসাদির সবিশেষ আলোচনা ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি জনসমাজে প্রচারার্থ সুপ্রসিদ্ধ "এসিয়াটিক সোসাইটী" সংস্থাপিত হয়। কোম্পানির কলিকাতাবাসী প্রায় সমস্ত প্রধান২ কর্ম্মচারী ইহার সভাশ্রেণী ভুক্ত হইলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহানগরী লণ্ডনে কলিকাতার সভার যাবতীয় উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া মহামতি পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেবের প্রযত্নে "রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটী" সংস্থাপিত হয়। তদনন্তর বোম্বাই নগরীতে, সিংহলে, আমেরিকায়, জাপানে, জার্ম্মেনি, এবং ফ্রান্সেও আসিয়ার এবং ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদির পর্য্যালোচনার ফল লোকসমাজে প্রকাশার্থ 'আসিয়াটিক সোসাইটী' সংস্থাপিত হইয়া আমাদের লুপ্তরত্নের উদ্ধার সাধন করত চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছে। ভারত সম্বন্ধে যাহা

কিছু জানিতে সক্ষম হইয়াছি ও হইতেছি, সেই সকলই প্রায় এই সকল সভার প্রসাদাৎ। অতএব সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। নতুবা অকৃতজ্ঞতা মহাপাপে ভারতবাসী চির কলঙ্কিত থাকিবে। এই সমুদয় মহোপকারিনী সভার জননী কলিকাতার ভুবনবিখ্যাত সভা। সার উইলিয়াম জোন্স ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে কেবল এই সভা সংস্থাপন করিয়াই নিরস্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি মনুসংহিতা, গীতগোবিন্দ ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারের মাধুর্য্য সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুগভীর গবেষণাপূর্ণ "এসিয়াটীক রিসার্চ" নামক অমূল্য পত্রিকায় ২০টী প্রবন্ধ প্রচার করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল এই পণ্ডিতপ্রবর কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতের যে কতদূর উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইল না। কলিকাতায় অনেক কৃতবিদ্য সাহেব তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সার চার্লস উইলকিন্স, হেনরি টমাস কোলব্রুকই সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার উইলকিন্স ইংরেজদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার একখান ব্যাকরণ স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি ও অনুরাগ বর্দ্ধনার্থ প্রচার করেন। তিনি ভগবদ্গীতা ও হিতোপদেশ এবং মহাভারতের কোন কোন অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। "এসিয়াটিক রিসার্চ" পত্রিকায় এদেশীয় পণ্ডিতদিগের অবোধ্য কতিপয় প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন। যে দেশের প্রকৃত ইতিহাসের বিশেষ অসদ্ভাব, সে দেশে তাম্রশাসনাদি ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়, সন্দেহ নাই। ইনিই এই পন্থা উদ্ভাবিত করেন।

কোলব্রুক সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিচারপতি ছিলেন। তিনি অমরকোষ, দায়ভাগ, মিতাক্ষরার দায়াধিকার, তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "বিবাদভঙ্গার্ণব" নামক সুবিখ্যাত ব্যবস্থা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পারস্য অনুবাদ হইতে হলহেড্ সাহেব দ্বারায় "Code of Jentoo Laws" নামক অদ্ভুত অনুবাদ প্রকাশিত করেন। তিন নকলে আসল খাস্ত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যবস্থা গ্রন্থ অনুসারে বিচারালয়ে অনেক সময় বিচার কার্য্য সম্পাদান হইত। কোলব্রুক অবিচলিত উৎসাহ ও যত্নে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়া হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের এই অভূতপূর্ব্ব অবমাননার নিরাকরণ করেন। তিনি ১৮০৬ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। বেদের অস্তিত্ব ও মর্ম্মার্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের

মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-প্রথম প্রচার করেন। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা, হিন্দু ষড়দর্শন ও জ্যোতিষ ...ভীর গবেষণা-পূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ইউরোপে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে ভারতের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রচারিত করেন। তিনি ইংরেজীতে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও মুদ্রিত করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তক এত সুযুক্তি ও গভীর গবেষণা-পূর্ণ যে, এক্ষণ পর্যান্তও প্রামাণিক বলিয়া তাঁহার কথা গণ্য হইয়া আসিতেছে।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর হোরেস্ হেমেন উইলসন্ মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য 'মেঘদূতের' অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃতে অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান, বিষ্ণুপুরাণ ও ঋগ্বেদের অনুবাদ তাঁহার পাণ্ডিত্যের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণ, নাটক, ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায়, হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকানেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচারিত করিয়া সাহিত্য জগতে স্বকীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যত কাল সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল উইলকিন্স জোন্স, কোলব্রুক ও উইলসন, সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা পাইবেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী, ইংরেজী অনুবাদ সহিত বাল্মীকির মহাকাব্য রামায়ণ, শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত খ্রীষ্ট মিসনারিদিগের তত্ত্বাবধানে, মাসিক দেড় শত টাকা ব্যয়ে, তত্রত্য ব্যাপ্টিষ্ট মিসনযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। মাত্র তিন ভাগ পুস্তক মুদ্রিত হইলে উহা স্থগিত করা হয়। ইতি মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যত্নে ও ব্যয়ে মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী, নৈষধচরিত এবং সুশ্রুত মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিকের শাসন সময়ের শেষ ভাগে তিনি ডাফ, মেকলে প্রভৃতি মহামতিগণের উদ্যোগে ও পরামর্শে দেশ মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার বিধানার্থ ডাইরেক্টর মহোদয়দিগকর্তৃক নিয়োজিত সমুদয় টাকা প্রয়োগ করিতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রকাশিত খণ্ড গুলি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য সামান্য কাগজের মত ওজন করিয়া বিক্রয় করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের এই আকস্মিক বিপৎপাতের সময় এসিয়াটিক সোসাইটী গবর্ণমেণ্ট হইতে মুদ্রিত খণ্ড গুলি আনাইয়া উহা সমাপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হন। পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের গুরুতর ব্যয়ভার বহনার্থ ভারতবর্ষের ও ইউরোপের স্থানে স্থানে দেশীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃত ও প্রাচ্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ও সভার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ইংলণ্ডে ডিরেক্টর মহোদয়দিগের নিকট সাহায্যার্থ এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল স্থান ও ব্যক্তি হইতেই প্রার্থনার অনুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটী উক্ত গ্রন্থ গুলি প্রচার আরম্ভ করেন। মহাভার-

তের ১৪০০ পৃষ্ঠা, পূর্ব্ব নৈষধচরিতের ২০০, সুশ্রুতের অর্দ্ধেক এবং রাজতরঙ্গিণীর ২০০ পৃষ্ঠা মাত্র গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছিল। চারি বৎসরে এসিয়াটিক সোসাইটী বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের মুদ্রাঙ্কন সমাপন করেন। ডিরেক্টর মহামতিগণ সোসাইটীর প্রার্থনানুসারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য মুদ্রাঙ্কনার্থ বার্ষিক পাঁচশত টাকা দিতে গবর্ণর জেনারেলকে আদেশ করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তর হারবিলন 'কাব্য সংগ্রহ' নাম দিয়া ক্ষুদ্র২ কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশিত করেন। মহাভারতের সঙ্গে২ হরিবংশও মুদ্রিত হয়।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লিড্‌লে সাহেবের পরামর্শানুসারে (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা) ভারতীয় গ্রন্থাবলী নাম দিয়া এসিয়াটিক সোসাইটী অনুবাদ সহ সংস্কৃত পুস্তক মাসে২ খণ্ডশঃ প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিতবর রোয়ার সাহেব সানুবাদ ৪খণ্ড ঋগ্বেদ সংহিতা সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্য সহ প্রকাশিত করেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভট্ট মক্ষমুলার ইংলণ্ডে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সভাষ্য ঋগ্বেদ মুদ্রিত করিতেছেন শুনিয়া তিনি তাহা হইতে ক্ষান্ত হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর রোয়ার সাহেব শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীক সহ ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদ্, যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক-তৈত্তিরীয়-ঈশ-কঠ-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্,সামবেদীয়কেন-ছান্দোগোপনিষদ্, এবং অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যোপনিষদ্—এই একাদশ-খানি ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় ছান্দোগ্যোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ১৮৫৪খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকাভাগে তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য সবিশেষ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। দশখানার ইংরেজী অনুবাদ ডাক্তর রোয়ার মহোদয় ইতি পূর্ব্বেই (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের অধিকাংশের মূলমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। শাঙ্করভাষ্য সহ উক্ত উপনিষদগুলি ডাক্তর রোয়ার সাহেবের যত্নেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অনেক পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় উহাদিগকে এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্টে প্রকাশিত করেন। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাকও মুদ্রিত করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বনৈষধ স্বকৃত পাণ্ডিত্য পূর্ণ টীকা সহ এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রযত্নে ও ব্যয়ে মুদ্রিত করেন। মহামতি রোয়ার ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণের টীকা সহ অবশিষ্ট একাদশ সর্গ প্রকাশ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার রোয়ার প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্য-দর্পণ প্রকাশ করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত সাহিত্য-দর্পণ নিঃশেষিতরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। এই জন্যই এই নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস কালেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ডাক্তর বেলেণ্টাইন্ সাহিত্যদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাবু প্রমদাদাস মিত্র উহা সমাপ্ত করেন।

রোয়ার সাহেব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত ভাষা পরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ইংরেজী অনুবাদ সহ মুদ্রিত করেন। মুক্তাবলীর স্থানের স্থানের মাত্র অনুবাদ করা হয়। তিনি ইতিপূর্ব্বে বেদান্তসারের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চানক্যশিষ্য কামন্দকীকৃত নীতিসার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উপাধ্যায়-নিরপেক্ষ নাম্নী টীকা সহ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল পরে বিগত বৎসর ৫খণ্ডে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মা ভক্তিমার্গোপদেশক চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রকাশিত করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহা কর্ত্তৃক শুক্লযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তৈত্তিরীয় আরণ্যক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ও বিশ্বনাথ শাস্ত্রী বিশেশ্বরের টীকা সহ গোপালতাপনীয়োপনিষদ্ মুদ্রিত করিয়া, অথর্ব্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণ ও অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করত কালকবলে নিপতিত হন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মুদ্রাঙ্কন পরিসমাপ্ত করেন। তিনি ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধজীবনী, ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৮৭৫), ত্রিভাষ্যরত্ন টীকা সহ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্য (১৮৫৪) ভোজরাজ প্রণীত টীকা ও ইংরেজী অনুবাদ সহ মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র (১৮৮০), বায়ুপুরাণ (১৮৭৯), প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সোসাইটীর পত্রিকায় অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া আমাদের দুর্গত দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

পণ্ডিত রামময় তর্করত্ন মহাশয় নারায়ণের কৃত টীকা সহ ২৯খান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ (১৮৭২), শঙ্করাচার্য্যের টীকা সহ নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্ প্রকাশিত করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী হলায়ুধের টীকা সহ পিঙ্গলাচার্য্যকৃত সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ছন্দঃসূত্র (১৮৭১) প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ (১৮৬১) মুদ্রিত করেন। পূর্ব্বনৈষধের ন্যায় ইহাতেও তিনি সংস্কৃত টীকা সংযোজিত করেন।

পণ্ডিতবর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহোদয় সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ (১৮৬৯), গর্গনারায়ণকৃত টীকা সহ ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১৮৬০), অগ্নিস্বামী কৃত ভাষ্য সহ সামবেদীয় লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র (১৮৭০) প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় গর্গনারায়ণের টীকা সমেত ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১৮৬৪), শঙ্করভাষ্য ও গোবিন্দানন্দের টীকা সহ মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্র (১৮৫৩) প্রকাশিত করেন।

পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় শঙ্কর মিশ্রের ও নিজের টীকা সহ বৈশেষিক দর্শন (১৮৬০), বাৎস্যায়ন ভাষ্য সহ ন্যায়দর্শন (১৮৬৪) ও আনন্দগিরি কৃত শঙ্করদিগ্বিজয় নামক শঙ্করাচার্য্যের জীবনী প্রকাশিত করেন। তিনি মাধবাচার্য্য প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের সারাংশও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন।

পণ্ডিতবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি হেমাদ্রি-

কৃত অতি বিস্তীর্ণ চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি -নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহা প্রকাশিত করিতেছেন। এপর্য্যন্ত প্রায় ৪৮৬০ পৃষ্ঠায় অর্দ্ধেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত বৎসর ( ১৮৮৫ ) হইতে শেষোক্ত মহাত্মা নবদ্বীপের পণ্ডিতশিরোমণি গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রণীত 'চিন্তামণি' নামক সুবিখ্যাত ন্যায়দর্শন, মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ের ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় মার্কণ্ডেয় পুরাণ ( ১৮৫৫ ), নারদ পঞ্চরাত্র ( ১৮৬১ ) শাঙ্করভাষ্যসহ বেদান্ত সূত্রের ইংরেজী অনুবাদ ( ১৮৭০ ) প্রকাশ করেন। শেষোক্ত পুস্তকের এক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়। ইনি ঋগ্ বেদের প্রথম অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের, রঘুবংশের প্রথম আট সর্গের এবং ভট্টিকাব্যের প্রথম পাঁচসর্গের ইংরেজী অনুবাদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠসৌকর্য্যার্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রণীত 'হিন্দুষড়দর্শন' তাঁহার বিদ্যাবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বালশাস্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত 'ভামতী' নামক বেদান্তদর্শনের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের টীকা (১৮৭৫) প্রকাশ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় সটীক সামবেদ (১৮৭১) প্রকাশিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপে সামবেদ সংহিতা ১৮৪২ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সামশ্রমী মহোদয় যাস্কাচার্য্যকৃত নিরুক্ত ও ( ১৮৮০ ) টীকার সহিত প্রকাশ করিতেছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহোদয় তৈত্তিরীয় ( কৃষ্ণযজুঃ ) সংহিতা; পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে প্রকাশিত করিয়া আসিতেছেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার রোয়ার কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শবরস্বামীকৃত ভাষ্যসহ মীমাংসা দর্শন প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় সামবেদীয় গোভিল গৃহসূত্র ( ১৮৭১ ) স্বকৃত টীকা সহ পরিসমাপ্ত করিয়া, মাধবাচার্য্যের সুবিস্তীর্ণ টীকাসহ পরাশরস্মৃতি ( ১৮৮৩ ) ও মাধবাচার্য্যকৃত কালমাধব ( ১৮৮৫ ) প্রকাশ করিতেছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীননাথ বিদ্যারত্ন চণ্ডেশ্বর কৃত বিবাদরত্নাকর নামক স্মৃতি গ্রন্থ ( ১৮৮৫ ), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী বৃহন্নারদীয়পুরাণ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কূর্ম্মপুরাণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত সকলেই অতি সুপণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন ও আছেন। ইঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বিশেষত বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ অদম্য উৎসাহ ও অবিচলিত অধ্যবসায়

সহকারে কার্য্য করিয়া আমাদের ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা এখনও কার্য্য করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের অক্ষয়ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকুন।

ইউরোপীয় ভারতহিতৈষী পণ্ডিত-বর্গের মধ্যে কতিপয় মহাত্মার নাম ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যদর্পণের প্রথমাংশের ও কপিল সূত্রের (১৮৬২) অনুবাদক ডাক্তর বেলেণ্টাইন স্বপ্নেশ্বরের ভাষ্য সহ শাণ্ডিল্য মুনি-প্রণীত ভক্তিসূত্র প্রকাশিত করেন।—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক কাউয়েল্ তাঁহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সানুবাদ উদয়নাচার্য্যকৃত সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলি নামক ন্যায়দর্শনও প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ থাকার সময়ে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিগত বৎসর সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শঙ্করানন্দের ভাষ্যসহ কৌষিতকীব্রাহ্মণোপনিষদ্ (১৮৬১), রামতীর্থের ভাষ্যসহ মৈত্রী উপনিষদ্ (১৮৬২) ইংরেজী অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।—ডাক্তর হল সাহেব সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য (১৮৫৪), বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রণীত সাংখ্যসার (১৮৬৫), রঙ্গনাথের টীকা সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত (১৮৫৪), ধনিকের টীকা সহ ধনঞ্জয় প্রণীত দশরূপ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ (১৮৬২), শিবরাম ত্রিপাঠীর টীকা সহ সুবন্ধু প্রণীত বাসবদত্তা (১৮৫৫) প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্যসার ও বাসবদত্তার ভূমিকায় তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।—ডাক্তার কার্ন্ বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতা (১৮৬৪) সুদীর্ঘ ভূমিকা সহ প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাসিংহের ভাষ্যসহ সর্ব্ববর্ম্মণাচার্য্য প্রণীত কলাপ ব্যাকরণ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আচার্য্য এগ্‌লিং প্রকাশ করিতেছেন। ডাক্তর জলি বিষ্ণুস্মৃতি (১৮৮০), নারদস্মৃতি (১৮৮৫), ও মনুটীকা সংগ্রহ (১৮৮৫), প্রকাশ করিতেছেন। আচার্য্য গার্ব্বে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (১৮৮১), এবং জে কোরি সাহেব জৈন মহাপুরুষদিগের 'পরিশিষ্টপর্ব্ব' নামক জীবনী (১৮৮৩), ও সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এসিয়াটীক সোসাইটী কর্ত্তৃক ৭০ খানা পুস্তক প্রায় ৫০০ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত সমিতি সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশার্থ বার্ষিক চারি হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইয়া আসিতেছেন। সভার পুস্তকাগারে প্রায় ছয় হাজার (৫৮৮৫) হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত পুস্তক সংরক্ষণার্থ সভা ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভারতের ভিন্ন২ প্রদেশে যে যে সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহা একেবারে লোপ না হয়, তজ্জন্য উক্ত সনে সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক পাঁচ ছয় হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন। হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকের নাম ও বিষয়ের তালিকা করণে প্রার্থিত সাহায্য ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। তদানীন্তন বোর্ড অব কণ্ট্রোল এই সুসঙ্গত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠান। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সভার সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিতবর প্রিন্সেপ সাহেব সভার পুস্তকাগার-স্থিত সংস্কৃত পুস্তকের

যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি বারাণসী ও কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাবলীর নামের তালিকাও সংযোজিত করিয়া দেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পুস্তকালয়দ্বয়ে যেং মহামূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ সুযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে, কালেজের কর্তৃপক্ষীয়দিগের তাহা প্রকাশ করা একান্ত উচিত। নতুবা উক্ত পুস্তকালয় দ্বয় দ্বারা সর্ব্বসাধারণের কোনও উপকার সংসাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরবাসী পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের প্ররোচনায় ও ব্যবস্থা-সচিব মহামতি হুইট্‌লি ষ্টোক্ সাহেবের পরামর্শে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা, স্ব স্ব অধিকারভুক্ত প্রদেশের পুস্তকালয় সমূহে যে যে হস্ত লিখিত পুস্তক রক্ষিত হইতেছে, তাহার তালিকা করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত করিতে যত্নবান্ হন। মহামতি লর্ড লরেন্সের অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য অচিরেই অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। বঙ্গেশ্বর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি এই গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। ইহার জন্য বার্ষিক তিন হাজার টাকা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। রাজেন্দ্র বাবু এ পর্য্যন্ত ২০খণ্ড পুস্তকে প্রায় তিন হাজার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে যেযে সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বীকানীরের মহারাজের পুস্তকাগারের ১৭৯৪ খান হস্ত লিখিত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং নেপালে বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে যে সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া ভারতের লুপ্তোদ্ধার করত ভারতবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ২৫০৭ হস্তলিখিত মূল্যবান্ পুস্তক ক্রয় পূর্ব্বক এসিয়াটীক সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও তত্তৎপ্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যত্নে অনেকানেক পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটী যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই বর্ণন করিয়াছি। অতঃপর অন্যান্য ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন স্ব স্ব যত্ন, অধ্যবসায় ও অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারে কীদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। সংস্কৃতে অমরকোষ মেদিনী প্রভৃতি যে সকল অভিধান আছে, সে সকলই সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থের ন্যায় শ্লোকাকারে রচিত। কাশীনাথ বসাক নামক কলিকাতা-বাসী একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত "শব্দার্ণবাভিধান" নামে একখানি সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত ভাষার অভিধান শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়-ব্যুৎপত্তিগত অর্থাদি সহ অকারাদি ক্রমে আট ভাগে প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালিকর্তৃক এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত গদ্য অভিধান বিরচিত হয়। ইহার পাঁচভাগ এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে। কোন কোন অংশে ইহা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক সঙ্ক-

লিত সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম আট ভাগে পরিসমাপ্ত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুর ইউরোপ ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে উক্ত পুস্তক বিতরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি ও পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত অক্ষরে শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ের অভাবগুলি দূরীকরণ পূর্ব্বক শব্দকল্পদ্রুম তৃতীয়বার মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পণ্ডিত চূড়ামণি তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয় দ্বাবিংশতি খণ্ডে "বাচস্পত্য" নামক বৃহদভিধান প্রকাশিত করিয়া স্বীয় অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃতে এই তিন খানিই সুবৃহৎ অভিধান। প্রথমোক্ত অভিধান অমুদ্রিত ভাবেই আছে।

পণ্ডিতপ্রবর তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বকৃত টীকা সহ অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কয়েক খানি গ্রন্থ নিজেও রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে সিদ্ধান্ত বিন্দুসার, তুলাদানাদি পদ্ধতি, গয়া শ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি, শব্দার্থ রত্ন, বহুবিবাহবাদ, গায়ত্রী ব্যাখ্যা, বিধবা বিবাহ বিচার প্রধান। তাঁহার ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রযত্নে অনেকানেক পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। পণ্ডিত জীবানন্দ এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত অনেক গুলি পুস্তকই পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র বসাকও কতকগুলি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় মুগ্ধবোধ, কাদম্বরী, দশকুমার চরিত টীকা সহ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার চণ্ডকৌশিক নাটক, কল্কীপুরাণ প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে মূল মহাভারত সাধারণের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। সকলেই কবিবর কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠেই পরিতৃপ্ত থাকিত। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বাহাদুর কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। তৎপর একাদশ বৎসর গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় দাতব্য ভারত কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ ১২ হাজার, ইংরেজী অনুবাদ তিন হাজার, বাঙ্গালা হরিবংশ তিন হাজার, বাঙ্গালা রামায়ণ পাঁচ হাজার, মূল তিন হাজার ও মূল মহাভারত চারি হাজার বিতরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত বর্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রামানুজের টীকা সহ রামায়ণ সানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় রামায়ণের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করিয়া মহাভারত পদ্যে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভূকৈলাসের রাজবাড়ী হইতে কুমার সত্যবাদি ঘোষাল বাঙ্গলা অনুবাদ সহ যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শন প্রকাশ

করিয়া বাঙ্গালীকে হিন্দুদর্শন শিখাইতে যত্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফলিত জ্যোতিষ, তন্ত্রসার ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ প্রভৃতি প্রকাশিত করিয়া গরুড় ও অগ্নি পুরাণ বাহির করিতেছেন। বটতলা হইতে ব্রতমালা, বিরাট পর্ব্ব, ভগবদ্গীতা, তন্ত্রসার, রঘুনন্দন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে মনুসংহিতা ও অন্যান্য সংহিতাগুলি প্রকাশিত করিয়া যান। তৎপরে পণ্ডিত জীবানন্দ উহার ভিন্ন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

বাঙ্গলা পুস্তকের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বঙ্কিম বাবুর উত্তরচরিতের সমালোচনা ও কৃষ্ণচরিত, চন্দ্রনাথ বাবুর অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমালোচনা, প্রফুল্ল বাবুর বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, রামদাস বাবুর ঐতিহাসিক রহস্য, অক্ষয় বাবুর ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, রাজেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতবর্ষীয় গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড, রজনী বাবু প্রণীত জয়দেবচরিত ও পাণিনি বিচার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাবু গৌরগোবিন্দ রায় কেশব বাবু কৃত নববিধান সংক্রান্ত পুস্তকাবলী সংস্কৃত শ্লোকে অনুবাদিত করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছেন। রমেশ বাবু বঙ্গানুবাদ সহ ঋগ্বেদ সংহিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, সংস্কৃত সাহিত্য কলিকাতা হইতে বহুলরূপে দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত এখন টোলের কীটদষ্ট জীর্ণ হস্ত লিখিত পুস্তকের মধ্যে কেবল আবদ্ধ রহে নাই। সকল কার্য্যেই শুভাশুভ ফল একত্র অবস্থান করিতে দেখা যায়। সুযোগ পাইয়া অনেক প্রতারক সংবাদ পত্রের স্তম্ভে পুস্তক প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়া বিলক্ষণরূপে সরলহৃদয় ধর্ম্মার্থী লোকদিগের অর্থশোষণ করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। নিতান্ত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ পুস্তকও অবাধে প্রকাশিত হইয়া জনসমাজে হলাহল সঞ্চারিত করিতেছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও সানুবাদ দুরূহ পুস্তক প্রকাশিত করিয়া অর্থ ও যশ উভয়ই লাভ করিতেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে কেবলই নানা পুস্তক প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কত লোকেই প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। হিন্দু রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেছে। নির্জীব হিন্দুসমাজ পুনরায় সজীবতার একটু একটু পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোন কোন হিন্দুবীর, সাহেবেরা সংস্কৃত সাহিত্য ও আর্য্যধর্ম্মের আলোচনা করিয়া যে হিন্দুধর্ম্মের বর্ণনাতীত অনিষ্ট করিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রভাবেই যে সংস্কৃত সভ্যজগতে বিশেষ আদৃত হইয়াছে, ভারতে এতদূর প্রচারিত হইয়াছে—ইহারা তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটে নাই, কি তাঁহারা একেবারে অভ্রান্ত, তাহা বলিতেছি

না। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে এরূপ তুচ্ছতাচ্ছীল্য প্রদর্শন অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করত তাঁহাদের অযৌক্তিকতা ও ভ্রান্তি দৃঢ়তর যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে কোনও সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী কখনও যুক্তি ও তর্কের ধার ধারে না। সংস্কৃত সাহিত্য বিস্তারের প্রধান অন্তরায়, মুদ্রিত পুস্তকগুলির অধিক মূল্য। বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত পুস্তকের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্তও যথোপযুক্ত সুলভ মূল্য হয় নাই। যাঁহারা অর্থোপার্জনের নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তক অযত্নসম্পাদিত ও ভ্রম পরিপূর্ণ। যতদূর সতর্কতা ও যত্ন অবলম্বন করা উচিত, ততদূর যত্নের সহিত যে সে ব্যক্তি দ্বারা পুস্তক সম্পাদনের গুরুতর ভার সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই পাঠকবর্গ সংস্কৃত পুস্তক পড়িতে বসিয়া পদে পদে বিড়ম্বিত ও ধৈর্য্যচ্যুত হন।

যে জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপের যথাযোগ্য আদর ও সম্মান করিতে জানে না, সে জাতির অভ্যুদয় সুদূরপরাহত, পরপদানতি ভিন্ন তাহার আর অন্য গতি নাই। সংস্কৃতের মত মধুর ভাষা পৃথিবীতে নাই। এই জন্যই সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অনন্ত রত্ন পরিপূর্ণ সাহিত্য জগতে দুর্ল্লভ। এত অত্যাচার ও বিপ্লবের পরও প্রায় পঞ্চদশ সহস্র নানাবিধ হস্তলিখিত ও অমুদ্রিত পুস্তক বিদ্যমান আছে বলিয়া অনুমিত হয়। সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্য জগতের শীর্ষস্থানীয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী। ঋগ্‌বেদ সভ্যজগতের প্রাচীনতম ইতিহাস। ভারতের জ্ঞান ও বিদ্যা আরবদিগের দ্বারা ইউরোপ নীত হইয়া, ইউরোপকে জ্ঞান ও সভ্যতালোকে উজ্জ্বল করিয়াছে। যখন ইউরোপে ও পৃথিবীর অপরাপর অংশ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন ভারত জ্ঞান ও সভ্যতার পূর্ণ আলোকে আলোকিত ছিল। কালের কুটিল প্রভাবে ভারতের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইতে লাগিল। ভারতের দুর্দ্দিন ও দুরবস্থার সময় সমাগত হইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ও গরিমা সমস্ত হারাইল। যে জাতির কবি, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি; দার্শনিক, কপিল, গোতম, পতঞ্জলি, ও শঙ্করাচার্য্য;— জ্যোতির্ব্বিদ্, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত; চিকিৎসক, চরক ও সুশ্রুত; ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য ও রঘুনন্দন, সে আর্য্যজাতির বংশধরেরা আজ মুগ-সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় আর্য্য মহর্ষিগণের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ ভারতের গৃহে গৃহে সংকীর্ত্তিত হউক। ভগবান্ ভারতকে পূর্ব্বগৌরবে মহিমান্বিত করিয়া ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূরীকৃত করুন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।
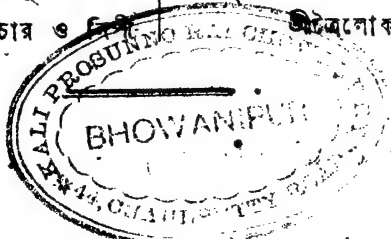
## বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা।

### (দ্বিতীয় প্রস্তাব—টোল ও চতুষ্পাঠী।)

বঙ্গদেশের টোল সমূহে সংস্কৃতের কিরূপ অনুশীলন হইতেছে, টোল সমূহে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অবস্থা কিরূপ ও তাহাতে সংস্কৃত চর্চ্চার কতদূর সহায়তা করিতেছে, শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃতের বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনোদিত হওয়া সম্ভবপর কি না, টোলের ছাত্রমণ্ডলী কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি পুস্তক সচরাচর পাঠ করিয়া থাকেন, এবং কি কি বিষয়ের সবিশেষ চর্চ্চা হওয়া প্রার্থনীয়, এই সকল বিষয়ে অদ্য সংক্ষেপে কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকবর্গ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন এই বিষয়ের ভার উপযুক্ত লোকের হস্তে ন্যস্ত দেখিলে সুখী হইতাম ইতি পূর্ব্বে নব্য-ভারতে* মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় টোলের লেখা পড়া শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভরসা করিয়াছিলাম, তিনি পুনর্ব্বার আমাদিগকে এই অনালোচিত ও অনাদৃত বিষয় সম্পর্কে অনেক সারগর্ভ কথা লিখিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরি-

* নব্যভারত—দ্বিতীয়খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

চয় প্রদান করিবেন। অনেককাল সোৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইলাম। তাহাতেই লেখকের এই যৎসামান্য উদ্যম। উপযুক্ত লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ যাহাতে এই চির-অনাদৃত-বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, এবং টোলগুলির অস্তমিত গৌরব একেবারে লুপ্ত না হইয়া, যথোচিতরূপে ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া দেশ মধ্যে সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারেরও যথা-যোগ্য সহায়তা করে—ইহাই লেখকের ঐকান্তিক বাসনা। ভগবান্ তাহার এই বাসনা কি কালক্রমে কার্য্যে পরিণত করিবেন না? ধনী, জ্ঞানী, স্বদেশে হিতৈষী মহোদয়েরা টোলগুলির সংস্কার ও উন্নতি কল্পে মনোযোগী হইলে তাহার বাসনা পরিপূর্ণ হইবে।

টোলের শিক্ষাপ্রথা ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে প্রথমত প্রচলিত হয়, তাহা নিশ্চয় রূপে বলিবার উপায় নাই। কারণ প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথা ভারতভূমে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সময় হইতে ইহা আবহমানকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীনকালে গ্রন্থ-লিখন-প্রথা প্রচলিত ছিল না। যখন অভ্রভেদী হিমালয়ের পদপ্রান্তস্থিত পুণ্যসলিলা সিন্ধুনদীর পবিত্র-বারি-বিধৌত পুণ্যভূমি পঞ্চনদপ্রদেশে অপরিজ্ঞেয় কোন কারণে আর্য্যগণ প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন পুরঃসর ভারতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, বেদের সুমধুর সঙ্গীতে আপনাদের অভীষ্ট দেবতাগণের গুণকীর্ত্তনে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেন, অমৃত্যনিস্যন্দিনী অপূর্ব্ব গীতিরচনা দ্বারা পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীবর্গের পর্য্যন্ত মন প্রাণ আকৃষ্ট করিতেন, তখন লিখনপ্রণালী সৃষ্ট হয় নাই। ভাষার পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন না হইলে লিপিনৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। দেবভাষা সংস্কৃত তখন কবিশ্রেষ্ট ভাবাবেশ মুগ্ধ মহর্ষিগণের কণ্ঠে কণ্ঠে বিচরণ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল, ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হইতেছিল। মহর্ষিগণ স্ব স্ব রচিত সঙ্গীতাবলী স্ব স্ব শিষ্যবর্গ ও স্বগণদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। সেই সকল সঙ্গীতাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান সংহিতাকার ধারণ করিয়াছে। বেদ একজনের রচিত গ্রন্থ নয়। ইহা বহু কবির বিরচিত সঙ্গীতাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র। বেদের অপর নাম শ্রুতি। যাহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করা যায়, তাহারই নাম শ্রুতি। সমুপযুক্ত ছাত্রবর্গকে যে মুখে মুখে বেদ শিক্ষা দেওয়া হইত, বেদের 'শ্রুতি' নামও তাহার অন্যতর প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের মতানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদি তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহাদের বংশধর ও শিষ্যবর্গ দ্বারা কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া একবিধ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় সমুপযুক্ত ও সুবিজ্ঞ ঋষিগণ দ্বারা উক্ত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ সংগৃহীত হইয়া ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইতে লাগিল।• এই রূপেই বেদ চারি প্রধান ভাগে বিভাজিত

হইয়া, প্রতিভাগ আবার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের প্রদত্ত উপদেশানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ঋগবেদ শাকল ও বাস্কল, এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। শেষোক্ত শাখা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঋগবেদ সংহিতা শাকল শাখার অন্তর্ভুক্ত শৈশিরীয় প্রশাখার গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। সামবেদ সংহিতার কৌথুমীয় শাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে, রাণায়নীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে বলিয়া শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায় বাহাদুর স্বকৃত সামবেদীয় ছান্দোগ্য-উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ কৌথুমীয় শাখার অন্তর্গত বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত;—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয়, কাঠক, আত্রেয়, হারিদ্রবিক, এই চারি শাখায় বিভক্ত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ (বাজসনেয়ী) সংহিতা কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই দুই শাখায় বিভক্ত।—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা শৌনক ও পিপ্পলপাদ শাখাদ্বয়ে বিভক্ত। শেষোক্ত শাখা কাশ্মীরে প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন শাখা গুলি যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহর্ষিগণ দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা তাঁহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় মহর্ষিগণ বেদ-গায়ক হইতে বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপাদির একমাত্র অনুষ্ঠাতা বলিয়া কালক্রমে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের যশঃ সৌরভ দিগদিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বেদবেদাঙ্গের নিগূঢ় রহস্য অবগতির জন্য দলে দলে শিক্ষার্থী জ্ঞান পিপাসু ছাত্রবর্গ তাঁহাদের নিকট একত্রিত হইতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ শিক্ষার্থী শিষ্যমণ্ডলীর উপযুক্ততা যথোচিতভাবে পরীক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে সকল্প ও সরহস্য বেদ বেদাঙ্গে উপদিষ্ট করত তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। এই সকল ছাত্রবর্গ আবার স্ব স্ব অধীত বিষয়ে মৌখিক উপদেশ প্রদান করিয়া স্ব স্ব দলবল বৃদ্ধি করিতে যত্নপর হইলেন। এই প্রকারে বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। উপদেশের যতই বহুল প্রচার হইতে লাগিল, ছাত্রবর্গের স্মৃতি শক্তিও সেই পরিমাণে পরিচালিত হইতে লাগিল। সহজে স্মরণ রাখিয়া ছাত্রবর্গ যেন বিভিন্ন বিষয়ে কৃতবিদ্য হইতে পারে, এই জন্য অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের স্বল্পাক্ষর গ্রথিত সূত্র সকল বিরচিত হইয়া ছাত্রমণ্ডলীর বহ্বায়াসের লাঘবতা বিধান করিতে লাগিল। কালক্রমে অতি সংক্ষিপ্ত সূত্র সকল দুর্ব্বোধ্য হইতে আরম্ভ হইলে, তাহাদিগকে সহজে লোকের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ভাষ্য, অনুভাষ্য টীকা প্রভৃতি বিরচিত হইয়া সংস্কৃত ভাষার কলেবর ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাই বলিয়াছি, অতি প্রাচীন বৈদিকসময় হইতেই টোলে শিক্ষার প্রথা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বুদ্ধদেবের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব সময়েও ভারতে শিক্ষার ভূয়সী উন্নতি বিহিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ-বিহার সংস্থাপিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

মাহাত্ম্য ও যশঃপ্রভা বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষা কার্য্যেরও ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধ-বিহার ও বৌদ্ধমঠ সকলে সহস্র সহস্র ছাত্র সমবেত হইয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে বিদ্যা শিক্ষা করিত। অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই পরম প্রীতির সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। বেহার প্রদেশে নালন্দা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী নামে মহা সমৃদ্ধি-শালী নগরী বিদ্যমান ছিল। সহস্র সহস্র ছাত্র তথায় সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইত। এমন কি ভারতবর্ষের প্রান্তবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ হইতে শিক্ষার্থীগণ সমাগত হইয়া নানাবিষয়িনী শিক্ষা লাভ করিত। ফাহি-য়ান ও হিয়াংসাঙের নাম কে না জানেন? বহু আয়াস স্বীকার করিয়া উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় বৌদ্ধধর্ম্মের পুণ্যবতী প্রসূতি ভারতভূমিতে যথাক্রমে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে আগমন পুরঃসর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হিয়াংসাঙ্ কয়েক বৎসর ভারতে অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কিয়ৎ-পরিমাণে অবগত হইতে সমর্থও হইয়া-ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃতির যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য বৌদ্ধদের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তিরোহিত হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভার-তের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল প্রচার আরব্ধ হইল। পুরাণ, উপপুরাণাদি বিরচিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের নব জীবন প্রতিষ্ঠাপিত করিল। মুসলমানদিগের আধিপত্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়া, কালের কুটিল গতির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। সংস্কৃত সাহিত্য টোলের পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর্গের শরণাপন্ন হইয়া জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট পুস্তকের অভ্যন্তরে নিভৃতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার গতি সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্ধ হইয়া পার্-সীর অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইল। সংস্কৃত-মৃতপ্রায় হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান দাসত্বের দুর্দ্দিনে টোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা পাইল। গ্রীক ঐতি-হাসিকদিগের গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেক্জেণ্ডারের ভারতবর্ষের আগমনের সময়ে ও তাহার পরে, স্থানে স্থানে নানা-শাস্ত্রাধ্যাপকগণ প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছাত্রমণ্ডলীকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান কালের উচ্চ-তম বিদ্যালয়াদিতে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে, গ্রীকদিগের ভারতে আগ-মনের সময়েও সেইরূপ শিক্ষা প্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল।

মনুসংহিতায় ও নারদ স্মৃতিতে গুরু-শিষ্যের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। বিদ্যাশিক্ষা তখন ধর্ম্মের অঙ্গ-ভূত বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদহীন ব্রাহ্মণ সকলের নিকট নিন্দিত ও ঘৃণনীয় হইতেন। সমাজে মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তির লাঞ্ছনার পরি-সীমা ছিলনা। সকল্প ও সরহস্য বেদ যিনি শিষ্যকে উপনয়নানন্তর শিক্ষা দিতেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ,—তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥
মনুসংহিতা ( ২য় অধ্যায়, ১৪০ )।

শিষ্যদিগের বেদ বেদাঙ্গাদি শিক্ষার্থ ষট ত্রিংশৎ বা অষ্টাদশ বা নবম বর্ষ গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। নয় বৎসর গুরুকুলে বাস করিয়া শিষ্যকে অন্তত একটী বেদ শিক্ষা করিতে হইত। প্রাচীন কালে ভারতের গুরুশিষ্যের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর সহিত টোলের শিক্ষা প্রণালীর কতদূর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখুন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানকালীন অন্তেবাসীদিগের কিরূপে বাস করিতে হইত, গুরু ও তৎপরিজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইত, গুরু শিষ্যকে কিরূপ স্নেহ করিতেন ও শিষ্যের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতেন—এই সকল ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে আলোকিত, উদ্ধত, অবিনীত, অশিষ্ট ও যথেচ্ছাচারী ছাত্রমণ্ডলী এবং বেতনভুক কোটচাপকান চস্‌মালঙ্কৃত স্বার্থপর ও অনুদার শিক্ষকমণ্ডলীর শ্রোতব্য ও অনুকরণীয় কিনা, সুবিজ্ঞ পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ছাত্র জীবনের বিভিন্ন চিত্রদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর বিচার করুন।

ষটত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকংব্রতং
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা, গ্রহণান্তিকমেব বা॥
মনুসংহিতা ( ৩য় অধ্যায়, ১ )

ব্রহ্মচারী ছয়ত্রিশ, আঠার বা নয় বৎসর কাল গুরুর গৃহে বাস করিয়া বেদত্রয় ( ঋক, সাম ও যজুঃ ) অধ্যয়ন করিবেন। অথবা যাবৎ পরিমিত কালে বেদ তিনটী শিক্ষা করিতে পারেন, ততকাল গুরুকুলে বাস করিবেন।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥
( ৩য় অ ২ )

বিদ্যাস্নাতক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া যথাক্রমে তিনটী, দুইটী বা একটী বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষাচর্য্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতং।
আসমাবর্ত্তনাদ্ কুর্য্যাদ্ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥

উপনীত ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন ( পিত্রালয়ে—প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ) গুরুর গৃহে থাকিয়া প্রতিদিন ( হোমকাষ্ঠ, ভিক্ষান্নের আহরণ, অধঃশয্যায় শয়ন, এবং গুরুর (জলাদি আহরণরূপ) হিতকর কার্য্য করিবেন। ২য় অধ্যায়, ১৮৮

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়সকলকে পরাজয় করিয়া স্বীয় তপস্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত নিম্ন কথিত নিয়ম গুলির অনুষ্ঠান করিবেন। ২য় অ, ১৭৫

নিত্যংস্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্ দেবর্ষিপিতৃতর্পণং।
দেবতাভ্যার্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥
২য় অ, ১৭৬

প্রতিদিন স্নানানন্তর শুদ্ধভাবে দেবতা ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করিবেন, ইষ্ট দেবতার পূজা করিবেন, এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

উদকুম্ভং সুমনশো গো-শকৃৎ-মৃত্তিকা-কুশান্।
আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহঃ শ্চরেৎ॥১৮২

প্রত্যহ জল কলস, পুষ্প, গোময়,মৃত্তিকা, কুশা, প্রভৃতি গুরুর যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন।

বেদযজ্ঞৈরহীনাশং প্রশস্তাশং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচর্য্যাহরেদ্ ভৈক্ষংগৃহেভ্যঃপ্রযতোঽন্বহং॥১৮৩

যে সকল গৃহস্থ বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের গৃহ হইতে ব্রহ্মচারী প্রত্যহ পবিত্র চিত্তে সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করিবেন।

ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং, নৈকান্নাদী ভবেদ্‌ব্রতী

তিনি প্রত্যহ এক জনের অন্ন ভোজন করিবেন না, কিন্তু বহুলোকের গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ১৮৮

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্ বিহায়সি।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥১৮৬

তিনি দূরস্থিত বৃক্ষ হইতে সমিধ-কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া কুটীরের চালে রাখিবেন, এবং নিরালস্যভাবে সায়ং ও প্রাতঃকালে তদ্দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন।

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধংমাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানিযানিসর্ব্বানিপ্রাণিনাঞ্চৈবহিংসনং॥১৭৭
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণো-রুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥১৭৮
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভং উপঘাতং পরস্যচ॥১৭৯

ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবে না, (কর্পূর-চন্দনাদি) গন্ধ দ্রব্য ভক্ষণ বা বিলেপন করিবে না, মাল্য ধারণ করিবে না, (গুড় প্রভৃতি) সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিবে না, স্ত্রীসংসর্গ করিবে না যে সকল বস্তু শুক্ত (স্বভাবতঃ মধুর কিন্তু কোন কারণ বশতঃ অম্ল) তাহা ভক্ষণ করিবে না। এবং প্রাণীহিংসাও করিবে না। সর্ব্বাঙ্গে তৈল প্রদান করিবে না, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে, এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যেও প্রবৃত্ত হইবে না। পাশা খেলা, লোকের সহিত বৃথা কলহ, পরের দোষ কীর্ত্তন, মিথ্যা কথন, কুভাবে স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন করিবে না, পরের অনিষ্টাচরণ পরিত্যাগ করিবে।

চোদিতো গুরুণা নিত্যং অপ্রচোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নং,আচার্য্যস্য হিতেষুচ॥১৯১

গুরু অনুমতি করুন আর নাই করুন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন।

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধিন্দ্রিয় মনাংসি চ
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্ বীক্ষ্যমাণো গুরোর্ম্মুখং॥

শরীর, বাক্য, বুদ্ধিও ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন, (অনুমতি ব্যতিরেকে উপবেশন করিবেন না।) ১৯২

নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযত।
আস্যতাম্ ইতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ॥

সদাচার সম্পন্ন শিষ্য (বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া উত্তরীয় হইতে) দক্ষিণ বাহু বহিষ্কৃত করিয়া রাখিবেন, গুরু 'উপবেশন কর' বলিলে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিবেন। ১৯৩

হীনান্ন-বস্ত্র-বেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরু-সন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য,চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ।১৯৪

গুরু সমীপে শিষ্য গুরুর অপেক্ষা হীন অন্ন ভোজন ও অপকৃষ্ট বসন ভূষণ পরিধান করিবেন। রাত্রিশেষে গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে শিষ্য গাত্রোত্থান করিবে, পূর্ব্বরাত্রে গুরু শয়ন করিলে শিষ্য পশ্চাৎ শয়ন করিবে।

প্রতিশ্রবণ সম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো,ন চ ভুঞ্জানো,ন তিষ্ঠন্,ন পরাঙ্মুখঃ

শয়ন বা উপবেশন করিয়া, ভোজন

করিতে করিতে, দণ্ডায়মান বা পরাঙ্মুখ হইয়া গুরুর আদেশ গ্রহণ অথবা গুরুকে সম্ভাষণ করিবে না। ১৯৩

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥

গুরুর নিকটে শিষ্য সর্ব্বদা নিম্নতরশয্যা বা আসনে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে উপবেশন করিলে শিষ্য পাদপ্রসারণাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে না। ১৯৮

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥১১৯

বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে শয্যায় শয়ন এবং যে আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন, বিদ্যাহীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সমাগত হইলে তাহাকে শয্যাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিবে।

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি-ভাষিত-চেষ্টিতং॥১৯৯

শিষ্য পরোক্ষেও আচার্য্যাদি উপাধি ব্যতীত গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না, এবং পরিহাসচ্ছলে গুরুর গমন কথন চেষ্টাদির অনুকরণ করিবে না।

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌতত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥

যেখানে গুরুর বিদ্যমান ও অবিদ্যমান দোষ কীর্ত্তিত হয়, শিষ্য সে স্থলে উপস্থিত থাকিলে হস্তাদি দ্বারা আপনার কর্ণ আচ্ছাদন করিবে, অথবা তথা হইতে অন্যত্র গমন করিবে। ২০০

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নং আপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥২৪১

নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ।
ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙ্ক্ষন্‌গতিমনুত্তমাং॥২৪২

ব্রাহ্মণ জাতীয় অধ্যাপকের অভাবে ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন দ্বিজ (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) হইতে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। অধ্যয়ন কালে যথোচিত অনুগমন শুশ্রূষাদি করিবেন। কিন্তু মোক্ষাভিলাষী ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়াদি গুরু অথবা সাঙ্গবেদ শাস্ত্রের অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুরুর গৃহে যাবজ্জীবন বাস করিবে না।

বেদপ্রদানাৎআচার্য্যংপিতরংপরিচক্ষতে। ১৭১
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥২৩৩

বেদাধ্যয়ন করান বলিয়া আচার্য্য পিতা বলিয়া কথিত হন। আচার্য্যের প্রতি ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যিনি পিতা মাতা ও আচার্য্যের যথোচিত সম্মান করেন, তিনি সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত ফললাভ করেন; যিনি উঁহাদিগকে অনাদর করেন, তাঁহার সকল কর্ম্ম বিফল হয়।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে, সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃক্রিয়াঃ॥

শিষ্য কিরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে গুরু তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে—তৎসম্বন্ধে মনু কহিতেছেন;—

আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যাদশ ধর্ম্মতঃ॥ ১০৯

আচার্য্যের পুত্র, সেবা শুশ্রূষাদি পরিচর্য্যাকারক, জ্ঞানান্তর দাতা, ধার্ম্মিক, মৃত্তিকা ফলাদি দ্বারা শুদ্ধ, আত্মীয়, অধ্যয়নের গ্রহণ ধারণে সমর্থ, ধনদানে সমর্থ, সচ্চরিত্র ও জ্ঞাতি—এই দশ জনকে ধর্ম্মানুসারে অধ্যয়ন করাইবে।

ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্রবিদ্যা ন বপ্তব্যা,শুভং বীজমিবোষরে ॥১১২

যে শিষ্যের অধ্যাপনে ধর্ম্ম বা অর্থ না থাকে, অথবা যাহার নিকট অধ্যাপনানুরূপ শুশ্রূষা না পাওয়া যায়—ঈদৃশ ছাত্রে বিদ্যাদান ক্ষার মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ন্যায় নিষ্ফল।

যমেব তু শুচিং বিদ্যাঃ নিয়তং ব্রহ্মচারিণং।
তস্মৈমাংব্রূহিবিপ্রায়নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥১১৫

যে ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ স্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যারূপ নিধির প্রতিপালক সেই সাবধান বিপ্রের হস্তে আমাকে ( বিদ্যাকে ) সমর্পণ কর।

যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্ গুপ্তে চ সর্ব্বদা
স বৈ সর্ব্বং অবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলং ॥

যিনি সত্যবাদী, যাহার মন রাগদ্বেষাদি রিপুগণের বশবর্ত্তী নয়, যাহার বাক্য ও মন নিষিদ্ধ বিষয় হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত,—সেই ব্যক্তি বেদশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সমুদয় ফল প্রাপ্ত হয়। ১৬০

অহিংসয়ৈবভূতানাং কার্য্যংশ্রেয়োঽনুশাসনং।
বাকচৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রয়োজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥

ধার্ম্মিক অধ্যাপক শিক্ষার্থী শিষ্যকে প্রয়োজনাতিরিক্ত দুর্ব্ব্যবহার করিবেন না, শিষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, শিষ্যের প্রীতিজনক অনুচ্চ মধুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিহীন ব্রাহ্মণ কিদৃশী ঘৃণার আস্পদ ছিলেন, পাঠকবর্গ দেখুন। যিনি বেদ অধিক বা অল্প পরিমাণে আচার্য্য কি উপাধ্যায়ের * নিকট অধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য অর্থ শাস্ত্রাদি উপার্জ্জনে যত্নবান হইতেন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে অবিলম্বে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য নিষ্পাদনেও সক্ষম নহেন। তাহার পুরুষত্ব বা গৌরব নাই. কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় তিনি নাম মাত্র মনুষ্য।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদং অন্যত্র কুরুতে শ্রমং
স জীবন্নেব শূদ্রত্বং আশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥১৬
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চবিপ্রোঽনধীয়ান,স্ত্রয়স্তে নামবিভ্রতি ॥ ১৫৭

বেদাভ্যাসই দ্বিজাতির ইহলোকে শ্রেষ্ঠতম তপস্যা। বেদবিহীন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥

আমরা নারদ স্মৃতি হইতে পূর্ব্বলিখিত শ্লোক সমূহের পরিপোষক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবনের মনোহর চিত্রটী সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। এই আদর্শ চিত্রে দৃষ্টিপাত পুরঃসর সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ বর্ত্তমান সময়ের ছাত্র জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ করুন।

"আ-বিদ্যাগ্রহণাচ্ছিষ্যঃ শুশ্রূষেৎ প্রয়তোগুরুং।
তদ্বৃত্তি গুরুদারেষু গুরুপুত্রে তথৈব চ ॥
ব্রহ্মচারী চরেদ্ ভৈক্ষং, অধঃশায্যনলঙ্কৃতঃ।
জঘন্যশায়ী সর্ব্বেষাং পূর্ব্বোত্থায়ী গুরো গৃহে॥
নাসংদিষ্টঃ প্রতিষ্ঠেত তিষ্ঠেদ্ বা গুরুণা ক্বচিৎ।
সংদিষ্টঃ প্রতিকুর্ব্বীত শক্তশ্চেদ্ অবিচারয়ন্ ॥
যথাকালং অধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ।
আসীনোঽধো গুরোঃপার্শ্বে ফলকে বা সমাহিতঃ ॥
স্রোতোবহেব সর্ব্বত্র বিদ্যা নিম্নানুসারিনী।
নিম্নবর্ত্তী ভবেৎ তস্মাদ্ তদর্থী সর্ব্বদা গুরোঃ॥

* যিনি অর্থ লইয়া বেদের একাংশ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, তিনিই উপাধ্যায় পদবাচ্য।
একদেশস্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্যর্থং, উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥ ১৪১

অনুশাস্যশ্চ গুরুণা ন চেদ্ অনুবিধীয়তে।
অবিধিনাথবা বদ্ধা রজ্জ্বা বেণুদলেন বা ॥
ভৃশংন তাড়য়েদ এনং নোত্তমাঙ্গে ন বক্ষসি।
অনুশাস্যাথ বিশ্বাস্যঃ—শাস্যো রাজ্ঞান্যথা গুরুঃ॥
আচার্য্যঃ শিক্ষয়েদেনং স্বগৃহে দত্তভোজনং।
ন চান্যৎকারয়েৎকর্ম্ম পুত্রবচ্চৈনং আচরেৎ ॥
সমাবৃত্তশ্চ গুরবে প্রদায় গুরুদক্ষিণাং।
প্রতীয়াৎ স্বগৃহান্—এষা শিষ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥'

নারদ-স্মৃতি (১৪২—৪৩ পৃষ্ঠা)

এই শ্লোক কয়টী পূর্ব্বোক্ত মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত অংশের সংক্ষিপ্ত সার মাত্র। কেবল ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে শিষ্যশাসন এবং গুরুশিষ্যের পরস্পরের ভাব মনুসংহিতার উদ্ধৃত অংশাপেক্ষা স্পষ্টতর ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুরুর আদেশ কি অধ্যয়ন অবহেলা করিলে শিষ্য দণ্ডনীয় হয়। অনতিনির্দ্দয় ভাবে দণ্ডনীয় শিষ্যকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া বা বংশ খণ্ড দ্বারা মস্তক ও বক্ষস্থল ভিন্ন শরীরের অন্যান্য স্থানে গুরু প্রহার করিবেন। এইরূপ নাতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া গুরু শিষ্যকে আশ্বস্ত করিবেন এবং শিষ্যের প্রহারজনিত ক্লেশ দূর করিবেন। নতুবা শিষ্যশাসনজনিত অপরাধ গুরুতর হইলে তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারেন। অধ্যাপক শিষ্যকে স্বগৃহে পুত্রের ন্যায় অন্নাদি প্রদান পূর্ব্বক পরিপালন করিবেন এবং যথোচিত শিক্ষা প্রদান করিবেন। শিষ্য দ্বারা গুরু অন্য কোন কার্য্য সম্পাদন করাইবেন না।

বিজ্ঞ পাঠক! ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে কি বর্ত্তমান কালে কোথাও পিতা পুত্রের ভক্তি স্নেহ দেখিতে পান? ইংরেজী বিদ্যালয়ে ত এই ভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেতনভুক শিক্ষক কিসে ছাত্রের ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, কিসে সে মানুষের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রবলে গণনীয় হইবে, সেই বিষয়ে কি ভাবিয়া থাকেন? এগারটা হইতে চারিটা বেলা পর্য্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্রে সম্বন্ধ। বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষার ফলে ছাত্রশিক্ষকের পূর্ব্বতন মধুর সম্পর্ক ও দুচ্ছেদ্য বন্ধন কি অন্তর্হিত হইয়াছে? আজ কাল সর্ব্বত্র কি দেখিতে পাই? শিক্ষক ও ছাত্র বিদ্যালয়ের নিয়মিত সময় ভিন্ন সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সৌহার্দ্দভাব বর্দ্ধিত করিতে একটুকুও ইচ্ছুক নহেন। পরস্পরের [illegible]ব বিনিময়ে পরস্পর উপকৃত হইতে সম্মত নহেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এ[illegible]ই বিশেষ সদ্ভাব নাই। সেই প্রাচীন ভারতের গুরু শিষ্যের ভক্তিসম্বলিত পিতা পুত্র ভাব নাই। সেই ভক্তি ও সেই স্নেহ নাই। পর্ণকুটীরে যৎসামান্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুশিষ্য যে ভাবে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করিতেন, সুরম্য প্রাসাদোপরি সুসজ্জিত আসনে পরম সুখে উপবিষ্ট হইয়াও আমরা সেই পবিত্র ভক্তি স্নেহময় ভাব দেখিতে পাইতেছি না। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে স্বার্থপরতা, যথেচ্ছাচারিতা, অনুদারতা প্রভৃতি অপনীত হইয়া কবে আবার সেই মধুর পিতা পুত্রের ভক্তি স্নেহময় ভাব আগমনপূর্ব্বক গুরুশিষ্যকে দুচ্ছেদ্য অকৃত্রিম প্রণয় পাশে আবদ্ধ করিবে? কবে আমাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হইয়া উদারতা ও একতা সংস্থাপিত হইবে? কবে আমরা আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্রে সুদীক্ষিত হইয়া প্রকৃত হিতৈষণারূপ মহাব্রতে ব্রতী হইব? কবে আমরা মুখসর্ব্বস্বতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধনার বলে সিদ্ধি লাভ করিতে শিখিব?

ষটত্রিংশৎ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ কি কঠোর সাধনাই করিতেন, কি কষ্টকর তপশ্চর্য্যাই করিতেন! সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি লাভ কখনও সম্ভবপর নহে। তাই এই ঘোরতর দুঃসহ সাধনার দেদীপ্যমান জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য, চৈতন্যদেব, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বাচস্পতি মিশ্র, মল্লিনাথ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র সাধক শ্রেষ্ঠ আমাদের দর্শনপথে পতিত হন। এবম্বিধ সাধনা না করিলে তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না। ভারতের অবিনশ্বর জলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে পদে পদে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান, সভ্যতা,ধর্ম্ম ও সত্যের পথে আমাদের পথপ্রদর্শক হইতে সমর্থ হইতেন না। স্বস্ব অসাধারণ জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে তাঁহারা ভারতবাসীর হৃদয়াভ্যন্তরে এত কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করত সভ্য জগতের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেন কি না, সন্দেহ স্থল। চিরপূজিত সাধকগণ, আবার তোমরা ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে যোগ ভক্তি কর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা দেও, আবার আমাদিগকে তোমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাও, আবার আমাদিগকে প্রকৃত সাধন শিক্ষা দিয়া সিদ্ধিলাভ কিরূপে করিতে হয়, উপদেশ দেও।

পূর্ব্বোল্লিখিত আদর্শ ছাত্রজীবনের মধুর ভাব এখনও টোল সমূহে অনেক পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ভাব সম্পূর্ণরূপে এখনও টোলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। ছাত্রদিগকে অন্নপানাদি দ্বারা এখনও টোলের পূজ্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলী প্রতিপালন পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিয়া থাকেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে সেই পূর্ব্বতন পিতাপুত্র ভাব টোলে এখনও বর্ত্তমান আছে। সেই ভক্তি,সেই স্নেহ এখনও অনাদৃত টোলগুলি হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। টোলের ছাত্রগণ এখনও প্রত্যহ পাঠ আরম্ভ ও শেষ হইবার সময় পূর্ব্বের ন্যায় গুরুকে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া থাকে। অধ্যাপকগণ এখনও স্ব স্ব টোলে শিষ্যদিগকে নিজব্যয়ে আহারাদি দিয়া থাকেন। যিনি তাহা না পারেন, তিনি টোলই খোলেন না। পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ পণ্ডিতমণ্ডলীর যথাযোগ্য সমাদর করিতেন, রীতিমত অর্থাদি প্রদান পুরঃসর উদারপ্রকৃতি নিঃস্ব পণ্ডিতগণের যথোচিত সাহায্য করিতেন। তাঁহারা প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। প্রকৃত গুণ ও পাণ্ডিত্যের যথোচিত সমাদর করিতেন। অনেকে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ও পণ্ডিতবর্গের যথোচিত উৎসাহ দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ও সংস্কৃত চর্চ্চার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন,সন্দেহ নাই।—বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে নবদ্বীপের রাজগণ বিদ্যানুশীলন জন্য ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বোধ হয়, নবদ্বীপ অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের টোলের পণ্ডিতবর্গ মুসলমান রাজত্বের মধ্য ও শেষ ভাগে ও নবদ্বীপের গুণগ্রাহী রাজগণ হইতে যথোচিত অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পরম যত্নে অতিশয় উৎসাহ সহকারে ছাত্রগণকে

অধ্যয়ন করাইয়া নবদ্বীপকে বঙ্গদেশে সংস্কৃতানুশীলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান করিয়া তুলিয়াছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গের নামে এখনও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের পণ্ডিত-মণ্ডলী সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র অনুশীলনের জন্যই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতের নানা স্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী সমবেত হইয়া নবদ্বীপকে সরস্বতীর প্রিয়তম লীলাভূমি রূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। নবদ্বীপ সরস্বতীর প্রিয়তম নিকুঞ্জকানন। সেখানে মহামহোপাধ্যায় ধার্ম্মিক, নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত চূড়ামণিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপকে প্রকৃত তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছেন। তার্কিক ও নৈয়ায়িক কুলতিলক 'তত্ত্বচিন্তামণি'-রচয়িতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় মিথিলাদেশকে স্বীয় জন্মগ্রহণে পবিত্রীকৃত করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের জনক। বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের শিষ্যবর্গের মধ্যে মণিমিশ্র ও যজ্ঞপতি উপাধ্যায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন ও মণিপ্রভা নামে একখানি গ্রন্থ উভয়ে একত্রিত হইয়া রচনা করেন। যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের প্রিয়তম শিষ্য পক্ষ মিশ্র 'চিন্তামণি'র সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্য "আলোক" প্রণয়ন করেন। পক্ষধর মিশ্রের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য নবদ্বীপবাসী রঘুনাথ শিরোমণি স্বকীয় অলৌকিক স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভাবলে মিথিলা হইতে "ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণি ও আলোক বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করেন এবং ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ে নবদ্বীপের অবিসংবাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। তিনি 'তত্ত্বচিন্তামণির' "দীধিতি" নামক বিবৃতি রচনা করেন। রঘুনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ তৎকৃত 'দীধিতি'র ও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা প্রণয়ন করেন। মথুরানাথের শিষ্য ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ দীধিতির একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ভবানন্দের প্রিয়তম শিষ্য জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য 'দীধিতি'র বিশদীকরণে যত্নপর হইয়া আরো দুইখানি টীকা রচনা করেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন গৌতম সূত্রের বিবৃতি এবং ভাষা পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী প্রণয়ন করেন। এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক গ্রন্থ লিখিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর গৃহে গৃহে ইঁহাদের নিয়ত অর্চ্চনা হইতেছে। যতকাল সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল ইঁহারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর ভক্তিশ্রদ্ধার পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে সবিস্তারিতরূপে শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর বাবুই লিখিতেছেন। নবদ্বীপের টোল ও পণ্ডিতবর্গের প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, তাহা সংগৃহীত করিয়া তাঁহাকে নব্যভারতে প্রচারিত করিতে দেখিলে আমরা নিরতিশয় সুখী ও কৃতজ্ঞ হইব। চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব সময়েই নবদ্বীপে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যপ্রভায় ভারতবর্ষকে (বিশেষত বঙ্গদেশকে) পবিত্রীকৃত ও সমুদ্ভাসিত করিতেছিলেন। সেই সময় হইতেই নবদ্বীপের বিদ্যার ও প্রতিভার বিমল জ্যোতিঃ

দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নবদ্বীপের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রেমিক চূড়ামনি চৈতন্যদেব অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও অলৌকিক প্রতিভা বলে তৎকালীন প্রায় সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া আপনার প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে সময় বঙ্গের বড় গৌরবের সময়। বাঙ্গলার ইতিহাসে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর অংশ আর আছে কিনা,সন্দেহ স্থল। একদিকে ধর্ম্মবীর প্রেমিকচূড়ামনি বঙ্গদেশকে অভূতপূর্ব্ব বিশ্বজনীন প্রেমরসে মাতাইয়া, পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্থাপন করত ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, অপরদিকে নৈয়ায়িক শিরোমনি রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাতে স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভা প্রয়োগ করিয়া নবদ্বীপে সমবেত নানা প্রদেশবাসী ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করত ভারতকে চমকিত করিতেছেন। একদিকে চৈতন্যদেব জাতি নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতিকে প্রেমসূত্রে বন্ধন করিয়া স্বকীয় মহত্ত্বের ও বিশ্বজনীন প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, অপরদিকে স্মার্ত্তচূড়ামনি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের শিথিলীকৃত ভিত্তিকে শাস্ত্রের দুচ্ছেদ্য নিগড়-বন্ধনে সংযত করিয়া জাতি-বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিতেছেন এবং চৈতন্যদেবের উদার ভাবের প্রতি শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ পুরঃসর ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-দিগকে অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিতেছেন। বঙ্গের ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতর অংশ সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও বঙ্গবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দার্শনিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সময় সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, এই নাটক-নভেল পরিপূর্ণ বঙ্গদেশে তাহা জানাইতে বা জানিতে কেহ চায় না, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। কবে আমরা জাতীয় অতীত গৌরবের ইতিহাস লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইব? বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে কত কত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যপ্রভা ক্ষণকাল স্বল্পপরিমিত স্থানে বিস্তার করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে? কে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের গৌরব করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করে? এই সে দিন নবদ্বীপের প্রধান-স্মার্ত্ত পণ্ডিতচূড়ামনি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও অভিধান-প্রণেতা পণ্ডিতশিরোমণি তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। কই, তাঁহাদের জীবনচরিত ত এপর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না! তাঁহাদের জীবনীতে কি আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নাই? আমাদের দেশে এত পুস্তক প্রণীত, সম্পাদিত, অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। প্রণেতা, সম্পাদক, অনুবাদক ও প্রকাশকগণ নানা উপায়ে ও কৌশলে এত অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহই কি এসকল বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাসের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারেন না? কেহই কি বঙ্গদেশেরও সমগ্র ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে বা সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইতে পারেন না? আমরা স্বার্থপর-

তার দাসানুদাস। পরপদলেহন আমাদের ঘৃণিত জীবনের এক মাত্র উপজীবিকা। আমরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনার অবসর পাই কই? দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে সচেষ্ট হওয়ার সময় পাই কই? আমরা মুখসর্ব্বস্ব। বক্তৃতার স্রোতে, সংবাদপত্র-লিখনের-প্রবাহে সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিতে পারি। আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপযোগী ধৈর্য্য, উদ্যম, উৎসাহ ও দৃঢ়তা কই? আমরা ভূমণ্ডলে অধম জাতি। আমাদের জিহ্বায় ও লেখনীতে বল আছে বটে, কিন্তু কার্য্য করিবার শক্তি অণুমাত্রও নাই।

বঙ্গদেশের টোল সমূহে ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রেরই বাহুল্যরূপে অনুশীলন হইয়া থাকে। বেদ, উপনিষদ্‌, জ্যোতিষ, কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কার, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপনা আছে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কাব্য, অলঙ্কার ও ছন্দ শাস্ত্রের অনুশীলন হয় না। ব্যাকরণের ফাঁকি সিদ্ধান্ত বিচারাদিই বিশেষরূপে অধীত হইয়া থাকে। অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে দুরূহ প্রশ্নোত্তর শিক্ষাদান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। শিষ্যবর্গও কিসে নিমন্ত্রণাদিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তাহা শিক্ষা করিতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রকৃতরূপে কোন শাস্ত্রেই সম্যকরূপে ব্যুৎপন্ন হইতে যত্নপর হন না। বর্ত্তমান সময়ে টোলের ন্যায় পবিত্র বিদ্যামন্দিরে প্রায় সর্ব্বত্রই বোধ হয় বিদ্যা ও জ্ঞানের এইরূপ নিরতিশয় অবমাননা ও লাঞ্ছনা হইতেছে। টোলের পণ্ডিতদিগের অধিকাংশই এবম্বিধ অকিঞ্চিৎকর বিদ্যার অভিমানে স্ফীত, প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান লাভে একান্ত উদাসীন। তাঁহারা গর্ব্ব ও দম্ভের এক একটী সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। সর্ব্বদাই পরনিন্দায় জিহ্বা ও কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান অপেক্ষা বাচালতা ও ভণ্ডামিরই বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই বোধ হয়, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা যথোচিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছেন না। তাঁহারা অর্থলোভে না করিতে পারেন, এমন কার্য্য কিছু কম আছে। দেশীয় রাজা নাই, তাঁহারা কাহার দ্বারে সাহায্য প্রার্থী হইবেন? কাজে কাজেই পেটের জ্বালায় তাঁহাদিগকে অনেক অশাস্ত্রীয় ও বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মহারাজকে হিন্দু বলিয়া সমাজে গ্রহণ করিতে গিয়া বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ কি পর্য্যন্তই না অপদস্থ ও অবমানিত হইয়াছেন!! স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ পয়সার লোভে বিভিন্ন সময়ে একই কার্য্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়া অনেক সময়ই, ধর্ম্ম, নীতি ও সততাকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। এক সভায়, কি এক স্থানে এক ব্যবস্থা দিয়া গেলেন, প্রায় তাহার কালী শুকাইতে না শুকাইতেই অন্য স্থানে অন্য সভায় গিয়া তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিলেন। এদিকে ত তাঁহাদের একই সময়ে এরূপ সম্পূর্ণ বিসদৃশ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অপর দিকে তাঁহারা আপনার মত ভ্রমাত্মক বলিয়া জানিয়াও সরলভাবে ভ্রমসংশোধন না করিয়া প্রাণপণে তাহা সমর্থন করিতে থাকেন। পক্ষপাতিতাও এরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা

স্বার্থান্ধতার বিকাশের দরুণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা দ্বারা দশটাকা প্রাপ্তির আশা আছে, তিনি দোষ করিলেও তাহার দণ্ড নাই, তিনি মূর্খ হইলেও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিমন্ত্রিত ও আহূত হইতে থাকেন। মিথ্যাচরণ দ্বারা স্বীয় স্বার্থের উদ্ধার হইলে, তাঁহারা তাহাতেও পরাঙ্মুখ নন। নিমন্ত্রণে যাইয়া টোল না থাকিলেও ছাত্র-বিদায় গ্রহণ করিতে যত্ন করেন, পথ খরচ যাহা লাগে তদপেক্ষা অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। সময় সময় এবম্বিধ মিথ্যাচরণের নিমিত্ত যথেষ্ট অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়দোষ হইতেও তাঁহার নির্ম্মুক্ত নহেন। অনেক সময় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় অতিশয় বীভৎস ও লজ্জাজনক কার্য্য করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান নিজে করুন আর নাই করুন, দীর্ঘ ফোঁটা কপালে দিয়া লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান্ হইয়া থাকেন। অন্যকে অধার্ম্মিক পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা পুরঃসর আবশ্যক বোধ হইলে সমাজের বহিষ্কৃত করিয়া অধর্ম্ম ও ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম, তাহা অতিরঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিত নহে। সকলেই যে উপরি উল্লিখিত দোষ-দুষ্ট, তাহা নহে। অনেক মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে এবং চরিত্র বলে তাঁহারা সর্ব্বাংশেই আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার সমুপযুক্ত পাত্র। এরূপ মহচ্চরিত্র পণ্ডিতদিগকেও অন্যান্য পণ্ডিত-কুলকলঙ্কগণের ও প্রাকৃত জনের ন্যায় সভাস্থলে বিচারাদিতে ক্রোধান্ধ এবং ধৈর্য্যচ্যুত এবং অর্থ প্রাপ্তির জন্য পরের উপাসনা ও তোষামোদ করিতে দেখা যায়। অযথা নিন্দা ও দোষ কীর্ত্তন করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর্গ যেন লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে তাহার ধৃষ্টতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করেন। প্রবন্ধলেখক তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে। যাঁহারা সমাজের অগ্রণী ও নেতা, তাঁহাদিগের সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, পরোপকার রত, ধর্ম্মপরায়ণ, অপক্ষপাতী, সমদর্শী ও স্বদেশহিতৈষী হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। পূজনীয় পণ্ডিত বর্গ! আপনাদের দুর্গত অবস্থার কারণ আপনারাই স্বয়ং। আপনাদের মধ্যে থাকিয়া পণ্ডিতকুলকলঙ্কগণ আপনাদিগকে কলঙ্কিত ও হিন্দু-সমাজকে অধঃপাতিত করিয়াছে ও করিবে। যত্নপূর্ব্বক আপনারা তাহাদের দোষ গুলি সংশোধনান্তর আবার হস্তস্খলিত হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। লোকের হৃদয় স্বীয় গুণে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করুন। নতুবা আপনাদের অবস্থা ক্রমশ হীন হইবে এবং আপনাদিগকে জন সমাজে আরো উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম দিনে দিনে আরো অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর্গের আদর্শ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন, আপনারা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গরিমা ও চরিত্র বলে তাঁহাদের হইতে হীন হইয়াছেন কি না? পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি কলাপ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সমুপযুক্ত বংশধর হইতে যত্নবান্ হউন। অবশ্যই আপনাদের অবস্থা পরি-

বর্ত্তিত হইবে। অবশ্যই আপনাদের গৌরব সমস্ত দেশ গৌরবান্বিত হইবে। শিষ্যদিগকে ও আপনাদের উপযুক্ত ছাত্র হইতে শিক্ষা দিন্। যেন তাঁহাদের দ্বারা সমাজ কোনও রূপে কলঙ্কিত না হইয়া পরিশোধিত হয়। যেন পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া ভারতবাসী পুনরায় ধর্ম্মগত-প্রাণ হইয়া উঠেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, টোলে সাহিত্য ভিন্ন ব্যাকরণ শাস্ত্র বহুকাল পর্য্যন্ত অধীত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বোপদেব-প্রণীত মুগ্ধবোধ ও পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য প্রণীত দুর্গসিংহের বৃত্তি সহ কলাপ ব্যাকরণ পঠিত হয়। কলাপ ব্যাকরণের সন্ধি বৃত্তি, চতুষ্টয় বৃত্তি, আখ্যাত, ও কৃদ্‌বৃত্তির পঞ্চম প্রকরণ পঠিত হয়। কলাপ পরিশিষ্টের সন্ধিপ্রকরণে এবং নাম প্রকরণের মাত্র ধাতু সূত্র গোপীনাথ প্রণীত টীকা সহিত অধীত হয়। নমস্কারবাদের শ্লোকটীরও সন্ধি, বৃত্তিকারক এবং ধাতুসূত্রের পঞ্জিকা ও কবিরাজ পঠিত হইয়া থাকে। অধীত বিষয় গুলির বিচারাদিতেই ছাত্রদিগের মনোযোগ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভের পক্ষে দৃষ্টি প্রায়ই থাকে না। কলাপ ব্যাকরণের কৃদ্‌বৃত্তির ষষ্ঠ প্রকরণ, কলাপ পরিশিষ্টের নাম প্রকরণ, ষত্বণত্ববিধান, কারক, সমাস, স্ত্রাধিকার প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় গুলি একেবারেই পঠিত হয় না।

সাহিত্য ভিন্ন ব্যাকরণ পাঠেই ছাত্রদিগের বহু সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সাহিত্য পাঠ, ব্যাকরণের সঙ্গে আবশ্যকীয়ও মনে করেন না। এই জন্যই তাঁহারা কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ও ভবভূতি অপেক্ষা মাঘ ও শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অনুচিত প্রসংশা করিয়া, তাঁহাদিগের সহৃদয়তা এবং ভাবুকতার অভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহাদের মুখে—

উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থগৌরবং,
নৈষধে পদলালিত্যং, মাঘে সন্তিত্রয়োগুণাঃ ॥
উদিতে নৈষধেবাক্যে ক্ব মাঘঃ ক্বচ ভারবিঃ ॥

প্রভৃতি উপহাসাস্পদ বাক্য প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত ছন্দ অলঙ্কার কি পদার্থ, তাহাও নাকি জানেন না!! কি লজ্জার কথা! সাহিত্য অনাদর করিয়া তাঁহারা এই রূপে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত কলেজের পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে কলিকাতায় উপাধির পরীক্ষা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ও ব্যয়ে প্রতিবৎসর গৃহীত হইতেছে। তদ্দ্বারা টোলে সাহিত্যাদির পাঠনা রীতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। সংস্কৃত লিখন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে কাব্য, নাটক, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র টোলে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকার সারস্বতসমাজ দ্বারাও পূর্ব্ববঙ্গের টোলগুলির পাঠনা রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখনও অনুবাদ এবং সংস্কৃতে কথোপকথনাদির চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ভাষায় ব্যুৎপত্তিজন্মিবার পক্ষে উক্ত বিষয়দ্বয় সবিশেষ উপযোগী, সংশয় নাই। কোন কোন পরীক্ষক নাকি সময় সময় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। ইহা সত্য হইলে বড় দুঃখের বিষয়।

স্মৃতিশাস্ত্রের নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি

অধীত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকা সহিত জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগ ও শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেক (মঘা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত) শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেক সংসর্গ প্রকরণ পর্য্যন্ত, এবং রঘুনন্দন প্রণীত তিথি-উদ্বাহ-প্রায়শ্চিত্ত-শুদ্ধিশ্রাদ্ধ-মলমাস ও একাদশী তত্ত্ব মাত্র পঠিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র গুলির আলোচনা একেবারেই নাই। বাদার্থের দুই এক খান পুস্তক অধ্যয়ন পূর্ব্বক স্মৃতির ছাত্রগণ স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করে। ইহাতেও বিচারমল্লতার উৎকর্ষ সাধনেই অধিক মনোযোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিসে সভায় প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিয়া স্বকীয় প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবে, গুরুশিষ্য উভয়েরই সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানের দিকে প্রায়ই দৃষ্টি থাকে না। সুতরাংই অধীত বিষয়ে ছাত্রদিগের সবিশেষ ব্যুৎপত্তিও জন্মে না। প্রাচীন সংহিতাদি সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়েরা এতদূর অজ্ঞ যে, স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের সংগ্রহে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের যে যে বচনাদি শিক্ষা করেন, তদ্ভিন্ন সংহিতা-প্রণেতাদিগের বচনাদিতে অপ্রামাণিক বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেও ত্রুটী করেন্ না। মূলগ্রন্থে অনাদর করিয়া তাঁহারা কতিপয় সংগ্রহাদির অধ্যয়নেই পরিতুষ্ট থাকেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব মধ্যে সাত আটখান পড়িলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার শ্রাদ্ধবিবেক ও দায়ভাগের টীকায় স্বীয় পাণ্ডিত্য ও নৈয়ায়িকতা সবিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকেই তর্কালঙ্কারের টীকা ভিন্ন উপরি উল্লিখিত অন্য গ্রন্থাদিতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যকীয় বোধ করেন না।

স্মৃতি শাস্ত্রের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রের মূল-গ্রন্থাদির অনুশীলনও ইতিপূর্ব্বে একেবারেই ছিল না। তীর্থাভিধেয় উপাধি-পরীক্ষাগ্রহণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে তাহা কিয়ৎপরিমাণে পঠিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে। বিশ্বনাথকৃত বৃত্তি সহিত গোতম প্রণীত ন্যায়সূত্র, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কৃত বিবৃতি সমেত কণাদের বৈশেষিক সূত্র, জগদীশকৃত শব্দশক্তি প্রকাশিকা, গদাধরপ্রণীত শক্তিবাদ প্রথমাদি ব্যুৎপত্তি বাদ, হরিদাসের টীকা সমেত উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি; রঘুনাথ কৃত দীধিতি এবং জগদীশ ও গদাধর প্রণীত তৎটীকা সহ গঙ্গেশোপাধ্যায়-বিরচিত তত্ত্বচিন্তামণির অনুমিতি খণ্ড—এক্ষণে টোলে পঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে স্মৃতি, ন্যায় ও সাহিত্য ভিন্ন বেদান্ত, সাঙ্খ্য মীমাংসা, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদের কতিপয় প্রধান প্রধান পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের কীদৃশ অনুশীলন টোল সমূহে হইতেছে, সেই বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। এই পাঠ্যের তালিকা মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের নাম দেখিতে পাইতেছি না। সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়েরাই আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থী অল্পসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। উপাধি পরীক্ষায় আয়ুর্ব্বেদ পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

এক এক বিষয় শিক্ষার্থ ছাত্রদিগের

পূর্ব্বে দশ বার বৎসর ব্যয় হইত। এখন সেই স্থলে পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, টোলে বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই অনধ্যায়কাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ছাত্রগণ সেই সময়ে পাঠ বন্ধ করেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ের ন্যায় টোলের পাঠবন্ধের দিন নির্দ্দিষ্ট নাই। আমরা অনধ্যায় কাল সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। শব্দকল্পদ্রুমে অনধ্যায় শব্দ দৃষ্টিগোচর হইল না। অতএব ইহা টোলে অধ্যাপক ও ছাত্র ভিন্ন অনেকের নিকট নূতন বোধ হইবে। অনধ্যায় কাল পূর্ব্বকালে বেদাধ্যয়নে মাত্র প্রয়োজ্য ছিল। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্ম (স্মৃতি) শাস্ত্র ভিন্ন সমুদয় বিষয়ের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

অনধ্যায়স্তু নাঙ্গেষু নেতিহাস পুরানয়োঃ।
নধর্ম্মশাস্ত্রেম্বন্যেষু পর্ব্বম্বেতানি * বর্জ্জয়েৎ ॥

(পরাশরভাষ্যকৃত কূর্ম্মপুরাণ বচন।) রাজ্যাধিপতির অশৌচ হইলে, রাহুগ্রস্ত থাকিতে থাকিতে চন্দ্রসূর্য্যের অস্ত গমনে তিন দিন অনধ্যায়। "ত্র্যহংন কীর্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাগেশ্চ সূতকে" (তিথিতত্ত্বধৃত মনুবচন)। দীর্ঘকালব্যাপী বা সম্পূর্ণ গ্রহণে, বায়ুতে বায়ুতে প্রবলতম ঘর্ষণে, উল্কাপাতে, ভূমিকম্পে, বেদ কি আরণ্যক কোন গ্রন্থের পাঠ সমাপন হইলে, সন্ধ্যাসময়ে কি প্রাতঃকালে মেঘগর্জ্জনে, শ্রাদ্ধভোজনান্তর, কাহারও দান প্রতিগ্রহণান্তর, শ্রাবণ অগ্রাহয়ণ ও চৈত্রের শুক্ল প্রতিপদে—একদিন অনধ্যায় বলিয়া জানিবে। "সন্ধ্যাগর্জ্জিত-নির্ঘাত-ভূকম্পোল্কানিপাতনে। সমাপ্য বেদং, দ্যুনিশং আরণ্যকমধীত্য চ ॥ পঞ্চদশ্যাং, চতুর্দ্দশ্যাং, অষ্টম্যাং, রাহুসূতকে। ঋতুসন্ধিষু, ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং, প্রতিগৃহ্য চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য) "সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ। চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্ব্বিদ্যা, যশো, বলং ॥" (দুর্ব্বাসা) ভগবতী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা শ্রীপঞ্চমীর উৎসব দিনে অনধ্যায় হওয়াই স্বাভাবিক। "অনধ্যায়স্তু কর্ত্তব্যো মহে দৈবে চ পার্থিব।"

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী হইতে আশ্বিনের শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত অনধ্যায়। অকাল বৃষ্টি ও অকাল গর্জ্জনেও অনধ্যায় হয়। "প্রবোধনাৎ সমারভ্য যাবৎ দুর্গামহোৎসবঃ। অকালবৃষ্টৌ নাধ্যেয়ং অকালগর্জ্জিতে তথা ॥" (আচার্য্য চূড়ামণি কৃত সম্বৎসরপ্রদীপ) শ্রাবণ অগ্রহায়ণ ও চৈত্রের শুক্ল প্রতিপদ (ঋতুসন্ধি) অনধ্যায়। প্রতিপদ ও অষ্টমী অল্পক্ষণ থাকিলেও সে দিন অনধ্যায় হয়।

"সাচ যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাঙ্গেয়-শরতাড়িতা। প্রতিপৎ-পাঠ-শীলানাং বিদ্যেব তনুতাং গতা" ॥ (মহাভারত) "প্রতিপল্লেশ মাত্রেণ কলামাত্রেণ চাষ্টমী। দিনং দূষয়তে সর্ব্বং, সুরা গব্যঘটং যথা ॥" (নির্ণয়ামৃত)

আষাঢ়ী-আশ্বিনী-অগ্রহায়ণী মাঘী ও ফাল্গুনী শুক্লা এবং কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ও চৈত্র মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া অনধ্যায় বলিয়া পরিগণিত।

* চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা। পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র। রবি-সংক্রান্তিরেব চ ॥ এই পাঁচটী পর্ব্বদিনে বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অপর সমুদয় শাস্ত্রের অধ্যয়নও নিষিদ্ধ।

প্রেকোচৈচা দ্বিতীয়াস্তাঃ, প্রেতপক্ষে গতে তু যা। যা চ কোজাগরে জাতে. চৈত্রাবল্যাঃ পরে তু যা। চাতুর্ম্মাস্যে সমাপ্তে চ দ্বিতীয়া যা ভবেত্তিথিঃ পরাস্বেতাস্বনধ্যায়ঃ পুরাণৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। (তিথিতত্ত্বে রাজ-মার্ত্তণ্ড ধৃত বচন)

"চৈত্রকৃষ্ণ-দ্বিতীয়ায়াং তিস্‌ষ্বেবাষ্টকাস্বচ মার্গে চ ফাল্গুনে চৈব আষাঢ়ে কার্ত্তিকে তথা। পক্ষয়োর্ম্মাঘমাসস্য দ্বিতীয়াং পরি-বর্জ্জয়েৎ॥" (মলমাসতত্ত্বে ভীমবচন)

"আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘী ফাল্গুনী চ দ্বিজোত্তম! দ্বিতীয়া শুক্লপক্ষস্য অনধ্যায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ফাল্গুনস্যাশ্বিনস্যাপি কার্ত্তিকা-ষাঢ়য়োরপি। কৃষ্ণপক্ষদ্বিতীয়ায়াং অনধ্যায়ং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া আশ্বিনের শুক্লা নবমী, কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী ভাদ্রের শক্র ধ্বজ পাত যে ভরণী নক্ষত্রে হয়, ও মাঘী শুক্লা সপ্তমী অনধ্যায় বলিয়া পরিগণিত।

"মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং ভরণ্যামপি চৈবহি। তথাক্ষয় তৃতীয়ায়াং শিষ্যান্নাধ্যাপয়েদ্‌বুধঃ। মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং রথ্যাখ্যায়াস্থ বর্জ্জয়েৎ॥
(নারসিংহপুরাণ)

ভাদ্রীও চৈত্রী শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী ত্রেতাযুগ উৎপত্তির দিন, একাদশী ও দ্বাদশী, আষাঢ়ের শুক্লা দশমীও একাদশী, শ্রাবণের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপর যুগ উৎপত্তির দিন—অনধ্যায় বলিয়া জানিবে।

"অয়নে বিষুবে চৈব শয়নে বোধনে হরে। অনধ্যায়স্তু কর্ত্তব্যোমন্বাদিষু যুগাদিষু॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত নারদ বচন)

ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী, ও দ্বাদশীর রাত্রে অধ্যয়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে উক্ত তিথিগুলির রাত্রির প্রথম প্রহর মাত্র অনধ্যায়।

"ত্রয়োদশ্যা শ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশী তিথেঃ। প্রদোষেঽধ্যয়নংধীমান্‌নকুর্ব্বীত,—যথাক্রমং সারস্বতঃ গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ণব স্তথা॥"
(তিথিতত্ত্ব)

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই এত অনধ্যায় সময় মধ্যে পণ্ডিতমণ্ডলী ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ কি অলসভাবে বসিয়া থাকিতেন? শাস্ত্র চিন্তায় দিনরাত্রি যাপন করিতেই যাঁহারা ভাল বাসেন, তাঁহারা কি নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে পারেন? পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। সকলকেই পুস্তকাদি লিখিয়া লইতে হইত। বর্ত্তমান কালের ন্যায় পূর্ব্বে পুস্তকাদির বহুল প্রচার ছিল না। এক্ষণে আমাদিগকে পুস্ত-কের অভাবে কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা টীকা টীপ্‌পনী এমন কি অনুবাদ ও প্রশ্নোত্তর পর্য্যন্তও অনায়াসে অল্পমূল্যে ও অল্পায়াসে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইতেছি। কিন্তু টোলের ছাত্রগণ ও অধ্যাপকবর্গ এখনও মুদ্রিত পুস্তক অতি অল্পই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের এখনও অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকই মুদ্রিত হইয়াছে; রাশীকৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ পণ্ডি-তবর্গের গৃহ ও চতুষ্পাঠী সুশোভিত করি-তেছে। অনধ্যায় সময়ে তাঁহারা গ্রন্থ লিখন ব্যাপারে নিরত থাকিতেন ও থাকেন বলিয়া অনুমিত হয়।

কথিত আছে যে নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথ যখন তৎকালীন সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধানতম স্থান মিথিলার মহামহোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্রের টোলে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহাকে অধীত যাবতীয় পুস্তক গুরুদেবের চতুষ্পাঠীতে রাখিয়া শূন্যহস্তে গৃহে আসিতে হইয়াছিল। মিথিলা হইতে অন্যত্র গ্রন্থাদি

নীত হইলে বা কালক্রমে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতবর্গের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কোন ছাত্রকেই কোন গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া আসিতে দিতেন না। রঘুনাথও এই চিরন্তন প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া অধীত প্রিয়তম গ্রন্থাদি রাখিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু যাবতীয় অধীত বিষয় অবিকল তাঁহার স্মৃতিপটে এত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল যে তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিয়াই তত্ত্বচিন্তামণি ও আলোক নামক তাহার সুপ্রসিদ্ধ বিবৃতিখানি অনায়াসে লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি অলৌকিক প্রতিভাবলে নবদ্বীপকে ন্যায় ও তর্কশাস্ত্র অনুশীলনের সর্ব্বপ্রধান স্থানরূপে পরিণত করিয়া, মিথিলার গর্ব্ব সবিশেষ খর্ব্বীকৃত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মিথিলা হইতে দলে দলে ছাত্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের যশঃ-সৌরভ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়া নবদ্বীপকে সরস্বতীদেবীর প্রিয়তম বিলাসক্ষেত্রে পরিণত করিল। এই কিম্বদন্তীর মূলে কতদূর সত্য নিহিত রহিয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্তু এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে পুস্তকের অভাবে টোলের ছাত্রবর্গকে কতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হইত, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হইতেছে। অতএবই অনুমান হয় অনধ্যায়ের অধিকাংশ সময় টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ গ্রন্থ লিখন ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতেন।

আমরা অতঃপর নবদ্বীপাদি স্থানের টোলের প্রধান প্রধান কতিপয় পরলোকগত ও জীবিত পণ্ডিতকুলতিলকগণের নাম ও বিরচিত—গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ইহারা সকলেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের দরুণ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। মহাজন দিগের নামকীর্ত্তনে ও পুণ্য আছে। তাঁহাদের নাম ভিন্ন আমরা অন্য কিছু জানিতে পারি নাই। লেখকের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে যোগ্যতর সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাম জানিয়া তাঁহাদের জীবনী ও ক্রিয়াকলাপাদি লিপিবদ্ধ করণান্তর লোক সমাজে প্রচারিত করিতে পারেন, অথবা কৌতুকী হইয়া সংগ্রহে যত্নবান হইতে পারেন এবং ভবিষ্যতে ইহাদের নামমাত্রে পর্য্যবসিত অস্তিত্বের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ জীবনী ও সাময়িক চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই কি না—এই আশা এই সামান্য প্রবন্ধ লেখককে অল্প সংখ্যক প্রধানতম পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

শঙ্কর তর্কবাগীশ, শ্রীরাম শিরোমণি, হরমোহন তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত হরিনাম তর্ক সিদ্ধান্ত—ইহারা অতি প্রসিদ্ধ নবদ্বীপবাসী নৈয়ায়িক। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় বর্ত্তমান কালে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। শ্রীযুক্ত হরিনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয় মূলাযোড় সংস্কৃত কালেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যের মুক্তিবাদের টীকাকার। ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন (বিবাদ ভঙ্গার্ণব নামক স্মৃতি সংগ্রহ প্রণেতা) ও রামদাস তর্কলঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। রামধন তর্কপঞ্চানন ইনি বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোঁড়কদীগ্রামে, ব্রজ-

কুমার বিদ্যারত্ন, বর্দ্ধমানে ভাটপাড়ায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন, গুপ্তিপাড়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। মুরসিদাবাদে বৈদ্যকুলতিলক চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ গঙ্গাধর মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী নামকটীকা, মহিম্ন-স্তব ও চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

দেবীতর্কালঙ্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, লক্ষ্মীনাথ ন্যায়ভূষণ, রামলোচন ন্যায়ভূষণ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন নবদ্বীপের অতি প্রসিদ্ধ স্মার্থ পণ্ডিত। দেবী তর্কালঙ্কার কৃত স্মার্থ শিরোমণি রঘুনন্দনের গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম আদৃত ও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রণীত স্মৃতির অনেক পত্রিকা (পাতারা) প্রচলিত আছে। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন চৈতন্যদেবের ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় উক্ত গ্রন্থের প্রতিবাদচ্ছলে চৈতন্যচন্দ্রোদয়াঙ্ক প্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। গুপ্তিপাড়ায় রামধন বিদ্যালঙ্কার এবং কলিকাতায় ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও ভারতচন্দ্র শিরোমণি প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে ধামরাইয়ের চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন (ইঁহার পত্রিকা চান্দ্রী পাতারা নামে প্রসিদ্ধ) ও দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌম, অভয়ানন্দ, গোলোক সার্ব্বভৌম, কাঠাদিয়ার কমল সার্ব্বভৌম, ইচ্ছাপুরার তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি, জপসার চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ, পয়সার্গার সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, রাজনগরের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশ, বজ্রযোগিনীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন, সাৎরাপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার ভোজেশ্বরের কালীনাথ তর্কভূষণ—সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও করিয়াছেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কুরাপাড়ার কালীকান্ত শিরোমণি, দীনবন্ধু ন্যায়পঞ্চানন (পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ইঁহার ছাত্র) ভোজেশ্বরের শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ শিরোমণি, কুরসাইলের শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রধান বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

বৈয়াকরণের মধ্যে কুরাপাড়ার নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, শুভচ্যার কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম, অমরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী শাক্তার শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার, পয়সার্গার পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ, ইদিলপুরের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তি (অমরকোষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকা প্রণেতা), উজিরপুরের হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ, এবং কোটালিপাড়ের শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, ত্রিপুরা জিলার শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কভূষণ ও বোয়ালিয়ার শ্রীযুক্ত মাধব তর্কচূড়ামণি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলাপ ব্যাকরণের অংশ বিশেষের টীকা রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয় মনোদূত নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জে উজিরপুরের গৌরীনাথ

তর্কবাগীশ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি (ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, পূজ্যপাদ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন) কলসকাঠির কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম ও শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ বিদ্যালঙ্কার, মানপাশার কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, কোটালিপাড়ার তারিণীচরণ শিরোমণি (কবিতা রচনে ইহার সবিশেষ নৈপুণ্য ছিল), গোবিন্দ ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার এবং বারপাইকার তারিণীচরণ শিরোমণি—নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত। রামকিঙ্কর ন্যায়ভূষণ ও রামকেশব ন্যায়ালঙ্কার বাখরগঞ্জে প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কোটালীপুরের মধুসূদন সরস্বতী ভাগবৎ পুরাণের ও শ্রীমদ্ভগবৎগীতার টীকা রচনা করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রথম প্রস্তাবে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ও অন্যান্য স্থানের অনেক পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছি। সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যোগে যে গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে টোলের তীর্থাভিধেয় উপাধীর পরীক্ষা বৎসর বৎসর গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়া টোলসমূহের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সদনুষ্ঠানের জন্য তিনি বস্তুতই বঙ্গবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পরীক্ষা কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে ও অপক্ষপাতিতার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পূজনীয় ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বকৃত টীকার সহিত কাব্যপ্রকাশ নামক মম্মটভট্ট প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ, রত্নপ্রকাশাদি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত কাব্যপ্রকাশের সুবিস্তৃত ও নৈয়ায়িক-বিচারাদি পরিপূর্ণ একখানি টীকা আছে।

সেরপুর নিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে কাব্য ও অলঙ্কার অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি স্বকৃত ভাষ্যসহ ছন্দোবন্ধে তত্ত্বাবলী নামক বৈশেষিক দর্শন, সতী পরিণয়, আনন্দ তরঙ্গিনী, চন্দ্রবংশ ও শিক্ষা নামক বাঙ্গলা পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

প্রধান পণ্ডিতগণের মধ্যে যে কয়েক জনের নাম উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বঙ্গদেশে সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রেরই সমধিক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। অন্যান্য শাস্ত্র (স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, পুরাণ ও আয়ুর্ব্বেদ) অনেক কম আলোচিত ও অধীত হইয়া থাকে। বেদ, উপনিষদ, জ্যোতিষ ও অন্যান্য দর্শনের চর্চ্চা বঙ্গদেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রের পুস্তকাদি অনেক খুঁজিয়া ও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের গৃহে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

সম্প্রতি পণ্ডিতগণকে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। অর্থের অভাবই ইহার একমাত্রকারণ। পণ্ডিতগণ বড়লোকের বাড়ী [illegible]কে যাহা কিছু

পাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন শিষ্য ও যজমান দিগের প্রদত্ত অর্থই তাঁহাদের প্রধান সম্বল। ছাত্র পড়াইয়া তাঁহারা কিছুই গ্রহণ করেন না। বরং ছাত্রদিগের আহার ও অধ্যয়নের তৈল প্রভৃতির খরচ নিজ হইতে বহন করিয়া থাকেন। একে পরিবারের ভরণ পোষণাদির ব্যয়, তাহাতে আবার ছাত্রদিগের অধ্যাপনার ব্যয়—এই দ্বিবিধ ব্যয়ভারে পণ্ডিতগণ জর্জ্জরিত ও নিষ্পীড়িত হইতেছেন। পণ্ডিতবর্গের মধ্যে স্বচ্ছল অবস্থার লোক অতি অল্পই আছেন। জমিদারী ও তালুকদারী তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা কিছু কিছু পুরস্কার পাইয়া থাকেন বটে, তাহাও তাঁহাদের ব্যয়ভার সংকুলনে যথেষ্ট নহে। কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে অর্থলোভে নানাবিধ বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। অর্থের জন্য তাঁহাদিগকে সময় সময় পরোপাসনায় ও তোষামোদে নিযুক্ত থাকিয়া আত্মসম্মাননা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহারা অনেক সময় ধর্ম্মে ও পাণ্ডিত্যে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের চিরন্তন রক্ষক, হিন্দুসমাজের প্রকৃত নেতা তাঁহারা সময়ক্রমে আপনাদারে ধর্ম্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও উচ্চপদ ভুলিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত অধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কি পরিতাপের বিষয়!! হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার তাঁহারাই মূল কারণ।

ইংরেজী শিক্ষা যে প্রকার বহু ব্যয়সাধ্য তাহাতে উহা বিস্তারিতরূপে দেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া সম্ভব পর নহে। এক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজীশিক্ষায় দেশীয় অতি অল্প লোকই শিক্ষিত হইয়াছে। নিঃস্ব লোকের পক্ষে এরূপ বহুব্যয়সাধ্য শিক্ষা দ্বারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে সুশিক্ষিত করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইংরেজী শিক্ষার বলে যাঁহারা শিক্ষিত-লোকের অবিসম্বাদিত নেতা ও পরিচালক, তাঁহাদের অনুচর সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক কম। তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা সমাজ মধ্যে এক্ষণ পর্য্যন্ত ও সংস্থাপিত হয় নাই বলিলেই হয়। সমাজের অধিকাংশ লোক এক্ষণে ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও অন্নচিন্তায় পরিক্লিষ্ট। তাই বলিতেছিলাম যে পণ্ডিতগণই হিন্দু সমাজের নেতা। হিন্দু সমাজে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা এক্ষণ পর্য্যন্তও সংস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু দিনে দিনে পণ্ডিতগণের হস্ত হইতে ক্ষমতা চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বকালের ন্যায় সম্মানিত ও পরিপূজিত হইতেছেন না অর্থলোভে দুষ্কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। হিন্দুসমাজ স্তম্ভিত ভাবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহসী হইতেছে না। কিন্তু পণ্ডিতগণের কার্য্য কলাপের প্রতি তাহাদের বিরাগ ও ঘৃণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সময় থাকিতে পণ্ডিতদিগের সাবধান হওয়া উচিত। নতুবা হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের শিথিল বন্ধন শিথিলতর হইয়া তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

পণ্ডিতগণের মধ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরই যেন অধিক বলিয়া বোধ হয়। বাহ্যিক শুদ্ধির দিগে তাঁহাদের যেপরূপ দৃষ্টি, চিত্ত শুদ্ধির প্রতি সেইরূপ যত্ন ও মনোযোগ

প্রদত্ত হইলে—তাঁহারা প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইবেন। নতুবা তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সরলতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, নিরহঙ্কার, সমদর্শিতা, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অকৃত্রিম ভক্তি, প্রকৃত শাস্ত্র-জ্ঞান ও শাস্ত্রানুশীলন, নিঃস্বার্থপরতা, আত্মা-ভিমান, চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি না থাকিলে সমাজের নেতা হইতে কেহ পারে না। পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সকল গুণের নিতান্তই অসদ্ভাব দেখা যায়। অন্তঃকরণে ভক্তি থাকুক আর নাই থাকুক সন্ধ্যা পূজাদি প্রাত হিক অনুষ্ঠান করিলেই তিনি সম্মানিত হইবেন। যে সকল মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হয়, যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়—তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে-ছেনা. তাহাদের নিগূঢ়মর্ম্ম কিছুই জানি না. ময়না পাখীর ন্যায় সেই সকল প্রত্যহ আবৃত্তি করিতেছি—তাহাতে আমার কিছুই ফল হইতেছে না, তথাপি আমি গোঁড়া হিন্দু বলিয়া আদৃত ও সম্মানিত হইতেছি। ইষ্টদেবতার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে সময়ে আমার মন পরের সর্ব্বনাশের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে। অভ্যস্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া পূজা সমাপ্ত করিতেছি। আমি গোঁড়া হিন্দু, কিন্তু ব্রাহ্মণ কি পূজনীয় লোককে অভিমানে স্ফীত হইয়া সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতেছি না, মিথ্যা কথা আমার জিহ্বাগ্রে সদা বিরাজ করিতেছে, ভ্রমেও সত্য কথা বলি না। পরের অনিষ্ট বই ভ্রমেও ইষ্ট করি না। অনায়াসে-মদ্যপানে উন্মত্ত হইতেছি, বেশ্যালয়ে গমন করিতেছি, পরের দ্রব্য সুযোগানুসারে বলে ছলে অপহরণ করি-তেছি। চিত্তের পবিত্রতা আমার কাছে আকাশ কুসুম। আমার মধ্যে ধর্ম্মভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম কিছুই নাই। আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, শাস্ত্রজ্ঞান কি পাণ্ডিত্য নাই —কিন্তু আমি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সুদীর্ঘ হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের অযথা নিন্দা করিতেছি, ব্রাহ্মদিগকে জারজ গর্দ্দভ প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট বিশেষণে সুশো-ভিত করিয়া স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছি। অর্থ লইয়া আমি অহিন্দুকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিতেছি, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য অম্লান-বদনে অনুষ্ঠান করিতেছি, দুইপক্ষ হইতেই টাকা লইয়া দুই দিগেই পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিতেছি। আমি কৌলীন্য প্রথানুসারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দশটী বিবাহ করিয়াছি, আমার ঘরে অবিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাগণ বয়স্থা হইয়াছে তাহাদের বিবাহে যত্ন করিতেছি না, তদনুষ্ঠানে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে তাহা বুঝিতেছি, তথাপি শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ পুরঃসর তাহার প্রতিবাদ করিতে বিমুখ হইতেছি না। এত দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যত রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করিতেছি, আমার সমুদয় পাপ ধ্বংশ হইয়া যায় আমার প্রাত্যহিক হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান দ্বারা।

প্রত্যহ সন্ধ্যাপূজাদি অনুষ্ঠান করিলেই আমি সমস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকি। অথবা আমার নিকট এসকল দোষ কি পাপ নয়, কিন্তু আমার মজ্জাগত গুণ। আমি গোঁড়া হিন্দু আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলে সাধ্য কি? হিন্দু সমাজের অগ্রণী পণ্ডিতগণ আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলি-

বেন না। আমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না। কারণ এই সকলের সমাজে কোনও শাসন নাই। আমি সৃষ্টিছাড়া জীব নই। সমাজ মধ্যে যাহা দেখিতেছি, তাহারই অনুষ্ঠান ও অনুকরণ করিতেছি মাত্র। আর যে পণ্ডিতগণ আমাকে শাসন করিবেন, তাঁহাদের মধ্যেও এ সকলের অসদ্ভাব নাই। তবে আর আমার ভয় কি?

হিন্দু সমাজে অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া সমাজ ও ধর্ম্মকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। সে সকলের সংস্কার পণ্ডিতমণ্ডলী ভিন্ন অন্যের করণীয় নহে। ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া পণ্ডিতগণ সমাজকে ও দেশকে উদ্ধার করিয়া বঙ্গবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হন ইহা আমাদের ঐকান্তিকী বাসনা। পণ্ডিতগণের মধ্যে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূরীভূত করিয়া তাঁহারা সমাজের উদ্ধার সাধনে বদ্ধ পরিকর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্যই অভীপ্সিত ফল লাভ হইবে। নতুবা দেশের ও সমাজের মঙ্গল সুদূর পরাহত। দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ সংহিতাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণকেও ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতাদিগের পদানুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কবে আমরা সেই দিন আগত দেখিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব? কবে পণ্ডিতগণ স্বার্থপরতা ও লোভের হস্ত এড়াইয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল কার্য্য সাধনে যত্নপর হইবেন? কবে তাঁহাদের টোলে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীগণ দলে দলে সমবেত হইয়া তাঁহাদের চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ করিবেন? কবে দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ও দেশহিতৈষী ধনকুবের ও রাজাগণ টোলের পণ্ডিতগণের যথোচিত সাহায্য করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পাঠীগুলিতে পূর্ব্বতন আর্য্যর্ষিগণের পবিত্র আশ্রমে পরিণত করিবেন?

কবি কুলতিলক কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের প্রথমাঙ্কে মহর্ষি কণ্বকে কুলপতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। টীকাকারগণ কুলপতি শব্দের অর্থ এই রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।—

"মুনীনাংদশসাহস্রং যোঽন্নদানাদি-পোষণাৎ
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

মহর্ষি কণ্বের সেই পবিত্র আশ্রমের কথা ভারতবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। মালিনী তীরবর্ত্তী সেই পুণ্যময় আশ্রমে মহর্ষি কণ্ব যজনযাজন অধ্যয়ন, ও অধ্যাপনাদি কার্য্য পরম্পরার অনুষ্ঠানে সময় অতিবাহিত করিতেন। শারদ্বত—প্রমুখ শিষ্যবর্গে পরিবেষ্টিত মহর্ষি কণ্বের অধিষ্ঠিত রমণীয় ও পবিত্র আশ্রমের দৃশ্য কল্পনা করিতেও মনে কত আনন্দ উদিত হয়। এ সময়ে বঙ্গভূমে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি মহর্ষি কণ্বের ন্যায় অধ্যাপক শারদ্বতের ন্যায় নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় শিষ্যের অভ্যুদয় একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রতি অধ্যাপক ও ছাত্র সেই পবিত্র আদর্শসম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবান্ হউন। প্রতি টোলে ও চতুষ্পাঠিতে মহাকবি সৃষ্ট সেই পবিত্রতম মনোমুগ্ধকর কাল্পনিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিয়া চরিতার্থ হই।*

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভটাচার্য্য।

* সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে বরিশাল ব্রজমোহন ইংরেজী বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রবন্ধ সঙ্কলন সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

## বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (৩য়)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে সংস্কৃতের অনুশীলন আরব্ধ হয়। পালবংশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অদীনপরাক্রম ক্ষত্রিয় নরপতিগণ সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন না। সংস্কৃতে লিখিত তাম্রশাসন ও প্রস্তরাদি পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের অমাত্যবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কেহ কেহ সংস্কৃতের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাঁহাদের সভামণ্ডপ সর্ব্বদা সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সমলঙ্কৃত করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়। পালবংশীয় নরপতিগণের পূর্ব্বতন বাঙ্গলাদেশের অবস্থা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু আয়াসেও বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। পালনৃপতিবর্গই বাঙ্গলাদেশের প্রথম প্রামাণিক রাজা। তাঁহাদের সমসাময়িক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি বিষয়ে অবিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

পালবংশের পর সেনবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ বঙ্গদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হন। বিজয়সেনই গৌড়নগরীতে সেন রাজবংশের রাজপাট সংস্থাপন করেন। বঙ্গেশ্বর মহারাজ আদিশূরের + সময়ে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) যে পাঁচ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনীত হইয়া বাঙ্গলায় উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ তাঁহাদের অন্যতম। এই ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নামক সুপ্রসিদ্ধ বীররসাশ্রিত নাটক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচনা করেন। আমরা অন্যত্র বেণীসংহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভরদ্বাজগোত্রজ তিথিমেধাকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বলিয়া কৌলীন্য-মেল সংস্থাপক সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই তিথিমেধার

+ বান্ধব, অষ্টম খণ্ড, ৩১০-৩১৭ পৃষ্ঠা।

বংশধর শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি নৈষধচরিত নামক সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক ষড়দর্শনের সমালোচনাপূর্ণ দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে কবিত্ব ও দার্শনিকতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের পুত্র মহারাজ বল্লাল সেন গৌড়ের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়েই বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী সমতট বিক্রমপুর (রামপাল) নামে পরিচিত হয়। তিনি বর্ত্তমান নবদ্বীপের দেড়ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে এক বাটী নির্ম্মাণ ও একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। উক্ত দীর্ঘিকা এক্ষণে বল্লাল-দীঘী নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন যে, বল্লাল দীঘীর উত্তরদিকে বল্লাল সেনের টিবী নামে যে উচ্চ স্থান আছে, তথায়ই বল্লালের বাটী ছিল। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বল্লাল-সেন 'দানসাগর' নামে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।*

১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে(১০২৮ শকাব্দে) বল্লালের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্যপুত্র লক্ষণ সেন দেব বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহা অধুনাও মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত আছে। উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব ও ধোয়ী কবিরাজ নামক পঞ্চ পণ্ডিতরত্ন-দ্বারা তাঁহার সভামণ্ডপ সমলঙ্কৃত ছিল। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন —

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ, সন্দর্ভশুদ্ধিংগিরাং
জানীতে জয়দেব এব,শরণঃশ্লাঘ্যো দুরূহ-দ্রুতে
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈঃ আচার্য্যগোবর্দ্ধন,
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো
ধোয়ী কবি-ক্ষাপতিঃ॥

গীতগোবিন্দ, ১ম সর্গ, ৪র্থ শ্লোক

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা হইতে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম কবি জয়দেব স্বকৃত পুরুষ-পরীক্ষায় লিখিয়াছেন যে, উমাপতিধর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কুসুমাঞ্জলি নামক সুপ্রসিদ্ধ দর্শন গ্রন্থ প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের পুত্র উমাপতি সচিবপ্রবর উমাপতি কি না, বলা যায় না।*

* শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় তদীয় সেনরাজগণ নামক উৎকৃষ্ট পুস্তিকায় আদিশূরকে মহারাজ বল্লাল সেনের মাতুল বংশীয় সমতটের (পূর্ব্ববঙ্গ বা বিক্রমপুরের) রাজা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "যৎকালে শিবভক্ত মহারাজ বিজয় সেন পালবংশীয় শেষ বৌদ্ধরাজাকে দূরীভূত করিয়া গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয় আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গ (সমতট) প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিজয়সেন সমতটের রাজ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয়, এই কন্যার গর্ভেই বল্লাল জন্ম গ্রহণ করেন।" কৈলাস বাবুর অনুমান কতদূর যুক্তি-সঙ্গত,তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

* কুসুমাঞ্জলির অনুবাদক কাউয়েল সাহেবের মতে উদয়নাচার্য্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ও মনুসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্ট রাজসাহীর অন্তঃপাতী তাহেরপুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাদুড়ী কুলকে পবিত্র করিয়াছেন। (বান্ধব, ৭ ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)। উদয়নাচার্য্য

জয়দেব বীরভূমের প্রায় দশক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগবত পুরাণের অমৃতময় রস আস্বাদনে বিমোহিত হইয়া ভাবসিন্ধু মন্থন পুরঃসর তিনি গীতগোবিন্দ নামক-দ্বাদশ সর্গাত্মক অপূর্ব্ব গীতিকাব্য রচনা করেন। গীতগোবিন্দ আজিও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের সম্মুখে প্রত্যহ পঠিত হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি পূজনীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় কীদৃশী মনোহারিণী কবিতা বিরচিত হইতে পারে, গীতগোবিন্দকে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। +

গোবর্দ্ধন মহারাজ বল্লালসেনের মন্ত্রী আদিদেবের পুত্র। ইনি আর্য্যা-সপ্তশতী নামক সুপ্রসিদ্ধ ছন্দোবন্ধময় কাব্য প্রণয়ন করেন। আর্য্যা-সপ্তশতী হাল নামক কবির সপ্তশতকের অনুকরণে লিখিত। ইহাকেই আদর্শ স্বরূপ লইয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল ও তুলসীদাস "সত্তসই' গ্রন্থ হিন্দিভাষায় রচনা করেন ‡।

কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থ ধোয়ী কবিরাজ রচনা করিয়াছেন কিনা, অনুসন্ধান করা উচিত।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেব সেনবংশের শেষ রাজা। তিনি ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপে রাজপাট সংস্থাপন করেন। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থ প্রণেতা হলায়ুধ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাল্যোত্থাপিতরাজপণ্ডিতপদঃশ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তনুপদংদত্বা নবে যৌবনে
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যং অখিল-ক্ষ্মাপাল-
নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥
(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

হলায়ুধ আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বাৎস-গোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত। তাঁহার ভ্রাতা ঈশান ও পশুপতি যথাক্রমে আহ্নিক ও পশুপতি-পদ্ধতি নামক ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। সচিবশ্রেষ্ঠ হলায়ুধ অভিধান রত্নমালা নামক অভিধান এবং আচার্য্য পিঙ্গল প্রণীত বৈদিক ছন্দসূত্রের মৃত সঞ্জীবনী নামক টীকা * রচনা করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের শ্রীধরদাস নামা জনৈক সভাসদ ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে) সদুক্তিকর্ণামৃত নামক গ্রন্থ ৪৪৬ জন কবির রচিত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শাকে সপ্তবিংশত্যধিক-শতোপেত দশশতে
শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য হি রসরসৈক অব্দে ॥

---

তাহেরপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি নিসিন্দা গ্রামবাসী ছিলেন।

+ প্রসন্ন-রাঘব নামক রাম বিষয়ক নাটক প্রণেতা জয়দেব বিদর্ভবাসী ছিলেন। (ভারতকোষ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

‡ Weber's History of Indian Literature, P. 211, Foot notes.

* সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বেবার (ওয়েবার) সাহেব হলায়ুধকে এক স্থানে দশম অপর স্থলে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Weber's History of Indian literature. P. 196 and 230.

Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss, Vol. I. p. 1.

এই ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগেই মহম্মদ বখ্‌তীয়ার খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ক্রমশঃ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

# বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা। (৪র্থ)

## টোল ও চতুষ্পাঠী।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে নবদ্বীপে সংস্কৃতের কীদৃশী চর্চ্চা হইয়াছে,সেই সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলিতে পারি নাই। অদ্য সে বিষয়ে যাহা কিছু জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে যে স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহাও প্রদর্শন করিতেছি।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত সামান্য গ্রামের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে জনৈক যোগী আসিয়া তথায় এক দেবীর ঘট সংস্থাপন করেন। যোগী সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই নিমিত্ত নানা স্থান হইতে ধর্ম্মানুরাগী জনগণ আসিয়া ঐ মহাপুরুষকে দর্শন ও দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।

নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশই সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধানতম স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মিথিলা হইতেই নবদ্বীপে সংস্কৃত দর্শন ও স্মৃতি আনীত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মিথিলায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামক একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও তার্কিক প্রাদুর্ভূত হন। তিনি প্রত্যক্ষ-অনুমিতি-উপমান-শব্দ, এই চারি খণ্ডে তত্ত্বচিন্তামণি নামক বঙ্গদেশের এক মাত্র প্রামাণিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইল (খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে) জয়ধর উপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মিশ্র মিথিলা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির আলোক (চিন্তামণ্যালোক বা চিন্তামণি-প্রকাশ) নামক সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। আলোকই চিন্তামণির প্রাচীনতম

টীকা। জয়ধর উপাধ্যায় পক্ষধর * মিশ্র নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গমন পূর্ব্বক পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া, নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন। চৈতন্যদেব, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি, হরিদাস সার্ব্বভৌম এবং শ্রীপাদ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চিন্তামণির কতিপয় অংশের টীকা করেন। তাহা সার্ব্বভৌমনিরুক্তি নামে প্রসিদ্ধ।

---

পক্ষধর নামের অর্থ সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত আছে। (১) তিনি চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এক দিন মাত্র ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। (২) তিনি একবার মাত্র যাহা শুনিতেন, স্মৃতিশক্তির অতি প্রখরতা বশতঃ চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত তাহা মনে রাখিতে পারিতেন। (৩) তাঁহার এরূপ অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল যে, তিনি যুক্তি ও তর্ক প্রয়োগ পূর্ব্বক যে কোন মত অব্যাহত রাখিতে পারিতেন। গীতগোবিন্দ ও প্রসন্নরাঘব প্রণেতা জয়দেবদ্বয়ের মধ্যে কেহই এই পক্ষধর নহেন। তাঁহারা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। (See Dr. Mitra's Notices of Sanskrit mss. vol. I. p.285-86.

বাসুদেব সার্ব্বভৌমই মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া প্রথমত নবদ্বীপে টোল সংস্থাপন করেন। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে শব্দ কল্পদ্রুমে লিখিত ন্যায় শব্দ দৃষ্টে পক্ষধর মিশ্রকে রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বলিয়া লিখিয়াছিলাম। রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট অধ্যয়ন করেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ যে শব্দকল্পদ্রুমের লিখনানুসারে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের অধ্যাপক বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাও বোধ হয় ভ্রমাত্মক।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে চৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক নবদ্বীপে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি গঙ্গাধর পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃতে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা চৈতন্যদেব এবং তাঁহার শিষ্য বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাই সবিশেষ ঋণী। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া তাঁহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্টরূপে উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা বঙ্গবাসীর চির প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন, সন্দেহ নাই।

চৈতন্যদেবের মতানুযায়ী বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকগণের মধ্যে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

রূপ ও সনাতন দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। জীব গোস্বামী তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই তিন জনেই সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের প্রণীত বহুতর গ্রন্থ আছে। ইঁহাদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সংশাধিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

সনাতন গোস্বামীপ্রণীত গ্রন্থের মধ্যে

ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, গীতাবলী, দিক্‌প্রদর্শিনী নাম্নী ভাগবতের টীকা, লীলাস্তব-টীপ্পনী সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণি নামক অলঙ্কার গ্রন্থ,—হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, শ্রীরূপচিন্তামণি ও ছন্দোহষ্টাদশ নামক কাব্য,—বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব নামক নাটক, দানকেলি নামক ভাণিকা (নাটক),—উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, বৃন্দা-দেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলি-স্তব নামক স্তোত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি মথুরামহাত্ম্য, পদ্যাবলী, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, ভক্তির-সামৃত-সিন্ধু, শ্রীহরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু, এবং নাটকচন্দ্রিকা নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

জীব গোস্বামী প্রণীত বৈষ্ণবতোষিণী, লঘুতোষিণী, ষটসন্দর্ভ, গোপালচম্পূ, গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা, রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা সুপ্রসিদ্ধ।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁহার কৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সুবিখ্যাত।

বিদ্যা ও ভক্তির জন্য কায়স্থজাতীয় রঘুনাথ দাস 'দাস গোস্বামী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি-স্তোত্র ও মনোশিক্ষা নামক পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন।

গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ স্বর-স্বতী বিবেকশতক নামে কৃষ্ণ ভক্তি বিষয়ক এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক চৈতন্যদেবের স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য

## বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা। (৫ম)

### টোল ও চতুষ্পাঠী।

পরমানন্দ দাস (কবিকর্ণপুর) ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঞ্চন-পল্লী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্য জাতীয় শিবানন্দ সেনের পুত্র। কাব্য রচনায় তাঁহার অসীম চাতুর্য্য ও কৌশল সন্দর্শনে চৈতন্যদেব তাঁহাকে কবিকর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন। কবিকর্ণপুর অলঙ্কার কৌস্তভ নামক অলঙ্কার,—চৈতন্য

চন্দ্রোদয় নামক নাটক,—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা নামক চৈতন্যবিষয়ক খণ্ড-কাব্য,—বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা নামক কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ, আনন্দ বৃন্দাবনচম্পু নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ্য-গদ্যময় কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের টীকাকারের নাম বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী।*

স্মার্ত্ত চুড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে জন্মেন, কি স্থানান্তর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলায় দায়ভাগ-প্রণেতা ও ধর্ম্মরত্ন নামক স্মৃতি গ্রন্থের সংগ্রাহক জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহ-কারগণের ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে কর্ম্ম কাণ্ড প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইত। রঘুনন্দন স্বকৃত ব্যাখ্যাদ্বারা প্রাচীন স্মার্ত্তগণের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়া, সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রকে শুদ্ধি প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত ও সংগৃহীত করেন। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র পূজা বিবাহাদি কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার মত অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে। অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দুই খানি টীকা প্রচলিত আছে। একখান গোঁসাই ভট্টাচার্য্য প্রণীত, অপর খানি কাশীরামী টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নৈয়ায়িক-শিরোমণি রঘুনাথ (কাণা-ভট্ট শিরোমণি) স্বীয় অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও তর্কপ্রভাবে ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক মিথিলা প্রদেশের অবিসংবাদিত প্রাধান্য খর্ব্বীকৃত করিয়া নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলাই ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রধানতম স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া মিথিলার চতুষ্পাঠী সমূহে দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ততার্কিক, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার বিমল যশঃপ্রভাব দিগ্‌দিগন্তে বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ন্যায়-শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব মানসে তথায় গমন করেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সেই সময়ে মিথিলাতে পক্ষধর মিশ্র নামে এক অলৌকিক প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বর্ত্তমান ছিলেন। রঘুনাথ প্রথমে তাঁহার সুপণ্ডিত শিষ্যগণকে, তদনন্তর সেই দিগন্তবিশ্রুত-কীর্ত্তি দিগ্‌বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপককে বিচারে পরাভূত করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করেন। তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রঘুনাথ চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ন্যায়শাস্ত্রের একমাত্র অধ্যয়ন-স্থান বলিয়া নবদ্বীপ গণ্য হইতে লাগিল। মিথিলার যশঃপ্রভা দিনে দিনে ম্লান ও হীনপ্রভ হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা ও ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক নানা গ্রন্থ বির-

* শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-দিগের গ্রন্থাবলী, ১২৭—১৫৪ পৃষ্ঠা।

চিত হইতে আরম্ভ হয়। রঘুনাথ তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের দীধিতি (চিন্তামণি-দীধিতি বা শিরোমণি) নামক টীকা, বৌদ্ধাধিকারের টীকা এবং অনেক বাদার্থ রচনা করেন।

রঘুনাথ শিরোমণির পর রামভদ্র সিদ্ধান্ত, উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির রামভদ্রীয় নামে টীকা রচনা করেন। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ রঘুনাথ প্রণীত দীধিতি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাম তর্কালঙ্কার নামক জনৈক ছাত্র স্বীয় প্রতিভা ও বিদ্যাবলে রঘুনাথ শিরোমণির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। প্রবাদ আছে যে, কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ তিনি গুরুদেবের বিরাগ-ভাজন হন। অধ্যাপক রঘুনাথ প্রিয়তম শিষ্য শ্রীরামকে সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গণ্ডমূর্খ ছিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও আদর করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নিজে কোনও রূপে না লইয়া, মরণ সময়ে স্বীয় ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রকে তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন। শ্রীরাম-তনয় ন্যায়শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ থাকায়, পিত্রাদেশ প্রতিপালনার্থ পিতৃগুরু রঘুনাথ শিরোমণিরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। রঘুনাথের নিকট পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবৎসল শ্রীরাম-তনয় দীধিতির টীকা প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি সমগ্র তত্ত্বচিন্তামণির বিশদ টীকা প্রণয়ন পূর্ব্বক পিতৃদায় হইতে মুক্ত হন। রঘুনাথের দীধিতি চিন্তামণির প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের হেত্বাভাস প্রকরণ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি স্থানে স্থানে 'জানন্তি কেচিৎ হেত্বাভাসন্তং' বলিয়া গুরু রঘুনাথের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকা রঘুনাথের দীধিতি অপেক্ষা স্পষ্ট ও বিশদতর। শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের এই গুণধর পণ্ডিতাগ্রণী তনয়ের নাম মথুরানাথ তর্কবাগীশ। তাঁহার প্রণীত টীকা মাথুরানাথী টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাথুরানাথী দীধিতির ও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা নৈয়ায়িক-শিরোমণি জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের মণিদীধিতিপ্রকাশিকা ও গদাধর ভট্টাচার্য্য বিরচিত টীকা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। জগদীশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক সুপ্রসিদ্ধ বাদার্থ গ্রন্থ প্রণেতা। গদাধর শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, ও বুৎপত্তিবাদ রচনা করত রঘুনাথকৃত বৌদ্ধাধিকারের টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। *

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথ শিরোমণির প্রাদুর্ভাব-সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে একজন অসাধারণ তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আবির্ভূত হন। তিনি বহুবিধ তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে তন্ত্রসার সঙ্কলন পূর্ব্বক আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপে বিবিধ গ্রন্থ রচিত ও সঙ্কলিত হইতে আরব্ধ হইল। চতুষ্পাঠীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চতুষ্পাঠীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থীগণের সমাগম-স্রোতও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পাঠ সমাপন করিয়া,

* Dr. Mitra's Notices of Sanskrit. Mss. vol. I. p. 286.

এই খানেই অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হই লেন। নবদ্বীপের বিদ্যোৎসাহী রাজারা অধ্যাপকগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ছাত্রমণ্ডলীকেও ছাত্রবৃত্তি প্রদানাদি বিবিধ প্রকারে সংস্কৃতের উন্নতির প্রতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র অদ্বিতীয় স্থান হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।

নবদ্বীপের নরপতিগণ শাণ্ডিল্যগোত্রজ বেণীসংহার নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটক-প্রণেতা স্বনামখ্যাত ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা নানা অঞ্চল হইতে বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া রাজধানীতে সমাদরে রাখিতেন, অথবা স্বীয় অধিকারমধ্যে সংস্থাপন করিতেন। তাঁহারা টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণকে তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী ভূমি প্রদান করিতেন, এবং পাঠার্থীগণের আবশ্যকীয় ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যেক টোলে কিছু কিছু বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। যখন কোন ছাত্র পাঠ সমাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিবার মানস করিতেন, তখন তিনি রাজসভায় সমাগত হইয়া আপন বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। অধ্যাপনক্ষম হইলে তিনি নিয়মিত বৃত্তি পাইতেন। পুরাণব্যবসায়ী পাঠকগণ অধ্যয়ন সমাপ্তি করিয়া, রাজসন্নিধানে পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক উপাধি গ্রহণ করিতেন। পুরাণেতর শাস্ত্রশিক্ষার্থীগণও সময়ে সময়ে রাজসমীপে আসিয়া স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিতেন। রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। সময় সময় রাজারা চতুষ্পাঠীতে যাইয়া অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা নানা উপায়ে পণ্ডিতগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা সভাস্থ ও অভ্যাগত পণ্ডিতগণের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রের আলাপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ রাজসদনে উপস্থিত হইতেন। রাজারা তাঁহাদিগকে গুণানুরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়া সসম্মানে বিদায় দিতেন। ইঁহারা যে স্বদেশীয় পণ্ডিতগণেরই আনুকূল্য করিতেন, এমন নহে। বিদেশীয় ও ভিন্ন অধিকারবাসী প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণেরও নানাপ্রকারে উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। বাক্‌লা, বিক্রমপুর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের পণ্ডিতগণ ইঁহাদের নিকট যে ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছেন, অধুনাও তাঁহাদের বংশীয়েরা তাহা ভোগ করিতেছেন।

রাজারা স্ব স্ব সন্তানগণকে সংস্কৃত সাহিত্যাদি শিখাইতে বিশেষ যত্নবান হইতেন। তাঁহারা সংস্কৃতে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিতেন যে, অনায়াসে সুন্দর সুন্দর শ্লোক সংস্কৃতে রচনা করিতে পারিতেন। রাজবাটীতে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বদা এতদূর ব্যবহৃত হইত যে, রাজপরিচারকের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে কথোপকথন বেশ বুঝিতে পারিত। *

---

*শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত ৪৮—৫০,

ভট্টনারায়ণ হইতে একবিংশতিতম বংশধর ভবানন্দ মজুমদার রাজোপাধি সহ চতুর্দ্দশ পরগণার আধিপত্য দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীর হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামজীবন ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বিদ্যোৎসাহী ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা এ প্রদেশে বিদ্যার উন্নতি সাধন বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী ও যত্নবান ছিলেন। তিনি অধ্যাপকগণের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদিগকে ভূরি ভূরি নিষ্কর ভূমি দান করেন। নবদ্বীপে বিদেশীয় ছাত্রদিগের ব্যয়ের নিমিত্ত তিনি অনেক টাকার সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াদেন। যখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত জমীদারী দশসালা বন্দোবস্ত হয়, তখন যে সম্পত্তির আয় হইতে রাজারা ঐ টাকা দিতেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বহস্তে লইয়া অধ্যাপকগণকে সরকারী রাজকোষ হইতে মাসিক দুই শত টাকা দিবার বন্দোবস্ত করেন। অদ্যাপি অধ্যাপকেরা নদীয়া জেলার কলেক্টরী হইতে মাসিক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা নানাবিধ বিদ্যা-বিশারদ বহু পণ্ডিত দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার সময়ে (১৭১০-১৭৮২) নবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন —সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত গোপাল ন্যায়লঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, —ষড়দর্শনবিৎ শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ বর্ত্তমান ছিলেন। গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ত রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ রাজার আহ্বান অনুসারে উপস্থিত হইতেন। রাজা ইঁহাদিগকে ও বিদেশীয় অভ্যাগত পণ্ডিতবর্গকে বহু যত্ন ও সমাদর সহকারে রাখিয়া, তাঁহাদের সহিত নানা শাস্ত্রের আলাপ ও বিচার করিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিতেন।

বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রায় নিরন্তর রাজসদনে থাকিয়া, প্রসঙ্গানুসারে বিবিধ ভাবের কবিতা রচনা পূর্ব্বক রাজা ও অপরাপর শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড় ও হাস্যার্ণব, ইঁহারাও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এদেশে যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার যেরূপ

৬৩৭—৩৮ পৃষ্ঠা। **কার্ত্তিকেয় বাবু বহুবৎসর পর্য্যন্ত নবদ্বীপের রাজসংসারে দেওয়ানী করিতেন। তৎকৃত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত নামক নদীয়া রাজবংশের উৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চা সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় সংগৃহীত হইল।**

অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল—তাহাতে বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিগর্হিত রীতি নিরসন পূর্ব্বক অনেক সমাজের কল্যাণকর রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সামাজিক কুরীতি সংশোধনে হস্তক্ষেপ করা কখনও স্বীয় কর্ত্তব্য মধ্যে গণনা করেন নাই। প্রথিত আছে, বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা দূরীকরণ মানসে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরীতে নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। রাজা শিবচন্দ্র সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যে সকল পণ্ডিতগণ এতদ্দেশে বিদ্যাজ্যোতি বিকীরণ করিতেছিলেন, তাঁহার সময়েও তাঁহাদের অধিকাংশই বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা শিবচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশান চন্দ্র তাঁহার ভ্রাতস্পুত্র ঈশ্বর চন্দ্রের বিরুদ্ধে নবদ্বীপের জমীদারী সম্পর্কীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত করেন। বিচারপতি এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ জ্ঞাত হইবার জন্য উভয় পক্ষকে কতিপয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। তদনুসারে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নবদ্বীপনিবাসী কৃপারাম তর্কভূষণ, ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কলিকাতা সভাবাজার নিবাসী হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম—এই তিনজন পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দেন। তাঁহারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকৃত দানপত্র শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দেন। এই মোকদ্দমার সময় মুরসিদাবাদের গৌরহরি, দিনাজপুরের সদাশিব, শম্ভুনাথ, গোকুলচন্দ্র ও কালীশঙ্কর শর্ম্মা, ঢাকার রামজীবন বিদ্যালঙ্কার রামনাথ বিদ্যাভূষণ, মহাদেব পঞ্চানন, পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ও রঘুনাথ বাচস্পতিও —ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা প্রেরণ করেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে বিনয় বাচস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সারদামঙ্গল নামে একখান সংগীতগ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করেন। কৃষ্ণনগরের গোপ, তৈলকার ও আচার্য্য ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল গীত গাইয়া বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করিত। রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ,—রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস সিদ্ধান্ত, কালীকিঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, কৃপারাম তর্কভূষণ প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্মার্ত্তগণ বর্ত্তমান ছিলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও শান্তিপুরবাসী রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও তদানীং বিদ্যমান ছিলেন।

রাজা গিরীশচন্দ্র যদৃচ্ছা ব্যয় করিয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অনর্গল কহিতে ও অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি স্মার্ত্তাচার্য্যগণ নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বাঁড়েবাঁকা গ্রামবাসী কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (রসসাগর) নামক একজন অসা-

ধারণ সুরসিক, সদ্‌বক্তা ও দ্রুতকবি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।

রাজা শ্রীশচন্দ্র বাল্যাবস্থায় সংস্কৃতশাস্ত্র ভালরূপে শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু যৌবনে স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ও পণ্ডিতগণের সহিত তাহার আলোচনা করিয়া এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, প্রায় সকল প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থেরই মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার বহুল প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও যত্ন ছিল। বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতি দিয়া তিনি টোলের অধ্যাপকগণের যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতেন।

নবদ্বীপাধিকারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য, ঘটক ও কুলজ্ঞদিগের সন্তানেরা প্রায় সকলেই বাল্যাবস্থায় সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভাষা অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কামালপুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর উলা, বাহিরগাছি, বিল্বপুষ্করিণী, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। বিদ্যার্থীগণ নানা প্রদেশ হইতে ঐ সকল স্থানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। এতদ্‌ব্যতীত অনেক গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোল ছিল। তন্নিকটবর্ত্তী শিক্ষার্থীরা ঐ সকল গ্রাম্য টোলেই অধ্যয়ন করিতেন। তন্মধ্যে যাহাদের অধিক বিদ্যালাভের অভিলাষ হইত, তাঁহারা ঐ সকল টোলে কিয়দ্দূর পাঠ সমাপন করিয়া, প্রাগুক্ত কোন এক স্থানের টোলে প্রবিষ্ট হইতেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ধর্ম্মালোচনা ও গ্রন্থরচনা—এই সকল অনুষ্ঠানেই জীবন যাপন করিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের দান গ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদের সংসারযাত্রা ও ছাত্রগণের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবদ্বীপের রাজারা যে কিছু ভূমি দান বা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা পরিতুষ্ট থাকিতেন।’

“পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সমূহে পূর্ব্বে সংস্কৃতের যেরূপ আলোচনা ছিল, ইদানীং আর সেরূপ নাই। কোন স্থানের টোল চতুষ্পাঠী এককালে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কোন স্থানে উহা অতি সামান্যাবস্থায় রহিয়াছে। নবদ্বীপের রাজারা নিঃস্ব হওয়াতে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণ ইদানীং পূর্ব্ববৎ রাজদত্ত আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এদিকে বিষয়ী লোকদিগের ন্যায় তাঁহাদের ভোগাভিলাষও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অধ্যাপনা আরম্ভ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাইয়া অর্থলাভ করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়েই তাঁহাদের মন ধাবিত হইতেছে। এ কারণ অধুনা ছাত্রগণ ব্যাকরণ, অভিধান, ভট্টিকাব্য ও নৈষধ-চরিতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া কেহ বা স্মৃতি শাস্ত্র, কেহ বা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির কিয়দংশ অথবা ন্যায়শাস্ত্রের দুই এক খণ্ডের মাথুরী ও জাগদীশী টীকা এবং গাদাধরী পাতড়া পাঠ করিয়াই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। আর যাহাতে অধিক নিমন্ত্রণপত্র পান এবং সভায় বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা পূর্ব্বক জয়ী হইতে পারেন, তৎপ্রতি ঐকান্তিক যত্ন করিতে থাকেন; এদিগে অনেক মূলগ্রন্থ তাঁহাদের নয়ন-গোচরও হয় না।

অধুনা (১৯৩২ সংবৎ) কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ ব্যতীত এ অঞ্চলে নবদ্বীপ

ও ভাটপাড়ায় সংস্কৃত শাস্ত্রের অধিক আলোচনা আছে। যদিও ইদানীং নবদ্বীপে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের তুল্য অধ্যাপকের অভাব হইয়াছে, তথাপি নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থীরা তথায় আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে নবদ্বীপে স্মৃতির ৯, ন্যায়শাস্ত্রের ৭, এবং বেদান্তাদি অপরাপর দর্শনের ১ খানি টোল আছে।' *

প্রস্তাব ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। টোল ও চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে আমাদের আরও যাহা যাহা বক্তব্য আছে তাহা প্রস্তাবান্তরে সন্নিবেশ করিতে বাসনা রহিল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

# বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা (৬ষ্ঠ প্রস্তাব)

## (বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার)

বঙ্গদেশে যে সকল গ্রন্থকার প্রাদুর্ভূত হইয়া, বঙ্গদেশকে স্ব স্ব বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে গৌরবান্বিত করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের সবিশেষ অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবত্রয়ে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবের অনুবৃত্তি ক্রমে বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসাধ্য সঙ্কলন পূর্ব্বক নব্যভারতের পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রন্থকারগণের রচিত গ্রন্থ বিবরণ প্রদান করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বহু আয়াসে এবং পরিশ্রমেও আমরা বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারগণের যথোচিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। তাঁহাদের মধ্যে কে কোথায় কোন্ সময়ে অভ্যুদিত হইয়া স্ব স্ব বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সমস্ত বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থ ভিন্ন জানিবার অন্য উপায় নাই। সেই অতিসংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয়ে অনেক সময়ই সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। অনেকে আবার এতদূর নম্র ও বিনয়ী ছিলেন যে, স্বরচিত গ্রন্থের প্রারম্ভে কি শেষভাগে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা দূরে থাকুক, স্বকীয় নাম পর্য্যন্ত লিখি-

তেও লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতেন। আমরা বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হইয়াও অনেক সময়ে ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের নিকট স্ব স্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান মানসে অনধিকার চর্চ্চা করিয়া থাকি, যে ভাষা না জানি বা যে গ্রন্থ চক্ষে দর্শন না করিয়া থাকি—টীকা টিপ্পনীতে সেই অজ্ঞাত ভাষার অদৃষ্ট ও অপরিচিত গ্রন্থের নাম লিখিয়া আমাদের পাণ্ডিত্যের অপরিমেয়তা প্রদর্শন করি এবং অবসর পাইলেই অপরের গ্রন্থ সমালোচনা কালে গুরুগম্ভীর স্বরে আমাদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া সেই পরিবাদ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করি, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অন্যের লিখিত ভাব ও ভাষা চুরি করিয়া মাননীয় লেখকের প্রতিও বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি প্রদর্শন করিতে ছাড়ি না। ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, কথায় কথায় সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে কার্লাইল, মিল, স্পেন্সর, মেকলে, প্রেসকট, লায়েল প্রভৃতি স্বনামখ্যাত গ্রন্থকারগণের প্রণীত ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক দুরূহ গ্রন্থাবলী প্রমাণস্থলে উপস্থাপিত করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি, সংস্কৃত না জানিয়াও দুরূহ এবং দুর্ব্বোধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের সহিত প্রচার করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইতেছি, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির লিখিত মত পাঠ করিয়া তাঁহারই সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতেছি। মহাভারত ও রামায়ণের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে বাল্মীকি ও ব্যাসের অন্যতরকে দণ্ডার্হ চোর সাব্যস্ত করিতেছি। সময় সময় আমরা শ্রদ্ধাস্পদ লেখক চূড়ামণিদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে তিরস্কারপূর্ব্বক যশোলিপ্সার অসঙ্গত কণ্ডূয়নে আত্মহারা হইতেছি। কিন্তু বহুসম্মানেই পূর্ব্বতন গ্রন্থকারগণ প্রকৃত পাণ্ডিত্যের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া ও সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া, আত্মাভিমান প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, আত্মগোপন পুরঃসর স্ব স্ব চরিত্রের উদারতা ও মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সময়ের কি পরিবর্ত্তনশীলতা! বর্ত্তমান সুসভ্যতার কেমন অদ্ভুত মাহাত্ম্য!

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি ও পারিব, তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে যে সকল অসম্পূর্ণতা ও ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইবে, অনিচ্ছাসম্ভূত বলিয়া পাঠকবর্গ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। পণ্ডিতকুলতিলক মাননীয় ডক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় বহু আয়াসে ও পরিশ্রমে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, বৎসর বৎসর খণ্ডশঃ সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ (Notices of Sanskrit Mss.) নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, প্রবন্ধ সঙ্কলন বিষয়ে তাহাই আমাদের প্রধানতম অবলম্বন। স্থানে স্থানে আমরা সংস্কৃত শ্লোক আমাদের লিখিত কথার প্রমাণস্থলে উপস্থিত করিয়া প্রদর্শন করিব। সময়ক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রন্থকার ও তদ্রচিত গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে বিধায়, আমরা সেই দুরাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। তবে যতদূর জানিতে পারি, গ্রন্থকারদিগের সময় অবধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

উমাপতিধর উপাধ্যায়, মৈথিলাক সংস্কৃ-

পয়িতা রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সভাসদ ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন ১১০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় হন। জয়দেব স্বপ্রণীত গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে লক্ষ্মণসেন দেবের সভাসদ যে পঞ্চ কবিরত্নের উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়াছেন, * উমাপতি সেই পঞ্চরত্নের অন্যতম কবি। ইঁহার রচিত একখানি শাসন-লিপি বিদ্যমান আছে। উপাধ্যায় উপাধি দৃষ্টে ইঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। মহাভারতের পারিজাত-হরণ প্রসঙ্গ গ্রহণ করিয়া উমাপতি পারিজাত-হরণ নামক নাটক রচনা করিয়াছেন।

রত্নপতি মিশ্রের পুত্র উমাপতি মিশ্র উপাধ্যায় গৃহস্থদিগের অবশ্যানুষ্ঠেয় আচার বিষয়ে আচার-বারিধি নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৮৬৮টী শ্লোক আছে। পদার্থীয়-দিব্যচক্ষু নামক ন্যায়-গ্রন্থও এই উমাপতি মিশ্র কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। এই পূর্ব্বোক্ত মিথিলাবাসী উমাপতিদ্বয় এক ব্যক্তি কি না, বলিতে পারি না।

গোবর্দ্ধন আচার্য্য সেনবংশীয় রাজা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মনসেন দেবের সভাস্থিত পঞ্চরত্নের অন্যতম। ইনি আর্য্যাছন্দে স্তুতি নীতি ও শৃঙ্গাররসাদি নানা বিষয়ে সপ্তশতী কাব্য রচনা করেন। গোবর্দ্ধন সৎ কবি ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গোবর্দ্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রন্থের নামানুসারে বোধ হয় যে গোবর্দ্ধন সাতশত শ্লোকে সপ্তশতী প্রণয়ন করেন। কিন্তু কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে ৭৩৯ ও ৭৪৩টী, এমন কি ১০৪২টী শ্লোক পর্য্যন্ত দেখা যায়। ঢাকা কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা অক্ষরে এই কাব্য মুদ্রিত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বপ্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে সংস্কৃত অক্ষরে ইহা পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের উদয়ন ও বলভদ্র নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। গোবর্দ্ধন এই উভয় ভ্রাতার প্রতিই স্বরচিত সপ্তশতী কাব্য সংশোধনের ভার প্রদান করেন।

উদয়নবলভদ্রাভ্যাংসপ্তশতীশিষ্যসোদরাভ্যাংনঃ
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাংপ্রকাশিতা নির্ম্মলীকৃতা।
বিরচন্ বামনশীলাং বামন ইবকবিপদং লিপ্সুঃ
অকৃতার্য্যাসপ্তশতীমেতাংগোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ।৭৩১

গোবর্দ্ধন পাঠক—১৩৯৬ (আচন্দ্রার্কক্ষ-কাস্বাদ্, রস-নব-হুতভুক্-চন্দ্রসংখ্যা শকাব্দে) শকাব্দে উত্তরবঙ্গের সত্যখাঁ নামক জনৈক ক্ষুদ্র হিন্দু জমীদারের আদেশক্রমে প্রায় নয় হাজার শ্লোকে পুরাণ-সর্ব্বস্ব নামক বিস্তীর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। পুরুষোত্তম প্রণীত আর একখানি সুবৃহৎ পুরাণ-সর্ব্বস্ব নামধেয় পুস্তক বিদ্যমান আছে। তাহাতে ৮৩০০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য খাঁর পিতার নাম শুভরাজ খাঁন বলিয়া অনুমিত হয়।(?)

শ্রীমদ্ গৌড়মহীপতি-পতি-প্রাপ্ত প্রসাদোদয়ঃ
পুণ্যাঃ প্রাক্তনকর্ম্মণোঽতিপদ*** শ্রীখানাঙ্কিতা।
পশ্চাৎ শ্রীশুভরাজখান-পদবী লব্ধা ধরামণ্ডলে
জীয়াদ্ ধর্ম্মধুরন্ধরঃ কুলধরো ধীরো গভীরো গুণৈঃ॥

* নব্যভারত—পঞ্চমখণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।

পুরাণ-সর্ব্বসমিদং প্রযত্নাদকারি গোবর্দ্ধন-
পাঠকেন।
মনোরমং পুণ্যবতাং জনানাং শ্রীসত্যথানস্য
যশঃপ্রধানং ॥*

গোবর্দ্ধন নামা জনৈক বঙ্গবাসী গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ মিথিলাবাসী নৈয়ায়িক কেশবমিশ্রের কৃত তর্কভাষা নামক ন্যায়-গ্রন্থের 'তর্কানুভাবা' নাম্নী টীকা রচনা করেন। আমরা মৈথিল গ্রন্থকারগণের বিবরণ প্রদান কালে কেশবমিশ্র প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও বিষয় নির্দ্দেশ করিব। এই গোবর্দ্ধনের পিতার নাম বলভদ্র। বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভ নামে তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল। গোবর্দ্ধন তাঁহার ভ্রাতা পদ্মনাভের নিকট তর্ক-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন।

শ্রীবিশ্বনাথানুজ-পদ্মনাভা—
নুজো গরীয়ান্ বলভদ্রজন্মা।
তনোতি তর্কান্ অধিগত্য সর্ব্বান্
শ্রীপদ্মনাভাদ বিদুষো বিনোদান্॥

গোবর্দ্ধন দাস বৈদ্য কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি গোপাল দাসের পুত্র বৈদ্যকুলোৎপন্ন কবি গঙ্গাদাসের বিরচিত ছন্দো-মঞ্জরীর টীকা রচনা করেন। গোপাল দাস ও গঙ্গাদাস উভয়েই নানা কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা-দাসের ছন্দোমঞ্জরী সংস্কৃত ছন্দঃ বিষয়ে অতি

---

*গোবর্দ্ধন ভট্ট নামক মৌলিকুলোদ্ভব জনৈক গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন গিরি উত্তোলন বিষয়ক প্রস্তাব অবলম্বন পূর্ব্বক অষ্টাদশ শ্লোকে গোবর্দ্ধন ভট্টা-ক নামে স্তোত্র কাব্য রচনা করেন। ইঁহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টের ঔরসে ও জানকী দেবীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও জয়-কৃষ্ণ নামে দুই জন গ্রন্থকার জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট (১) শুদ্ধি-[illegible]কা নামক স্মৃতি বৃত্ত-দীপিকা, কারকবাদ ও স্ফোটচটক নামে বাদার্থ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তিনি এইরূপে পরিচয় দিয়াছেন।

তর্ক-ব্যাকৃতি-মীমাংসা পরিশীলনশালিনা।
মৌলি শ্রীকৃষ্ণ-ভট্টেন বিভক্ত্যর্থো বিরচ্যতে।
(কারকবাদ)

পিত্রোঃ পাদযুগং নত্বা জানকী রঘুনাথয়োঃ।
মৌলি শ্রীকৃষ্ণ ভট্টেন তন্যতে স্ফোটচটক ॥
(স্ফোটচটক)

(২) রঘুনাথ সূরির তনয় অপর এক কৃষ্ণভট্ট কর্তৃক নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক চূড়ামণি গদাধর ভট্টচার্য্যের কৃত শক্তি-বাদ নামক বাদার্থ গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রণীত হয়। এই 'শক্তিবাদ বিবরণ'-প্রণেতা কৃষ্ণ ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নারায়ণ সূরি ভট্ট।

(৩) অপর এক কৃষ্ণশর্ম্মা যজ্বা প্রণীত পদমঞ্জরী নামক ভক্তিরসাত্মক কাব্য নব-দ্বীপের সুবিখ্যাত স্মার্ত স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে বিদ্যমান আছে। ইহা হরির স্তুতি বিষয়ে পূর্ণ। ইহাতে ২৪১টী শ্লোক আছে।

জয়কৃষ্ণ ভট্ট পূর্ব্বোক্ত গোবর্দ্ধন ভট্টের পৌত্র। তিনি ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত কৌমুদী ব্যাকরণের সুবোধিনী নাম্নী টীকা রচনা করেন। ইঁহার পুত্র আত্মারাম ভট্ট কাত্যায়নীয় কল্পসূত্রের কর্ক উপাধ্যায় প্রণীত ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। ইহা ভিন্ন আরও কয়েক জয়কৃষ্ণ সংস্কৃত সাহি-ত্যের অঙ্গ বিস্তার সাধন করিয়া গিয়া-ছেন। জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা শব্দার্থসারমঞ্জরী নামে বাদার্থগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত এই নামে আরো এক খানি বাদার্থগ্রন্থ আছে।

আলোক্য বিবিধগ্রন্থং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
কৃতেয়ং জয়কৃষ্ণেন শব্দার্থসারমঞ্জরী।

জয়কৃষ্ণ দাস কায়স্থ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি "পরিচারক-সৎকুল-প্রসূত" বলিয়া বিরচিত গ্রন্থাবলীর প্রত্যে-কের শেষভাগে আত্ম পরিচয় প্রদান করি-য়াছেন। তিনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অজামিলোপাখ্যান, বামন-চরিত্র-চরিত্র, গোবর্দ্ধনধৃত কৃষ্ণচরিত্র, প্রব-

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কেদার ভট্ট প্রণীত বৃত্তরত্নাকর নামক ছন্দোগ্রন্থের স্বপ্রণীত টীকার সহিত গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকাশিত ও মুদ্রিত করেন। বৈদিক ছন্দ বিষয়ে একখানি স্বল্পায়তন ছন্দোমঞ্জরী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে পরিরক্ষিত হইতেছে।

গঙ্গাদাসকবেঃ কবে র্মধুরলিহঃ সংকল্পকল্পক্রমান্
নির্ম্মাতা সুমনোবিলাসজননী যা ছন্দসাং মঞ্জরী।
সাম্মাকং বশগা কথং ভবতি ভো, শিষ্যাসুরোধাদিত
শ্রীগোবর্দ্ধনদাসনাম ভিষজৈঃ প্রারম্ভি তৎপঞ্জিকা॥

---

চরিত ও প্রহ্লাদচরিতামৃত নামক পদ্যময় স্তোত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রাগুক্ত পঞ্চগ্রন্থে যথাক্রমে ১৮০, ২০০, ১০০, ১৮০ ও ১৮০টী শ্লোক আছে। তৎপ্রণীত বামনচরিত্রের শেষে জয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

পরিচারকবংশজন্মনা জয়কৃষ্ণেন কৃতা স্তবাত্মিকা।
বটুবেশপটাইরের্মুদে রচনা স্বীক্রিয়তাং মহাত্মভিঃ॥

জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য গদ্যপদ্যময় দায়দীপ নামক দায়াধিকার সম্বন্ধে স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রাদ্ধদর্পণ নামে স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। শেষোক্ত চারি জয়কৃষ্ণই বঙ্গদেশবাসী ছিলেন।

গোবর্দ্ধন দীক্ষিত ত্রিপাঠী নামক জনৈক গ্রন্থকার অগ্নিষ্টোমযাগের অনুষ্ঠান বিষয়ে "সপ্তসোমসংস্থাপদ্ধতি" রচনা করেন। ভট্ট ও ত্রিপাঠী গোবর্দ্ধন বঙ্গদেশীয় নহেন বলিয়া অনুমিত হয়।

জয়দেব গোস্বামী সেনবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলজাত প্রথম লক্ষ্মণসেন দেবের পঞ্চরত্নের অন্যতম। ইহা জয়দেব স্বরচিত গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রারম্ভেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জয়দেব সম্বন্ধে নবজীবন পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অভিমত নানা স্থান হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। চিন্তাশীল, সহৃদয় ও ভাবুক অক্ষয় বাবু এ সম্বন্ধে যে অভিমত অতি দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকদিগকে জয়দেবের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য তাহা আদ্যোপান্ত অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।* "জয়দেব গোস্বামী কৃত গীতগোবিন্দে বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের রাগমার্গের কাব্যময় পরম ও চরম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ভক্তিমার্গের পূর্ণ অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই রাগমার্গ অবলম্বন করিয়া বঙ্গে পূর্ণভক্তির অবতারণা করেন। ইহাতে (গীতগোবিন্দে) রাধাকৃষ্ণের রহস্যকেলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু; তাহাতে হলাদিনীময়ী মহাপ্রকৃতিতে মহাপুরুষের নিত্য অনন্ত অবিরামলীলা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যমুনা যমভগিনী, কাল-সহচরী। এই বিশ্ব ব্রজভূমির পাদস্পর্শ করিয়া করাল স্রোত লইয়া কাল-সহচরী নিত্য প্রবাহিতা। তাহাতে পুরুষ প্রকৃতির লীলা রহস্যময় বৃন্দাবনের মাধুর্য্যই উদ্ভাসিত হইতেছে। ভগবানের মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যলীলা বর্ণনই গীতগোবিন্দ। সেই সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের মহা প্রেমরসের বিচারে গীতগোবিন্দ পূর্ণ। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—

---

* নবজীবন, [illegible]

ধর্ম্মের এই তিন প্রসিদ্ধ পন্থা। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের পন্থা মুখ্যরূপে অনুসরণ না করিয়া, কেবল ভক্তি পন্থারই অনুসরণ করেন, এবং রহস্যময় এই বিশ্বব্রজলীলার অনুধ্যানরূপ উপাসনা করিতে অনুরাগী, তিনিই গীতগোবিন্দ গ্রন্থের অধিকারী। একান্ত মনে সাত্ত্বিকভাবে ভগবানের মাধুর্য্যময়ী লীলার চিন্তা করাই অনুরাগ-পন্থাচারী ভক্তের উপযুক্ত উপাসনা—জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের এই উপদেশ।"

"সেনরাজগণের সময় হইতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশ। আধুনিক বঙ্গ আট শত বৎসরের। আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতিকাব্যের প্রভূত আধিপত্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়; ইহার কাব্য সঙ্গীতময়, ইহার আমোদ আহ্লাদ, বিলাস কৌতুক সকলেই সঙ্গীত; ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন, ভজন,—সঙ্গীতে; ক্রন্দন কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। স্বভাবের সৌন্দর্য্যবোধের উচ্ছ্বাস, আর সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের উল্লাস, দুঃখের হৃদয়দ্রাবী ক্রন্দন, আর ক্রন্দনের পর নিবেদন, আর সুখ দুঃখ সকল সময়েতেই ভক্তিভরে ভগবানের ভজন—এই পঞ্চোপকরণে বাঙ্গালীর গীতিকাব্য। এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালীর নিত্য জীবন এবং ধারাবাহিক ইতিহাস। এই অনন্তচারিণী, সুখ দুঃখ ভক্তিবাহিনী সুরধনী গীতিকবিতার অমৃত ধারার হরিদ্বার ক্ষেত্র,—জয়দেব গোস্বামী। গীতিগোবিন্দ বাঙ্গালীর গীতিকাব্যের অপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থ।"

"জয়দেব প্রভৃতি বঙ্গে যেরূপ ভক্তিক্ষেত্র স্থাপনা করেন, সেইরূপ এক অভিনব সাহিত্য ও সঙ্গীত ক্ষেত্রও সংস্থাপন করেন। জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদবিন্যাস পদ্ধতি এবং সঙ্গীতরীতি আর পাঁচটা জিনিসের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দবন্ধময়ী, পদ-লালিত্য সমন্বিত, সঙ্গীত-জীবন বঙ্গভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা। বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ প্রধানত দুইটী, পয়ার ও ত্রিপদী। জয়দেবের গীতগোবিন্দে ঐ দুই ছন্দের পূর্ব্বাভাস সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।"

"বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ সঙ্গীতনায়কগণের নিকট বড় আদরের জিনিস, অথচ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী। এরূপ হৃদয়দ্রাবিনী করুণা-গীতি জগতে আর আছে কি না, জানিনা। এই কীর্ত্তনের পরিচিত আদিগুরু—জয়দেব গোস্বামী। কোরাণের ভাষার মত, জয়দেবের কীর্ত্তন চির দিনই অনুকরণীয় এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় রহিয়াছে। জয়দেবের পদাবলী আজি আটশত বৎসর ধরিয়া, সমানে একই ভাবে গীত হইতেছে। আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কিনা, জানিনা। বেদের সামগীতি ও David's psalms সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানবজাতির অত্যাদ্ভুত স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক বিকাশ এবং মানবহৃদয়ের আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাস হইলেও, সঙ্গীত নহে। তালের খেলা, তানের লীলা, যন্ত্রযোগে সুর-সঙ্গতি, দ্রুত-বিলম্বিত গতি—এ সকল তাহাতে নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে, তালে, সুরে, লয়ে ভোরপুর।"

"জয়দেব হইতে যে কেবল বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন নহে, পাঁচালি প্রভৃতিও জয়দেবের অনু-

করণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙ্গলার আদি পাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছড়া (শ্লোক), গান, ধূয়া (ধ্রুপদ), অন্তরা ঠিক পাঁচালির মতনই আছে। ঐরূপ ছড়া, গান, ও ধূয়া মিশ্রিত কোনরূপ ধরণ যে জয়দেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

"গীতগোবিন্দের বার আনা ভাগ সখীসংবাদ। জয়দেবের সখীসংবাদের প্রায় অর্দ্ধেক বসন্ত ও বিরহ বর্ণন। সুতরাং এদিকেও দেখা যায়, জয়দেব হইতেই সখীসংবাদের ভাব ভঙ্গী এবং বিরহের উপকরণ অনুকৃত, আকৃষ্ট ও সংগৃহীত হইতেছে।"

"বাঙ্গালার কি কীর্ত্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি,—অল্প বিস্তরে কোন না কোন বিষয়ে, জয়দেব গোস্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতিসাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।"

"জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যের সহজলভ্য সুন্দর নমুনা ও নিকটস্থ পন্থা। জয়দেবের ললিত কোমল কান্ত পদবিন্যাসের গুণে চিরপ্রসিদ্ধ উপমাসকলও নব কলেবর ও নব রস ধারণ করে। জয়দেবের কবিত্বগুণে কাব্যের চিরপ্রসিদ্ধ, চিরপরিচিত, চিরব্যবহৃত, পুরাতন সাধন সকল, বসন্তে পুরাতন-প্রায় শীতশুষ্ক জগতের ন্যায়, নবজীবন্ত হইয়া উঠে।"

"জয়দেবের রাগমার্গ অবলম্বনে বঙ্গে ভক্তিমার্গের অবতারণা হয়। বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্মের আদিগুরু জয়দেব গোস্বামী। বঙ্গের সাহিত্য জগতে জয়দেব আদিগুরু। তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। তাঁহা হইতেই গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আমরা জয়দেবের নিকট চির ঋণগ্রস্ত, তিনি আমাদের মহাজন। বঙ্গের ধর্ম্ম জগতে জয়দেব কোমলকর চন্দ্রমা, চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য্য।"

জয়দেব গোস্বামীর মাতার নাম বামাদেবী, পিতার নাম ভোজদেব। গীতগোবিন্দের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামদেব্যাত্মজ-শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদি-প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে, শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু॥

(দ্বাদশসর্গ, ২৮ শ্লোক)

ইনি পদ্মাবতী নাম্নী পরমা সুন্দরী ও পতিব্রতা রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। ভোজদেব আদিশূরানীত কান্যকুব্জবাসী পঞ্চ-ব্রাহ্মণের একতমের সন্তান ও অপেক্ষাকৃত কুলমান সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত স্বরচিত জয়দেবচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন। রজনী বাবু জয়দেব-চরিতে জয়দেবের সময় নির্ণয় করিতে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে জয়দেবের প্রাদুর্ভাব সময় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (১) ইতিহাসবেত্তা মহামতি এলফিনষ্টোন্ স্বপ্রণীত ভারত-ইতিহাসে, জয়দেবকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২) জয়দেব ও বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব-[illegible]িক। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর [illegible]

তাঁহার উৎপত্তিকাল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহা রজনী বাবুর নিজের মত। (৩) অধ্যাপক লাসেনের মতে জয়দেব খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধৈকাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (৪) চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, জয়দেব বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক। এই শেষোক্ত মতই সুসঙ্গত ও বিশ্বাস্য। জয়দেব-জীবনী সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক উপন্যাস ভক্তমাল ও ভক্তিবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। গীতগোবিন্দ সার উইলিয়ম জোন্স ও কবিবর আর্ণল্ড কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায়, লাসেন্ কর্ত্তৃক ল্যাটিন ভাষায়, রুকার্ট কর্ত্তৃক জার্ম্মেন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা হিন্দী ভাষায়ও কোন অজ্ঞাতনামা অনুবাদক কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি রসময় দাস ইহা বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ টীকা, বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ, জয়দেবের জীবনী ও সমালোচনা সমেত একখানি উৎকৃষ্ট গীতগোবিন্দ কলিকাতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ বোম্বাই নগরে, শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ভুবন চন্দ্র বসাখ কলিকাতায় সটীক গীতগোবিন্দ সংস্কৃত অক্ষরে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেন।

কলিঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে কর্ণাটদেশীয় গায়কগণ কর্ত্তৃক ও বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক কার্ত্তিক মাসের একাদশ দিবসে জয়দেবের গীতগোবিন্দ তানলয়সুর সংযোগে গীত হইত। কাশ্মীর রাজ শ্রীহর্ষের ক্রম সরোবর ভ্রমণ সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হইত বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে।

গীতগোবিন্দগীতানি মত্তঃ শ্রুতবতঃ প্রভোঃ।
গোবিন্দভক্তিসংসিক্তো রসঃ কোঽপ্যুদভূত্তদা॥
(শ্রীধর পণ্ডিত কৃত তৃতীয়-রাজ তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের ৪৮৬ শ্লোক)

পণ্ডিতকুলতিলক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বপ্রণীত "সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের" ৪১ পৃষ্ঠায় জয়দেব গীতগোবিন্দের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। জয়দেব বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধা কৃষ্ণের লীলা গীতগোবিন্দে বর্ণন করিয়াছেন। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল, ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিতপদ বিন্যাস, শ্রবণ মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত

কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।”

পাঠকগণ দেখিলেন,গীতগোবিন্দ কীদৃশ রসময় ও চিত্তাকর্ষক কাব্য। এক্ষণে আমরা গীতগোবিন্দের যে কয়েক খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব। রূপ গোস্বামীর পরবর্ত্তী চৈতন্য দাস নামক জনৈক বৈষ্ণব গ্রন্থকার ইহার বালবোধিনী নাম্নী টীকা রচনা করেন। অপরিজ্ঞাত নামা লেখক রচিত অপার এক খানি বাল বোধিনী-টীকা আছে। নারয়ণ পণ্ডিতের পদ-দ্যোতনিকা,শ্রীকান্ত মিশ্রের পদভাবার্থ-চন্দ্রিকা, রামতারণ চূড়ামনির গীতগোবিন্দ মাধুরী, এবং গোপাল চক্রবর্ত্তীর অর্থ রত্না-বলী নাম্নী টীকা পাওয়া গিয়াছে।* শেষোক্ত টীকাকার মাত্র স্বপ্রণীত গ্রন্থে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোপাল চক্রবর্ত্তীর পিতার নাম দুর্গাদাস, মাতার নাম রূপবতী। ইঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। হিরণ্য, শিব, জ্ঞান ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে টীকাকারের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ। তিনি ১৫০৯ (?) শকের মাঘমাসের রবিবারে এই টীকা সমাপ্ত করেন।

আসীদ্ বন্দ্যকুলোজ্জ্বলো গয়ঘড়ী ধীমান্-
হিরণ্যাভিধ
স্তৎসূনুঃ শিব ইত্যভূৎ, শিবসুতো জ্ঞানা-
হ্বয়োঽভূত্ততঃ।
দুর্গাদাস ইতি প্রমোদবসতি, স্তস্যাঙ্গজো
যঃ কৃতী
গোপালঃ কিল, তেন নির্ম্মলধিয়া টীকা
কৃতেয়ং মুদা॥

নবাঙ্কবাণেন্দুমিতে শকাব্দে
মাঘে মাসৌ চণ্ডকরস্য বারে।
টীকামিমাং রূপবতী-তনূজো
গোপালশর্ম্মা ব্যতনোৎ সমগ্রাং॥

গীতগোবিন্দের টীকা প্রণয়নে যেমন অনেকে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহার অনু-করণে তেমন আবার অনেকে কাব্য ও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বম্ভর পাণি * চন্দ্রদত্ত নামে মিথিলাবাসী কবি এবং কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চন্দ্রদত্ত মিথিলা দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সটীক বীরবিরুধ ও শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী, এবং কাশী-গীত নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র পরি-পূর্ণ। শেষোক্ত গ্রন্থে শিবলীলা ও কাশী মাহাত্ম্য ৩৫৪ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। বীরবিরুদে ১৩২টী শ্লোক আছে। শ্রীকৃষ্ণ বিরুদাবলীর গদ্যপদ্যময়, ইহার আদি দৃষ্টে ইহাকে বীরবিরুদ হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলীর শেষে—

এষা মৈথিল-চন্দ্ররচিতা কৃষ্ণস্তুতি র্যদ্যপি
কাব্যলঙ্কৃতি-বর্জ্জিতাপি সুধিয়াংসৎকার
মেবাইতি।
যদ্‌ভক্ত্যা জগদীশ্বরস্য চরিতং শ্রুত্বাপ্যসদ
ভাবয়া
হর্ষাশ্রু প্রতিরুদ্ধ গদ্গদগির স্তামেব সৎ
কুর্ব্বতে॥

কাশীগীতের তৃতীয় শ্লোকটী এই—

যদি হরস্মরণে সরসং মনো

---

* রাজা মানাঙ্ক গীতগোবিন্দের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি কোন্ দেশীয় বলিতে পারিনা।

* কবীনাং রত্নমালোক্য সত্যাশু সুখবৃদ্ধয়ে।
কৃতা টিপ্পনিকা সুখ্যা মানাঙ্কেন মহীভুজা।

যদি বিবেককলাসু কুতূহলং।
সদুপদেশ মহেশ কথাপথং
শৃণু তদা কিল মৈথিল ভারতীং।

ইহা গীতগোবিন্দের তৃতীয় শ্লোকের ছত্রে ছত্রে আক্ষরিক অনুকরণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

কালিদাস মুখোপাধ্যায় রাম গোবিন্দের ঔরসে সত্যভামা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কামদেব নামে ইহাঁর এক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি রামেশ্বরের প্রপৌত্র ও কালীচরণের পৌত্র। ইনি রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি মুখোপাধ্যায়। ইনি ২৫ শ্লোকে গঙ্গাষ্টক, ২৯ শ্লোকে মঙ্গলাষ্টক, ২০ শ্লোকে রাক্ষস কাব্য, ৪৫ শ্লোকে রত্নকোষ নামক অভিধান, ও ৮২৭ শ্লোকে ত্রিপুরা সুন্দরী স্তুতিকাব্য রচনা করেন।

১৬৭৩ শকে তিনি দ্বাদশসর্গে এই শেষোক্ত গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া গ্রন্থশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাষ্টক ভিন্ন আরও দুই খানি গঙ্গাষ্টক* পাওয়া গিয়াছে।

শাকোঽগ্নি-মুনি-ষ্ট-চন্দ্রমানিতেঽব্দেকৃতংময়া।
মাতাপিতৃপদধ্যান-কালিদাসেন ধীমতা॥
উদ্যচ্ছ্রীভুবনেশ্বরীপদপরঃ শ্রীযুক্ত-রামেশ্বর,

* * * *

শ্রীকালি চরণাহ্বয়ো গুরুরতঃ, শ্রীসত্যভামা-
সুতঃ-
স্তৎপ্রীত্যা পরয়া শিবার্চ্চনমনাঃ শ্রীরাম-
গোবিন্দজঃ।
শ্রীলশ্রীহরিনন্দনঃ সুবিদিতঃ শ্রীকামদেবো
মহান্
রাঢ়ীয়-দ্বিজনায়কো মুগবর স্তস্যান্বয়ে সম্ভবঃ।

রতিমঞ্জরী নামক কামশাস্ত্রবিষয়ক জুগুপ্সিত-বর্ণনাপূর্ণ এক খানি গ্রন্থ জয়দেব প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে;

নত্বা সদাশিবং দেবং নাগরাণাং মনোহরং।
রচিতা জয়দেবেন সুবোধা রতিমঞ্জরী॥

ইহা অপর এক জয়দেব বিরচিত। গীতগোবিন্দ যে রসময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সেই সুকবির লেখনী ঈদৃশ অশ্রদ্ধেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছে বলিয়া কখনই বিশ্বাস হয় না।

চন্দ্রালোক নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ অপর এক জয়দেব প্রণীত। ইহাতে দশটী ময়ূখ ( অধ্যায় ) আছে। এই জয়দেব গীতগোবিন্দ-প্রণেতা হইতে নিঃসংশয় পৃথক্ ব্যক্তি। পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই উভয়কে এক ব্যক্তি নির্ণয় করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। স্বরচিত গ্রন্থের শেষে তিনি এই রূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

মহাদেবঃ সত্রপ্রমুখমখবিদ্যৈক চতুরঃ
সুমিত্রা তদ্ভক্তিপ্রণিহিতমতি র্যস্য পিতরৌ।
প্রণীত স্তেনাসৌ সুকবি-জয়দেবেন দশভি-
শ্চিরং চন্দ্রালোকঃ সুখয়তু ময়ূখৈ র্দশ দিশঃ।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রকাশিত কাব্য প্রকাশের ভূমিকায় চন্দ্রালোক পীযূষ-বর্ষ-প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পীযূষবর্ষ সুকবি জয়দেবের উপাধি বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থশেষে জয়দেব লিখিয়াছেন।—

**চন্দ্রালোকময়ং স্বয়ং বিতনুতে পীযষবর্ষঃকৃতী॥**

* Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Nos. 455 and 458.—

জয়ন্তি যাজক-শ্রীমন্-মহাদিবাঙ্গজন্মনঃ ।।
সূক্তপীযষবর্ষস্য জয়দেবকবের্গিরঃ '

প্রসন্নরাঘব-নাটকের প্রস্তাবনা দৃষ্টে বোধ হয়, চন্দ্রালোক-প্রণেতাই প্রসন্নরাঘব নাটক রচনা করিয়াছেন। তিনি বিদর্ভ নগরবাসী (কৌণ্ডিন্য) ও মহাদেব তনয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

বিলাশে যদ্ বাচামসমরস-নিষ্যন্দ-মধুরঃ
কুরঙ্গাক্ষী-বিম্বাধর-মধুর-ভাবং গময়তি।
কবীন্দ্র কৌণ্ডিন্যঃ স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়ো-
রয়াসীদাতিথ্যং ন কিমিহ মহাদেব-তনয়ঃ ।।

ঢাকার প্যারীমোহন প্রভুর নিকট যে চন্দ্রালোকের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহাতে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। কথিত আছে, এই সংক্ষিপ্ত টীকা গ্রন্থকারের নিজের রচিত। প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত বন্দোলা (বুন্দেলা) বংশীয় রাজা বীরসিংহের পৌত্র ও রাজা রামচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রের আদেশানুসারে চন্দ্রালোক-প্রকাশ নামক ইহার এক খানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই প্রদ্যোতন বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের তনয় বলিয়া স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশ নামে এক খানি স্মৃতি-গ্রন্থও বিদ্যমান আছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, জয়ধর উপাধ্যায় তর্কালঙ্কার খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলা প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন। ইনিই তার্কিক চূড়ামণি পক্ষধর মিশ্রনামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইনি যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র। ইহাঁরই অপর নাম জয়দেব মিশ্র। ইনি হরিমিশ্রের ভ্রাতুষ্পাত্র বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গেশ (গঙ্গেশ্বর) উপাধ্যায় প্রণীত নব্যন্যায় বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বচিন্তামণির আলোক (মণ্যালোক বা চিন্তামণি-প্রকাশ) নামক প্রাচীনতম সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন।* এই আলোক নামক ভাষ্যের চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। এই চারি টীকাকারের দুই জন মিথিলা নিবাসী, ও অপর দুই জন বঙ্গদেশীয়। (১) আলোকের "কণ্টকোদ্ধার" নামক টীকা ৪৩১ লক্ষণাব্দে (১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) মধুসূদন ঠক্কুর কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। প্রত্যক্ষ-চিন্তামণ্যালোকের যে এক খানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার শেষে ৪৩১ লক্ষণাব্দ লিখিত রহিয়াছে।

মধুসূদন-সদ্যুক্তি-সমুৎসারিতকণ্টকাঃ
আলোক-বক্তমার্গেণ মণিং গৃহ্নন্তু ধীধনাঃ ।।

(২) আলোকের দ্বিতীয় টীকা "দর্পণ" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রণেতা মিথিলাবাসী মহেশ ঠক্কুর। ইহাঁর পিতার নাম চন্দ্রপতি, মাতার নাম ধীরা দেবী বলিয়া অনুমিত হয়। দর্পণের যে হস্তলিখিত পুস্তক পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের নয়ন গোচর হইয়াছে, তাহা ১৬৬৩ সংবতের ৩রা শ্রাবণ সমাপ্ত হয়।

গৌর্য্যা গিরিশাদিব কার্ত্তিকেয়ো
যো ধীরয়া চন্দ্রপতেরলম্ভি।
আলোকমুদ্দীপয়িতুং নবীনং
স দর্পণং ব্যাতনুতে মহেশঃ ।।

(৩) আলোকের তৃতীয় টীকাকার হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। পুরীর

* নব্যভারত, পঞ্চম খণ্ড ১৪৪—৪৫ পৃষ্ঠা।

শঙ্কর মঠে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত প্রত্যক্ষালোক, শব্দালোক, ও অনুমানালোকের যে তিন খানি হস্তলিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহা যথাক্রমে ১৫২৩, ১৫২২ ও ১৫২১ শকে কন্দর্প রায় নামক জনৈক লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হয়। প্রত্যক্ষ-মণ্যালোকের শেষে এই অস্পষ্ট শ্লোকটী দৃষ্ট হয়।

শাকে ত্রিযুগ্ম-বিশিখ-ক্ষণদাধিনাথে (১৫২৩)
মাসে + + সুরধুনী-সরিধে চতুর্থ্যাং।
শ্রীসার্ব্বভৌম-প্রসি ( ? ) প্রণয়েন লব্ধ
কন্দর্পরায়পদবীক ইদং লিলেখ॥

এই হরিদাসের কৃত উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যা নাম্নী একখানি টীকা আছে। ডাক্তার কাউয়েল ( Cowell ) হরিদাসী টীকাসহ সমগ্র কুসুমাঞ্জলি স্বরচিত ভূমিকা সহ পূজনীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে ইংরেজীতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

( ৪ ) আলোকের চতুর্থ টীকাকার নৈয়ায়িকাগ্রণী মথুরানাথ তর্কবাগীশ। ইনি গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির এবং রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি দীধিতিরও টীকা প্রণয়ন করেন*।

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশ-ধীমতা।
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে প্রত্যক্ষালোকফক্কিকা॥

মথুরানাথের প্রণীত বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। আমরা প্রস্তাবান্তরে ঐ সকল পুস্তকের নামাবলী উল্লেখ করিব। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। পিতা ও পুত্র উভয়েই নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথের ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেবের নির্দেশানুসারে তিনি তত্ত্বচিন্তামণি, মণ্যালোক ও মণিদীধিতির টিপ্পনী রচনা করিয়া জগতে স্বকীয় বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত টীকার সাধারণ নাম রহস্য।

এই চারি জন ভিন্ন আরও অনেক পণ্ডিত আলোকের টীকা রচনা করেন। আমরা এস্থলে তাঁহাদের নাম ও রচিত গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্দ্দেশ করিতেছি।

( ৫ ) আলোকের পঞ্চম টীকা সারমঞ্জরী। ইহা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত। ইনি রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির ও মণিদীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা নাম্নী এক খানি টীকা রচনা করেন। এই টীকা ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ।

নমস্কৃত্য গুরূন্ সর্ব্বান্ নিগূঢ়-মণি-দীধিতৌ।
শ্রীভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতা॥

এই ভাবানন্দী টীকার ভাবানন্দী-প্রকাশ নামক টিপ্পনী মহাদেব পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত। মহাদেব পুণতামকর ( ? ) রচিত এতদ্‌ভিন্ন আরও একখানি সর্ব্বোপকারিণী নাম্নী টীকা আছে বলিয়া ডাক্তর হল ( Hall ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন*। এই উভয় মহাদেব এক ব্যক্তি কি না বলিতে পারি না। ভবানন্দ প্রণীত কারকাদির অর্থনির্ণয়, লটার্থবাদ, শব্দার্থসারমঞ্জরী, কারণতাবাদবিচার নামে কয়েকখানি বাদার্থ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভবানন্দশর্ম্মা নামক জনৈক গ্রন্থকার গদ্যপদ্যে প্রায়-

* নব্যভারত, পঞ্চম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

* Dr. A. F. Hall's Contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems. Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss.

শ্চিত্ত-বারিধি নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।

( ৬।৭ ) রঘুপতি ভট্টাচার্য্য এবং গোপীনাথ প্রণীত শব্দালোকের টীকার নাম শব্দালোক-রহস্য।

( ৮।৯ ) গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও জয়রাম ন্যায়-পঞ্চানন শব্দালোক-বিবেক নামে জয়দেব মিশ্রের প্রণীত আলোকের শব্দখণ্ডের টীকা রচনা করেন। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন প্রণীত রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির টিপ্পনী ( ব্যাখ্যা ) বর্ত্তমান আছে। তৎপ্রণীত আখ্যাতবাদ টিপ্পনী ( বা ব্যাখ্যাসুধা ), হেত্বাভাস-দীধিতি-টিপ্পনী, সামান্য লক্ষণাদীধিতিটিপ্পনী, সমাস-বাদ নামে বাদার্থ, এবং ন্যায়সিদ্ধান্তমালা নামে গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্রের ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। ন্যায়সিদ্ধান্তমালা ১৭৫০ সংবতে বিরচিত হয়। আখ্যাতবাদ টিপ্পনীর প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন ;—

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ॥
আখ্যাতবাদব্যাখ্যানমাতনোতি মনোরমং।

তৎপ্রণীত উপদেশ-বিধেয় বোধস্থলীয় বিচার, অন্যথা-খ্যাতিতত্ত্ব, কারক-ব্যাখ্যা, নানার্থবাদ বিবৃতি বোধ হয় তাঁহার রচিত দীধিতি-ব্যাখ্যারই অন্তর্ভুক্ত। জয়রামের জনৈক কৃতবিদ্য ছাত্র গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্ত-বাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রণীত শক্তিবাদ নামক সুবিখ্যাত বাদার্থগ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গদাধর বহুতর ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। বাদার্থ বিষয়েই তিনি ৬৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

( ১০ ) আলোকের দশম টীকা গাদাধরী। ইহা গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রণীত বলিয়া পণ্ডিত-বর হল ( Dr. Hall ) সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন*।

প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত জয়দেবচরিতে প্রসন্নরাঘব-নাটক-প্রণেতা জয়দেবকে পক্ষধর মিশ্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, নবদ্বীপের শেষ হিন্দুরাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের শেষভাগে বঙ্গেশ্বরের প্রধান বিচার-পতি ও সভাসদ (আবসথিক মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ) বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়। পুতিতুণ্ড-বংশীয় আর্য্যাসপ্তশতী প্রণেতা প্রাগুক্ত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ন্যায় হলায়ুধ মুখ্য কুলীন ছিলেন*। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বগ্রন্থে কাত্যায়ন, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর ও গোভিল প্রণীত কল্পসূত্র ও গৃহ্যসূত্র, মনু-সংহিতা এবং প্রধান প্রধান পুরাণ হইতে স্বকীয় মত সংস্থাপনার্থ নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদাধ্যয়ন হইতে মৃত্যকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য, এই বিস্তীর্ণ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থে তাহাই সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বস্ব নামে অনেকানেক গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে

* Dr. F. Hall's contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems. Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss.

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সম্বন্ধ নির্ণয়" দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "সেনরাজগণ" নামক পুস্তিকার লিখনানুসারে হলায়ুধকে আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বাৎসগোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোহয় ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
( ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং। )

কিন্তু পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির পরিচয় প্রদান কালে, হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মত ভ্রমাত্মক কিনা, বলিতে পারি না। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের আদি-পুরুষ কবিরহস্য নামক ধাতুবিবেক প্রণেতা হলায়ুধ শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ছিলেন। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি যজুর্ব্বেদাবলম্বী হিন্দুদিগের উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার বিষয়ে দশকর্ম্মদীপিকা নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত কুশণ্ডিকা ও বিবাহ-পদ্ধতি নামক স্মার্ত্ত গ্রন্থদ্বয়ও পূর্ব্বোক্ত দশকর্ম্মদীপিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রবরাধ্যায় নামে স্বল্পায়তন একখান গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ও রত্নমালা নামক পদ্মরাগাদি রত্ন পরীক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ পশুপতি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। স্বরচিত দশকর্ম্মদীপিকার প্রারম্ভে পশুপতি রাজপণ্ডিত বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিপ্রাণাং দশকর্ম্মপদ্ধতিমিমামুদ্ধৃত্য বেদাদসৌ।
চক্রে ভূপতি-পণ্ডিতঃ পশুপতি স্বর্গাপবর্গপ্রদাং॥

পশুপতি রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হলায়ুধ প্রণীত অনেক গুলি গ্রন্থের পশ্চাতেই "সর্ব্বস্ব" নামে সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। হলায়ুধ কর্ত্তৃক বিরোচিত স্মৃতিসর্ব্বস্ব বা হলায়ুধী*, মীমাংসা-সর্ব্বস্ব, বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব, শিব-সর্ব্বস্ব, মুনি-সর্ব্বস্ব, ন্যায়-সর্ব্বস্ব, পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব, মৎসসূক্ত তন্ত্র, অভিধান-রত্নমালা, কবিরহস্য নামক ধাতুবিবেক, এবং মৃতসঞ্জীবনী নামে পিঙ্গলাচার্য্য প্রণীত ছন্দঃসূত্রের টীকা,—পাওয়া গিয়াছে। শেষোক গ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন,—

পিঙ্গলাচার্য্যরচিতে ছন্দঃশাস্ত্রে হলায়ুধঃ।
মৃত সঞ্জীবনীং নাম, বৃত্তিং নির্ম্মিতবান্ ইমাং॥

* বিল্বপঞ্চ গ্রাম বাসী, কবি ভবেশের পুত্র, মিথিলার জনৈক অজ্ঞাতনামা রাজার ধর্ম্মাধিকরণিক মহামহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান সপ্ত পরিচ্ছেদে দণ্ডবিবেক নামক যে স্মৃতি গ্রন্থ ৫৫৫ লক্ষ্মণাব্দে ( ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে ) প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য স্মার্ত্ত রচিত স্মৃতি গ্রন্থের সঙ্গে হলায়ুধের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডবিবেকের যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৫৫৫ লক্ষ্মণাব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবিল্বপঞ্চান্বয়সম্ভবেন,
শ্রীসদ্ভবেশস্যতনূদ্ভবেন।
শ্রীবর্দ্ধমানেন বিদেহভর্ত্তুঃ,
কৃতে কৃতো দণ্ডবিধৌ বিবেকঃ॥

কল্পতরু কামধেনু হলায়ুধঞ্চ ধর্ম্মকোষঞ্চ।
স্মৃতিসার-কৃত্যসাগর-রত্নাকর-পারিজাতাংশ্চ।
টীকাসহিতে দ্বে সংহিতে চ মনুযাজ্ঞবল্ক্যোক্ত।
ব্যবহারে তিলকঞ্চ প্রদীপিকাঞ্চ প্রদীপঞ্চ॥
দৃষ্টা কৃতো নিবন্ধো নিবন্ধানির্ব্বন্ধাদেষ বর্দ্ধেন
দণ্ডস্যাদৌ পরিকরস্ততঃ ষট তস্য হেতবঃ।
উক্তা দণ্ডবিবেকে যস্মিন্ পরিচ্ছেদেষু সপ্তসু।

হলায়ুধ মিশ্র নামক জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রন্থকার জ্যোতিঃসার নামে গ্রহনক্ষত্রাদি নিরূপক জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং দ্বিজনয়ন নামে সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যবস্থা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোধ হয় তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন।

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ৪৪৬ জন কবির কাব্য গ্রন্থ হইতে সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহাতে ৮১৮৫ টী শ্লোক আছে। ইহাতে পাঁচটী প্রবাহ আছে। প্রতি প্রবাহ নানা বীচিতে বিভক্ত। এই গ্রন্থোল্লিখিত কবিদিগের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে সদুক্তিকর্ণামৃত একতম সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে*। মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি ছিলেন।

শৌর্য্যানীব তপাংসি বিভ্রতি ভবং যস্মিন্ন যস্যাবধি।
জ্ঞানে দান ইব, দ্বিষামিব জয়ো যেনেন্দ্রিয়াণাংকৃতঃ॥
সম্রাজামিব যোগিনামপি গুরু র্যশ্চ ক্ষমামণ্ডলে।
সশ্রীলক্ষ্মণসেন এব নৃপতি র্মুক্তশ্চ জীবন্নভূৎ॥
তস্যাসীৎ প্রতিরাজডম্বৃত-মহাসামন্তচূড়ামণি
নাম্না শ্রীবটুদাস ইত্যনুপমপ্রেমৈকপাত্রংসখা॥
শ্রীমান্ শ্রীধরদাস এত্যাধিগুণাধারঃ স তস্মাদভূদ্।
আকৌমারমপারপৌরুষপরাধীনস্য তস্যানিশং॥
অমরাঃ শৃঙ্গারচাটু অর্পদেশোশ্চাবচে ক্রমশঃ।
ইতি পঞ্চভিঃ প্রবাহৈঃ সদুক্তিকর্ণামৃতং ক্রিয়তে॥
শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেতদশশতে শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য রসৈকবংশে॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুণবিংশেষু পরার্থহেতোবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥

সদুক্তিকর্ণামৃতে গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ, জয়দেব, ভট্টনারায়ণ, কবিরাজ, কেশবসেন দেব, কৃষ্ণমিশ্র, লক্ষ্মণসেন, মাধব সেন, প্রবরসেন, পুর সেন, পুরুষোত্তমদেব, প্রভাকর দত্ত, ভগীরথ দত্ত, উমাপতি ধর, বল্লভ সেন, বসু সেন, বিদ্যাপতি, বিভাকর শর্ম্মা, যুবরাজ দিবাকর, ধ্রুব সেন প্রভৃতি বঙ্গদেশবাসী অনেকানেক গ্রন্থকারের নাম ও বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থোক্ত কবিগণের নাম এস্থলে বাহুল্য ভয়ে উল্লিখিত হইল না।

সৎপদ্যরত্নাকর নামক পদ্যসংগ্রহে ৩১৪৬ টী শ্লোক আছে। এই সংগ্রহ গ্রন্থ গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক সংকলিত হয়। শান্তিপুরের রামযাদব চূড়ামণির নিকট যে হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহাতে ১৬৯৭ শকাব্দ গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রণম্য গোবিন্দপদারবিন্দং
গোবিন্দদাসো বিদুষাং নিয়োগাৎ।
নানা-কবীনামনবদ্যপদৈঃ
সৎপদ্যরত্নাকরমাতনোতি।

চন্দ্রশেখর কবি প্রৌঢ় বয়সে কাশীধামে অবস্থান কালে রাজা সুর্জ্জনের অনুরোধ-

* "Although the poetry collected is not of much value, it is of great use in identifying the poets whose names are of the highest importance as affording a limit on one side regarding their ages."
(Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. III. P. 134)

ক্রমে সূর্জ্জন-চরিত নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রাজা সূর্জ্জনের জীবনী ইহাতে পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। রাজা সূর্জ্জন কাশী বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানের বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রন্থকার বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জিতামিত্র। চন্দ্রশেখর অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব বৈদ্য ছিলেন বলিয়া গ্রন্থ-সমাপ্তিবাক্যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ঃ কিল চন্দ্রশেখর কবির্যঃ প্রেম-
পাত্রং সতাং।
অম্বষ্ঠান্বয়মণ্ডলাৎ কৃতধিয়ো জাতো জিতা-
মিত্রতঃ॥
নির্ব্বন্ধান্নৃপসূর্জ্জনস্য নিতরাং ধর্ম্মৈকতা-
নাত্মনো।
গ্রন্থোঽয়ং নিরমায়ি তেন বসতা বিশ্বেশিতুঃ
পত্তনে॥

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নবদ্বীপে বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ষড়্দর্শনবিৎ প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার পিতার বিদ্যাভূষণ উপাধি ছিল। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। চন্দ্রশেখর সংকল্প-দুর্গভঞ্জন, ধর্ম্মবিবেক, স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ নামক চারি খান স্মৃতি-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া-ছেন।

সদানন্দময়ীং স্মৃত্বা চন্দ্রশেখরশর্ম্মণা।
বরেন্দ্রান্বয়সম্ভূত—নবদ্বীপনিবাসিনা॥
...প্রীত্যয়ে গুঢ়শাস্ত্রার্থস্যাভিসন্ধিতঃ।
ক্রিয়তে দুর্গভঞ্জনঃ বুধরঞ্জনং॥

বিদ্যাভূষণ-বিখ্যাতঃ ষড়্দর্শনমতে সুধীঃ।
তৎসুতস্তাদৃশো ধীমাংস্ততোঽধীতি চ তৎ
সুতঃ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরো নাম্না খ্যাতো বাচস্পতিঃ
ক্ষিতৌ।
স্মৃতীনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং
প্রদীপিকাং॥

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন এক জন বঙ্গ-দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ও স্মৃতিসংগ্রহকার। তিনি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের পরে প্রাদুর্ভূত হন। হলায়ুধের "সর্ব্বস্ব" ও রঘু নন্দ-নের "তত্ত্বের" ন্যায় তিনি "নির্ণয়" নামে অনেক গুলি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের "তত্ত্বের" ন্যায় গোপাল ন্যায় পঞ্চাননের "নির্ণয়ের" দুই চারি খানি গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় অনেক পণ্ডিতের গৃহই অলঙ্কৃত করিতেছে। গ্রন্থকার তৎ-প্রণীত কোন গ্রন্থেই নাম বা উপাধি ভিন্ন স্বকীয় অন্য কোন পরিচয়ই প্রদান করেন নাই। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত সম্বন্ধ-নির্ণয়, কাল-নির্ণয়, তিথি-নির্ণয়, প্রায়-শ্চিত্ত-নির্ণয়, দায়-নির্ণয়, বিবাদ-নির্ণয়, আচার-নির্ণয়, সংক্রান্তি-নির্ণয়, উদ্বাহ-নির্ণয়, অধিকারি-নির্ণয়, শুদ্ধি নির্ণয়, বিচার-নির্ণয়, ও দুর্গোৎসব-নির্ণয়, এই ত্রয়োদশ খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

গোপাল শর্ম্মা নামে জনৈক বঙ্গীয় গ্রন্থ-কার "ধ্রুবানন্দমতবাখ্যা" নামক কুলজী গ্রন্থে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতানুযায়ী বঙ্গ-দেশীয় কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাস-স্থান ভাগীরথীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থিত হরিনদী গ্রামে ছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণে প্রাচীন

গ্রন্থাদির সহিত কুলজীগ্রন্থের বিলোপের উপক্রম দর্শনে ব্যথিত হইয়া "নন্দচতুর্ভূপে" শাকে এই গ্রন্থ বিরচনে প্রবৃত্ত হন।

নত্বা রামপদদ্বন্দ্বং গুরুঞ্চ কুলদেবতাং ॥
ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা কৃতা গোপালশর্ম্মণা।
বর্গিকেন হতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ ॥

* * * *

গ্রামে হরিনদীরম্যে গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগতঃ।
শাকে নন্দচতুর্ভূপে শুভারম্ভঃ কৃতো মুদা ॥

আমরা চতুর্থ প্রস্তাবে শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রচলিত সংগ্রহ গ্রন্থ গোপাল ভট্ট প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি ভগবদ্ভক্তিবিলাস গ্রন্থে একাদশী তিথিতে ব্রতোপবাস ও বিষ্ণুপূজাদির মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বয়ংই তাহার টীকা যোজনা করিয়া দিয়াছেন। গণেশ সহস্রনামের হ্লাদদায়িনী নামে ব্যাখ্যা পুস্তকও বোধ হয় এই গোপাল ভট্ট প্রণীত।

গোপালকৃষ্ণ কবিরাজ রসেন্দ্রসারসংগ্রহ নামক ভৈষজ্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বঙ্গদেশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

তন্ত্রদীপিকা নামক সুবিস্তীর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থে প্রায় ১১৭১৫টী শ্লোক আছে। ইহা কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের তন্ত্রসারের ন্যায় তন্ত্রবিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ গোপাল ভট্ট প্রণীত। ইনি হরিনাথের পুত্র ও আগমবাগীশের পৌত্র বলিয়া সংকলিত গ্রন্থ মধ্যে স্বকীয় পরিচয় দিয়াছেন।

আগমবাগীশপৌত্রেণ হরিনামস্য সূনুনা।
শ্রীগোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেয়ং তন্ত্রদীপিকা।*

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

---

*অপর এক গোপাল ভট্ট ভানুদত্ত প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রসমঞ্জরীর রসিকরঞ্জিনী নাম্নী টীকা রচনা করেন। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই রসমঞ্জরী বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। গোপাল ভট্ট দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হরি ভট্ট। কালকৌমুদী নামে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানোচিত সময় বিষয়ে যে স্মৃতি গ্রন্থ আছে, তাহাও এই গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীমদ্গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্ব্বণা।
ক্রিয়তে রসমঞ্জর্য্যাঃ টীকা রসিকরঞ্জিনী ॥

শঙ্করাচার্য্য প্রণীত কঠোপনিষদ্ভাষ্যের কঠবল্লীভাষ্য বিবরণ নামে টীকা গোপাল যোগী নামা গ্রন্থকার প্রণীত। ভগীরথ মিশ্রের তনয় গোপালনন্দ বাণীবিলাস সারাবলী নাম্নী কালিদাসের কুমারসম্ভবের সুপ্রচলিত পূর্ব্বভাগের এক খানি টীকা রচনা করেন।

## বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (৮ম)

আমরা দ্বিতীয় ও পঞ্চম প্রস্তাবে নবদ্বীপবাসী নৈয়ায়িক-শিরোমণি সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। জগদীশ রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি-দীধিতির চিন্তামণিদীধিতি-প্রকাশিকা প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত টীকা জাগদীশী টীকা (জাঃ টীঃ) নামে সুপ্রসিদ্ধ। অনুমান-দীধিতিটিপ্পনী, তর্ক, টিপ্পনী সামান্যাভাব-টিপ্পনী, ব্যাপ্ত্যনুগমটিপ্পনী, সিংহব্যাঘ্রটিপ্পনী, পক্ষতাটিপ্পনী, উপাধিবাদ টিপ্পনী প্রাগুক্ত চিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশিকারই অন্তর্গত। ব্যাপ্ত্যনুমানদীধিতি টিপ্পনীতে অনুমিতি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যাঘ্রী, পূর্ব্বপক্ষ, ব্যাধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, সিদ্ধান্তলক্ষণ, অবচ্ছেদক নিরুক্তি, বিশেষ নিরুক্তি বা ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, অতএব চতুষ্টয়ী, তর্ক, ব্যাপ্ত্যনুগম, সামান্যলক্ষণা, সামান্যাভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী, অন্বয়ব্যতিরেকী, বাধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ, অনুপসংহারী, সাধারণ, অবয়ব, হেত্বাভাস, সব্যভিচারী প্রভৃতি বহু পরিচ্ছেদ আছে। জগদীশের টীকা নৈয়ায়িক সমাজে

অতি প্রসিদ্ধ। জগদীশ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। জগদীশ অনুমান-দীধিতিটিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্য ( পূর্ব্বদেশীয় ) পণ্ডিতগণের অনুচিত ব্যাখ্যা দ্বারা চিন্তামণি-দীধিতি কলুষীকৃত দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি দীধিতির টিপ্পনী রচনায় প্রবৃত্ত হন।

প্রাচ্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপি অধুনা।
দীধিতি যুত মণিরেষ শ্রীজগদীশ প্রকাশিতঃ স্ফুরতু।।

১৭২১ শকের লিখিত একখানি অনুমান দীধিতিটিপ্পনী পাওয়া গিয়াছে।

শকে চন্দ্রমেত্নাগবিধূমিত আদিত্যতনয়ে১৭২১
নভস্যীয়ে সপ্তাহনি চ স্বরনাথং হৃদিবহন্।
দশম্যাং শুক্লায়াং কুস্থর-কমলানাথ ইমকং
প্রযত্নেনালেখীন্নিজপরিপাঠনায়েতি পুস্তং।।

এতদ্ভিন্ন জগদীশ লীলাবতীদীধিতিটিপ্পনী, তর্কামৃত ও সর্ব্বশক্তিপ্রকাশিকা রচনা করেন। মিথিলাদেশীয় বল্লভন্যায়াচার্য্য ন্যায়লীলাবতী ও গুণকিরণাবলী নামে দুই খানি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ন্যায় লীলাবতীতে দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের গুণাদি ও ঈশ্বরের স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে। এই বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক ন্যায়-লীলাবতীর* রঘুনাথ শিরোমণি প্রণীত দীধিতির টীকাই লীলাবতীদীধিতিটিপ্পনী নামে জগদীশ রচনা করেন। এই গ্রন্থে জগদীশ লিখিয়াছেন—

কণভক্ষমুনেঃ পক্ষরক্ষাবিন্যস্তবাসনা।
বচাংসি জগদীশস্য চিন্তয়ন্তু বিচক্ষণাঃ।।

জগদীশের প্রিয় ছাত্র নবদ্বীপের রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা-প্রবোধিনী নাম্নী জগদীশের সুপ্রসিদ্ধ বাদার্থ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

গুরুমিব গুরুমিহ নত্বা অকৃতশক্তিপ্রকাশেষু।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কুরুতে টীকাংমুদে সুধিয়ঃ।।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ভুবনচন্দ্র বশাক কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছে। জগদীশের তর্কামৃত বৈশেষিক দর্শন বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহার দুই খানি টীকা আছে। ( ১ ) তর্কামৃতচষক গঙ্গারামজাডি কৃত, ( ২ ) তর্কামৃততরঙ্গিনী মুকুন্দ ভট্ট বিরচিত। গঙ্গারাম নীলকণ্ঠের শিষ্য ও নারায়ণের পুত্র। গঙ্গারাম তর্কামৃতচষক তাৎপর্য্যটীকা নামে স্বরচিত চষকের টীকার টীকা রচনা করেন বলিয়া সংস্কৃতবিৎ হল সাহেব+ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চষকস্তুবর্ণস্পর্শং দিনকরকর-কৃতপরামর্শং।
জগদীশমঘনকল্পং পিবতু তর্কামৃতং তদাকল্পং।

তর্কামৃতের দ্বিতীয় টীকাকার মুকুন্দ ভট্টের পিতার নাম অনন্ত ভট্ট।

* ন্যায়লীলাবতীর অনেক খানি টীকা আছে। ( ১ ) মিথিলাবাসী তত্ত্বচিন্তামণি প্রণেতা গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রণীত 'ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ' ( ২ ) রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি নামক প্রাগুক্ত টীকার টীকা, ( ৩ ) বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশদীধিতি-বিবেক দ্বিতীয় গ্রন্থের টীকা ( ৪ ) ভগীরথ কৃত 'ন্যায়লীলাবতী ভাবপ্রকাশ' ( ৫ ) শঙ্কর কৃত ন্যায়লীলাবতী কণ্ঠাভরণ, ( ৬ ) 'ন্যায়লীলাবতীবিভূতি,' এবং ( ৭ ) মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রণীত লীলাবতী-রহস্য, লীলাবতীপ্রকাশ-রহস্য, ও লীলাবতী দীধিতি-রহস্য। মথুরানাথ বল্লভন্যায়াচার্য্যের গুণকিরণাবলীর ও 'রহস্য' রচনা করেন। তিনি বল্লভ, বর্দ্ধমান ও রঘুনাথ, এই তিন জনের কৃত গ্রন্থেরই টীকা রচনা করেন। তৎপ্রণীত টীকার সাধারণ নাম রহস্য।

( নব্যভারত, পঞ্চমখণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা। )

+ Dr. F. E. Hall's Index to Indian Philosophy, p. 76.

নবদ্বীপের পণ্ডিত হরমোহন চূড়ামণি ১৭৮৫ শকে "সামান্যলক্ষণা-ব্যাখ্যা" নামে জগদীশ প্রণীত চিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশিকার অনুমানখণ্ডের অন্তর্গত সামান্যলক্ষণাধ্যায়ের টীকা রচনা করেন। হরমোহন শ্রীরাম-শিরোমণির পুত্র বলিয়া গ্রন্থারম্ভে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরামমিব মত্তাতং শ্রীরামং পুরুষোত্তমং।
শিরোমণিতয়াখ্যাতং বন্দেহহমতিযত্নতঃ॥
সামান্যলক্ষণাব্যাখ্যা জগদীশেন যা কৃতা।
তাংটিপ্পনীং শ্রিয়া যুক্তস্তনুতে হরমোহনঃ॥

* * * *

রম্যং শ্রীহরমোহনদ্বিজ ইহচ্ছাত্রেচ্ছয়োবেত্যহং
শাকে বাণবসুদধীন্দুবিমিতেহদঃ পুস্তকং নির্ম্মমে॥

জগদীশকৃত তর্কামৃত অনেকবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষার্থী-গণের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রথমে 'আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্রব্যপ্রমাণ, দ্বিবিধ দ্রব্যনাশ, চতুর্বিংশতি প্রকার গুণ, গুণ ও কর্ম্মের উৎপত্তি প্রক্রিয়া কথন, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, অনুমান, হেত্বাভাস ও উপমান নিরূপণ, শব্দপ্রমাণ, শাব্দবোধপ্রক্রিয়া, কারক ও বিভক্তি প্রভৃতির অর্থ, আখ্যাত ও কৃৎ-প্রত্যয়ের অর্থ, এব প্রভৃতির অর্থ যথাক্রমে বর্ণিত ও নিরূপিত হইয়াছে।

অপর এক জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি শূলপানির রচিত শ্রাদ্ধবিবেকের শ্রাদ্ধ-বিবেকভাবার্থদীপ নামে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

শ্রীমতা জগদীশেন স্মৃতিতত্ত্বং বিজানতা।
শূলহস্ত-কৃতগ্রন্থে ক্রিয়তে কৌশলং কিয়ৎ॥

সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট* প্রণীত কাব্যপ্রকাশের টীকা বঙ্গদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত হয়, তন্মধ্যে জগদীশ তর্কপঞ্চানন বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশরহস্য-প্রকাশ' নবদ্বীপের পণ্ডিত হরিনাথ তর্ক-সিদ্ধান্তের নিকট বিদ্যমান আছে। এই পুস্তক ১৫৭৯ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে রবিবারে তর্কপঞ্চাননের শিষ্য ন্যায়লঙ্কার অধ্যাপনার্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্ত করেন।

শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণ-ক্ষিতি-পরিগণিতে মাঘ-মাসে নবম্যাং
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতি দিবসে জীবযুগ্‌-যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কার-ধীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তমে-তৎ সমস্তং
স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনস্থো ব্যলিখদনলসোহধ্যাপনার্থং সুখেন॥

জগদীশ তর্কপঞ্চানন মহাদেবকে নমস্কার পুরঃসর এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।—

সম্প্রতি স্বমতিপ্রীত্যৈ শ্রীজগদীশো দ্বিজো ধীমান্।
কাব্যপ্রকাশসূক্তৌ সরস-রহস্যং প্রকাশয়তি॥

জগদীশ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি আর একখানি কাব্যপ্রকাশ-রহস্যপ্রকাশ রচনা করেন। কাব্যপ্রকাশের আরো কতকগুলি টীকা আছে—কাব্যপ্রকাশ নিদর্শন, কাব্যামৃত তরঙ্গিনী, মহেশ্বর ন্যায়া-লঙ্কার কৃত কাব্যপ্রকাশাদর্শ বা ভাবার্থচিন্তা-মণি, রামকৃষ্ণের কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থ,

---

* কাশ্মীরদেশে খ্রাষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মম্মট ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কথিত আছে, নৈষধচরিত প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক শ্রীহর্ষ তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন।

শ্রীবৎস শর্ম্মার সারবোধিনী, ভাস্কর ও গদাধর চক্রবর্ত্তীর রচিত কাব্যপ্রকাশ টীকা, পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর কাব্যপ্রকাশনিস্তারিকা, নাগেশ ভট্টের কাব্যপ্রদীপ, বৈদ্যনাথের কাব্যপ্রকাশপ্রভা, ও জয়রামের কাব্যপ্রকাশ তিলক। নরহরি ভট্ট প্রণীত একখানি কাব্যপ্রকাশটীকা আছে। গ্রন্থারম্ভেই তদীয় আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিভুবনগিরিতে বাৎসগোত্রজ রামেশ্বর ভট্ট নামে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। নরসিংহ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। নরসিংহের পুত্রের নাম মল্লিনাথ। এই মল্লিনাথই* কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি মহাকবি প্রণীত কাব্যসমূহের টীকা রচক কি না, বলিতে পারি না।

তস্মাদচিন্ত্যমহিমা মহনীয়কীর্ত্তিঃ
শ্রীমল্লিনাথ ইতি মান্যগুণো বভূব যঃ।
সোমযাগবিধিনা কলিখণ্ডনাভি
রদ্বৈতসিদ্ধমিব সত্যযুগং চকার ॥

নারায়ণ ও নরহরি নামে মল্লিনাথের দুই পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ নরহরি সরস্বতীতীর্থ নাম ধারণ পুরঃসর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সন্ন্যাসী নরহরির কাশীতে অবস্থান কালে কাব্যপ্রকাশের প্রাগুক্ত টীকা প্রণয়ন করেন।

কাশ্যাং সরস্বতীতীর্থযতিনা তেন রচ্যতে।
টীকা কাব্যপ্রকাশস্য বালচিত্তানুরঞ্জিনী ॥

*ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথমভাগে ৺রামদাস সেন, অধ্যাপক উইলসনের মতানুসারে লিখিয়াছেন যে, প্রায় ৫০০ বৎসর অতীত হইল মল্লিনাথ সুর দক্ষিণাবর্ত্ত নাথের অতি দুষ্প্রাপ্য টীকা অবলম্বনে কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ অফ্রেট সাহেব অনুমান করেন যে, মল্লিনাথ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই কাব্যপ্রকাশের টীকা রচয়িতা নরহরি, 'শ্রবণভূষণ' নামে বিদগ্ধমুখমণ্ডল কাব্যের টীকাকার বল্লাল-নন্দন নরহরি ভট্ট হইতে পৃথক ব্যক্তি সন্দেহ নাই।

যঃসাহিত্যসুধেন্দুনরহরিবল্লালনন্দন ! কুরুতে।
স শ্রবণভূষণাখ্যং বিদগ্ধমুখমণ্ডন ব্যাখ্যাং ॥

দ্বারন্ধাগ্রামনিবাসী রামরামের পৌত্র ও সিদ্ধেশ্বরের পুত্র গোপালদাস সেন কবিরাজ ১৬৯৭ শকে চিকিৎসা বিষয়ে যোগামৃত নামে সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে দশসহস্রাধিক শ্লোক আছে। ১৭২৩ শকে অন্যান্য টীকাকারগণের দুরূহ টীকা দর্শনে সুবোধিনী নামে ইহার একখানি সহজ টীকা রচনা করেন।

তাতঃ সিদ্ধেশ্বরো যস্য রামরামঃ পিতামহঃ।
তেনেয়ং লিখিতাটীকা গোপালেন সুবোধিনী ॥
শাকে রামাঙ্কতর্ক ক্ষিতি পরিগণিতে মাসি শুক্রেঽবলক্ষে
পক্ষে, নত্বা মুরারে পদযুগকমলং সর্ব্বকামৈকসিদ্ধিঃ।

* * * * *

গ্রন্থং যোগামৃতাখ্যং ব্যরচয়দধুনা বৈদ্য গোপালদাসঃ।
সেনভূমিসমাজস্থ-দ্বারন্ধাগ্রামবাসিনঃ।
গোপালস্য প্রযত্নেন গ্রন্থোঽয়মজনি কৃতং ॥

শ্রাদ্ধ বিষয়ক পিতৃপদ্ধতি ও যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ গোপালাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত।

ধ্যাত্বা নন্দীশ্বরং দেবং নত্বা পিতৃপদদ্বয়ং।
গোপালো বালতোষায় বিলিখেৎ পিতৃপদ্ধতিঃ ॥

বোধ হয় প্রক্রিয়াকৌমুদী প্রণেতা পরমহংস গোপালাচার্য্য, এই গোপালাচার্য্য হইতে পৃথক ব্যক্তি। এই প্রক্রিয়া-কৌমুদী

ব্যাকরণে কৃৎপ্রত্যয়াদি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বৈয়াকরণ গোপালাচার্য্য রামচন্দ্র আচার্য্যের শিষ্য। ১৬২৩ সংবতের লিখিত একখানি প্রক্রিয়া-কৌমুদী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে।*

নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির কৃতিমান্ পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম পদার্থখণ্ডন টিপ্পনী রচনা করেন। ইহা রঘুনাথের পদার্থখণ্ডন নামে বৈশষিকদর্শনের ব্যাখ্যা পুস্তক। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত পদার্থখণ্ডনের আর একখানি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। এই রঘুদেব বিরচিত কলাদসূত্রব্যাখ্যান, শিরোমণির অখ্যাতবাদের টিপ্পনী, অনুমিতি-পরামর্শবিচার, সামগ্রী বাদ বিচার, প্রতিযোগী-জ্ঞান হেতুত্বখণ্ডন, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক প্রত্যয়াসত্তি নিরূপণ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-বোধবিচার, নিরুক্তিপ্রকাশ, ঈশ্বরবাদ, গূঢ়ার্থ-তত্ত্বদীপিকা বা রঘুদেবী নামে গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্য বর্ত্তমান আছে। রামভদ্র সার্ব্বভৌম পদার্থখণ্ডনের টিপ্পনীতে এইরূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।—

তাতস্য তর্ক-সরসীরুহ-কাননেষু
চূড়ামণে দিনগণে শ্চরণে প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি॥

রামভদ্র পূর্ব্বোক্ত পদার্থখণ্ডনটিপ্পনী ভিন্ন সমাসবাদ নামে বাদার্থ গ্রন্থ ও উদয়নাচার্য্যকৃত কিরণাবলীর গুণরহস্য নামক ভাষ্য এবং কুসুমাঞ্জলিকারিকার ব্যাখ্যা* প্রণয়ন করেন। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন+ প্রণীত আরও একখানি সমাসবাদ আছে। রামভদ্রের ভ্রাতা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ শিরোমণির গুণপ্রকাশবিবৃতির টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

---

* সুবিখ্যাত রামানুজপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীনিবাস দাস প্রক্রীয়াভূষণ নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি বেঙ্কটাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন।

* রামভদ্র সার্ব্বভৌমের টীকা ভিন্ন কুসুমাঞ্জলির আরও নয়খানি টীকা আছে। (১) বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের কুসুমাঞ্জলিকারিকা-প্রকাশ, (২) রুচিদত্ত মিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ-মকরন্দ, (৩) হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্য', (৪) বৈদ্যনাথ মিশ্রের কুসুমাঞ্জলি-টীকা, (৫) নারায়ণতীর্থ যতীর কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, (৬) গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ রচিত গুণানন্দী. (৭) ত্রিলোচন ন্যায়পঞ্চাননকৃত কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, (৮) রুদ্র ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যা, (৯) অজ্ঞাতনামা লেখক প্রণীত কুসুমাঞ্জলি বৃত্তি।

+ ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। জয়রাম এতভিন্ন পক্ষধর মিশ্রের চিন্তামণি-আলোক ও রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি দীধিতির টীকা করেন। তিনি শিরোমণির আখ্যাতবাদদীধিতির ব্যাখ্যা সুধা নামক টিপ্পনীতে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন।

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ।
আখ্যাতবাদব্যাখ্যানং আতনোতি মনোরমং॥

তৎপ্রণীত হেত্বাভাস দীধিতি টিপ্পনী, সামান্য লক্ষণাদীধিতি টিপ্পনী দীধিতি ব্যাখ্যা শব্দালোকবিবেক, উপদেশ বিধেয় বোধস্থলীয় বিচার, অন্যথা খ্যাতিতত্ত্ব, ন্যায়মালা নামে মহর্ষি গৌতমের চতুর্ব্বিধ প্রমাণের বিচার, নানার্থবাদটিপ্পনী, গুণপ্রকাশ দীধিতি টিপ্পনী ও পদার্থমণিমালা নামক বৈশেষিক-দর্শন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

# বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা।

## ( নবম প্রস্তাব। )

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইঁহার পিতা শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণি দায়ভাগের একখানি টীকা রচনা করেন বলিয়া ন্যায়ালঙ্কার স্বপ্রণীত দায়-ভাগটীকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার জীমূতবাহন প্রণীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র-প্রচলিত সুপ্রসিদ্ধ দায়ভাগের দায়-ভাগটীকা ও দায়ভাগ-সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা নামে দুই খানি টীকা রচনা করেন।

আলোচ্য তাতনির্ম্মিতনিবন্ধমারাধ্যবিশ্বেশ্বরং।
আচার্য্যাচার্য্যতনুতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগস্য।

রাজসাহী জেলার ররিয়া গ্রামবাসী মধুসূদন শিরোমণির নিকট যে দায়ভাগ-কুমুদচন্দ্রিকা আছে, তাহা ১৬২৮ শকে লিখিত হয়। মহাকবি কালিদাসের রঘু-বংশের বিদ্বন্মোদিনী নাম্নী টীকা এবং অভি-জ্ঞান শকুন্তলা নাটকের শকুন্তলাবিবৃতিও বোধ হয় এই রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার বির-চিত।*

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তান্ত্রিক দীক্ষাহোমাদি বিষয়ে তন্ত্র-প্রমোদন ও তাঁহার ষষ্ঠপুত্র রঘুমণি আগম-সার নামে তন্ত্রসংগ্রহ রচনা করেন।

---

* রঘুবংশের আরও পাঁচখানি টীকা আছে। (১) গোপীনাথ আচার্য্য কবিরাজকৃত কবি-কান্তা; (২) ভগীরথ পণ্ডিত আবসথ্যির জগচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা, (৩) বৃহস্পতি মিশ্র রচিত রঘুবংশবিবেক, (৪) ভবদেব মিশ্র প্রণীত সুবোধিনী; (৫) কৃষ্ণপতির অন্বয়লাপিকা। গোপীনাথ বোধ হয় বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করেন।

কবিরাজ গোপীনাথ * * * রঘুবংশকাব্যস্য।
রঞ্জিতরসভাশেষং কবিকান্তা রচ্যতে টীকা॥

শান্তিপুরের পণ্ডিত কালিদাস বিদ্যাবাগী-শের নিকট ১৫৯৯ শকের ৩রা শ্রাবণ সোম-বার কৃষ্ণশর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তক আছে।

নব-নব-শর-চন্দ্রে টিপ্পনী বৈ রঘোস্ত
সমলিখদিতি শাকে সম্মিতে সৌম্যবারে।
শশধর পরিপূর্ণে শ্রাবণস্য তৃতীয়ে
মিশ্বির——————কৃষ্ণশর্ম্মা॥

দ্বিতীয় টীকাকার ভগীরথের পিতার নাম শ্রীহর্ষদেব। ইনি বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর ও কূর্ম্মাঞ্চলের রাজা জগচ্চন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। তদনুসারে টীকার জগচ্চন্দ্রিকা নাম-করণ হয়। এই কূর্ম্মদেশ কি উড়িষ্যা না তৈলঙ্গ দেশ, বলিতে পারি না।

অপর তিন টীকাকার মিথিলাবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বৃহস্পতি মিশ্র গোবিন্দ মিশ্রের ঔরসে ও মথায়ী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রন্থকারের পত্নীর নাম নিবৃত্তি। তিনি গৌড়াধিপের সভাসদ ছিলেন।

বিদ্বৎসভাসু বিনয়ী প্রণয়ী গণেষু
গৌড়াধিপাহৃচিত প্রচুর প্রতিষ্ঠঃ॥

চতুর্থ টীকাকার ভবদেব মিশ্র গ্রন্থশেষে লিখি-য়াছেন——

সর্ব্বাগম পরার্থজ্ঞঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
ভবদেব ব্যধাৎ রম্যাং রঘুবংশ সুবোধিনীং॥

পঞ্চম টীকাকার কৃষ্ণপতি মিথিলার সক্ক-রাঢ়ী বংশোদ্ভব ছিলেন।

সন্তীহ যদ্যপি বিশিষ্ট জনপ্রণীত-
টিকা রঘুপ্রভবকাব্যভবাস্তথাপি।
স্বস্বান্তমোদনকরান্বয়লাপিকেয়ং
সম্পাতি কৃষ্ণপতিনা কৃতিনা প্রচক্রে॥

রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান স্বর্ণগ্রামে ( সোণার গাঁয় ) ছিল। তিনি শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকা ও ক্রমচন্দ্রিকা নামে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

গৌড়শ্রীরত্নগর্ভাখ্যসার্ব্বভৌম-বিপশ্চিতা।
নংশ্যানাং হিতমুদ্দিশ্য কৃতা শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা।

বেদবেদান্ত, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পূর্ণানন্দ পরমহংস এক জন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। প্রথিত আছে, তিনি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠান বলে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎপ্রণীত ষট্‌চক্রভেদ, ককারাদিশক্ত-ক্রমে কালীকাদিসহস্রনামস্তুতিরত্ন, সপ্তা-ধ্যায়াত্মক শাক্তক্রমতন্ত্র, রামকেশ্বর তন্ত্র, শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী, মুক্তিবিষয়ক তত্ত্বচিন্তামণি নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ছিলেন। ১৪৯৯ শকে তত্ত্বচিন্তামণি রচিত হয়।

পূর্ণানন্দেন গিরিণা কৃতং শ্রীপতিবাসরে।
ইষে কালাঙ্কবেদেন্দু-শাকে মঙ্গলবাসরে ॥

চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বংসপুর গ্রাম নিবাসী রামবল্লভ শর্ম্মা পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত ষট্‌চক্রভেদের পূর্ণানন্দচক্রনিরূপণ, রামনাথ সিদ্ধান্ত ষট্‌চক্রদীপিকা, বঙ্গদেশীয় শঙ্করাচার্য্য নামা জনৈক তন্ত্রবিৎ পণ্ডিত ষট্‌চক্রভেদ টিপ্পনী, এবং বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ষট্‌চক্রবিবৃতি রচনা করেন। শঙ্কর রামদেবের পুত্র এবং নারায়ণের পৌত্র ছিলেন। তিনি সিদ্ধবিদ্যাদীপিকা ও তারারহস্যবৃত্তিকা নাম্নী আরও দুই খানি তন্ত্রগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। ষট্‌চক্রভেদের দ্বিতীয় টীকাকার রামনাথ এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

শ্রীরামনাথসিদ্ধান্তরচিতা তত্ত্বদর্শিনী।
সতাং সন্তোষমাধত্তাং টীকা ষট্‌চক্রদীপিকা ॥

শ্যামাকল্পলতা নামে তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ একাদশ স্তবকে রামচরণ নামা জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। ভবানী প্রসাদ সারচিন্তামণি নামে তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। নাম দৃষ্টে উভয়কেই বঙ্গদেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৪ শকের লিখিত সারচিন্তামণি নামক পুস্তক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বর্গীয় পিতা হরকুমার ঠাকুর

পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় স্বরচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের ৩২৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ ভিন্ন দিনকর, চরিত্রবর্দ্ধন, বিস্তরকর, কৃষ্ণভট্ট ও মল্লিকনাথকে রঘুবংশের টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিনকরের টীকা ১৪৪১ সংবতে ( ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়। তাঁহার মাতার নাম কমলা।

বর্ষেঽস্মিন্ বিক্রমার্কে শশিযুগযুগভূ(?) শিঃক্ষিতে সুক্তিমুক্তাং
টীকামেতাং সুবোধাং ব্যতনুত কমলা কুক্ষিজন্মা দিনেশঃ ॥

চরিত্রবর্দ্ধন দিনকরের পূর্ব্বতন লোক। বোম্বে নগরীর সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত বলেন যে, দিনকর অনেক স্থলে চরিত্র বর্দ্ধনের গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, চরিত্রবর্দ্ধন অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের বিবৃতি ভিন্ন অভিজ্ঞান শকুন্তলের রাঘবভট্টরচিত এক খানি টীকা এবং নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের অর্থদ্যোতনিকা বিদ্যমান আছে।

মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দক্ষিণাকালিকার সংক্ষেপ পূজা প্রয়োগ প্রণয়ন করেন। *

তন্ত্রবিষয়ক জ্ঞানানন্দতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ তন্ত্রশিরোমণি প্রণীত। হরগোবিন্দ তন্ত্রবাগীশ দক্ষিণাকল্প নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহিম্নস্তব নামে সুপ্রসিদ্ধ শিবস্তোত্রের বৈষ্ণবী নামক বিষ্ণুবিষয়িণী ব্যাখ্যাও এই হরগোবিন্দ বিরচিত।

বর্ণভৈরব নামে একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি ও অকারাদি বর্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা রামগোপাল পঞ্চানন। তাঁহার পিতার নাম রামনাথ, পিতামহের নাম নারায়ন। বিদ্যাপতি, যোগীশ, কবিরাজ মিশ্র নারায়ণের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ।

বিখ্যাতকবিরাজমিশ্রধরণীগীর্ব্বাণ-বাচস্পতি
র্যোগীশ স্তনুজস্তদীয়গুণযুক্ ষট্‌তর্কবিদ্যা পতিঃ।
আচার্য্যো জনিস্তৎসুতঃ শ্রুতিগুরুলক্ষণ্যাদি নারায়ণ
স্তদ্ধীরাত্মজরামনাথতনয়স্যৈষা কৃতিঃরাজতে।।

শ্রীপতির পুত্র রামকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি নামে ভগবতীর এক খানি স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য আগমচন্দ্রিকা নামক তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। আগমচন্দ্রিকার প্রারম্ভে রামকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং মুনিবেদনৃপে শকে।
শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষিপ্য তশেত্যাগমচন্দ্রিকা।।

তিনি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত বহুতর গ্রন্থ পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি 'কৌমুদী' নামে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে মন্ত্রকৌমুদী, অধিকরণকৌমুদী, আগমকৌমুদী, ভাগবত কৌমুদী, সঙ্কল্প কৌমুদী, ব্রতোদ্‌যাপন কৌমুদী, প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী ও স্মৃতিকৌমুদী পাওয়া গিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী গৌড়ীয় স্মার্ত্তচূড়ামণি শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টিপ্পনী রূপে লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তসংগ্রহকার হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির অন্তর্গত ব্রতখণ্ড অবলম্বন পুরঃসর ব্রতোদ্‌যাপনকৌমুদী বিরচিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন তিনি ব্যবহারদর্পণ, বিরোধভঞ্জনী নামক মহাভারতার্থ প্রকাশিনী টীকা, আখ্যাতবাদ টিপ্পনী ও শাব্দবোধ প্রক্রিয়া নামে দুই খানি বাদার্থ গ্রন্থ, মম্মটভট্ট কৃত কাব্যপ্রকাশ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের কাব্যপ্রকাশ ভাবার্থ নাম্নী টীকা, ভারতী তীর্থ রচিত পঞ্চভূতবিবেক নামক বৈদান্তিক গ্রন্থের দীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন বলিয়া অনুমিত হয়। ১৫৭৮ শকাব্দে লিখিত মহাভারতার্থ প্রকাশিনী, এবং ১৬৪৮ শকে লিখিত ব্যবহারদর্পণ পাওয়া গিয়াছে।

যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার শ্যামারত্ন নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে দশমহাবিদ্যার যথাবিহিত পূজাদি নিরূপিত হইয়াছে।

* স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত রাজোপাধিভূষিত পুত্রের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। তিনিই বোধ হয় মূলাযোড়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করেন। প্রতি বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে M. A. সংস্কৃতে পরীক্ষা প্রদানার্থীগণের জন্য বিশ টাকার একটী মাসিক বৃত্তি 'হরকুমারবৃত্তি' নামে রাজা যতীন্দ্রমোহন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের টীকা প্রণয়নে অনেকানেক পণ্ডিত স্ব স্ব পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। হরগোবিন্দ বাচস্পতি, রমানাথ তর্কালঙ্কার, ভরত সেন মল্লিক, সনাতন গোস্বামী, শাশ্বত ভগীরথ মিশ্র, বিশ্বনাথ মিশ্র, কল্যাণ মল্ল * ও মল্লিনাথ—ইঁহারা প্রত্যেকেই মেঘদূতের এক এক খানি টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধান্তপঞ্চানন উপাধিধারী বিক্রমপুরের জনৈক পণ্ডিত বাক্যতত্ত্ব নামে এক খানি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের রচিত স্মার্ত্তাচার্য্য শূলপাণি প্রণীত শ্রাদ্ধবিবেকের বিবৃতি নাম্নী টীকা, কৃত্যপল্লব দীপিকা ( শান্তিকল্প-প্রদীপ ) ও তন্ত্ররত্ন নামে দুইখানি তন্ত্রশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ বিরচিত হয়। ১৫২১ সংবতের আষাঢ় মাসে লিখিত একখানি কৃত্যপল্লব-দীপিকা বিদ্যমান আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যেন ধীমতা।
ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ কৃত্যপল্লবদীপিকা॥

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের দায়াধিকার সম্বন্ধীয় দায়ক্রমসংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থ জীমূতবাহনের দায়ভাগ অবলম্বনে বিরচিত। প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বঙ্গদেশে ইহা দায়ভাগের নিম্নতর আসন অধিকার করিয়া আছে। সাহিত্যবিচার নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থ এই শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কারের প্রণীত বলিয়া অনুমিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপবাসী ছিলেন। নবদ্বীপের রাজা রামজীবনের মনোরঞ্জনার্থ তিনি ১৬৩৩ শকে কৃষ্ণপদামৃত ও ১৬৪১ শকে পদাঙ্কদূত রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থেই কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের নিকট এই উভয় গ্রন্থই সমাদরের যোগ্য।

শাকে নায়কবেদষোড়শ-মিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা স্মরণ্ ।
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতবচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুত রামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত রাশিলগ্নাদি বিষয়ে জ্যোতিঃসূত্র প্রণয়ন করেন। ইঁহার গুরুর নাম মার্ত্তণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

নত্বা শ্রীগুরুমার্ত্তণ্ডং দুর্ব্বোধধ্বান্তনাশনং।
ক্রিয়তে জ্যোতিষাং সূত্রং শ্রীকৃষ্ণচক্রবর্ত্তিনা॥

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মঞ্জুভাষিণী নামে শঙ্করাচার্য্যের রচিত আনন্দলহরী নামক শিব-স্তোত্রের টীকা* প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম বল্লভাচার্য্য।

* ভগীরথ মিশ্রের টীকার নাম তত্ত্বদীপিকা, শাশ্বতের টীকার নাম ললিতা, কল্যাণমল্লের টীকার নাম মালতী, বিশ্বনাথ মিশ্রের টীকার নাম মেঘদূতার্থমুক্তাবলী। পণ্ডিত কুলতিলক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মেঘদূতের পাঠ-বিবেকে এই সকল টীকাকার হইতে নানা স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

* আনন্দলহরীর আরো পাঁচ খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে (১) নরসিংহ কৃত টীকা, (২) গঙ্গাহরির দীপিকা, (৩) কৈবল্যাশ্রম যতীর সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী, (৪) গোপীরমণ ন্যায় পঞ্চানন প্রণীত টীকা, এবং (৫) গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম রচিত টীকা। গৌরীকান্ত সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরো বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সুধীরিমাং।
আনন্দলহরীটীকাং তনোতি প্রিয়াং মুদে॥
এই গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম প্রণীত প্রসিদ্ধ

শ্রীবল্লভাচার্য্য পুত্রেণ শ্রীলশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণা।
আনন্দলহরীব্যাখ্যা যথাশক্তি বিতন্যতে।।

শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র। তিনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি বিরচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থের ভাবদীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন।*

প্রণম্য শিবয়োঃ পাদৌ ধীমতা কৃষ্ণশর্ম্মণা।
সিদ্ধান্তমঞ্জরীব্যাখ্যা ক্রিয়তে ভাবদীপিকা।।

কৃষ্ণভট্ট আড়ে প্রণীত কাশিকা বা গাদাধরী বিবৃতি, নির্ণয়সিন্ধুর ভাষ্য, মঞ্জুষা বা জগদীশতোষিণী, শক্তিবাদবিবরণ, আখ্যাতবাদ টিপ্পনী, পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস বিদ্যমান আছে বলিয়া সংস্কৃতবিৎ ডাক্তার হল্ সাহেব নির্দ্দেশ করেন। রঘুনাথ শিরোমণির আখ্যাতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার টিপ্পনী রচিত হয়। শিরোমণির তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি অবলম্বনে জগদীশ তর্কালঙ্কার যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার টীকারূপে কৃষ্ণভট্ট মঞ্জুষা লিপিবদ্ধ করেন। গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশের দীধিতি-ভাষ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কাশিকা, গদাধরের শক্তিবাদ বা শক্তিবিচারের টীকারূপে শক্তিবাদ-বিবরণ (শক্তিবাদার্থদীপিকা) বিরচিত হয়। শিবাদিত্য মিশ্রের সপ্তপদার্থনিরূপণ নামক বৈশেষিকদর্শন অবলম্বনে শারঙ্গধর পদার্থচন্দ্রিকা নামে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। কৃষ্ণভট্টের পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস সেই পদার্থচন্দ্রিকার ভাষ্যরূপে লিখিত।

কৃষ্ণদাস নামে নৈয়ায়িক নানার্থবাদটিপ্পনী রঘুনাথ শিরোমণির নানার্থবাদদীধিতি অবলম্বনে রচনা করেন। গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও জনৈক অজ্ঞাতনামা নৈয়ায়িক বিরচিত নানার্থবাদটিপ্পনী বিদ্যমান আছে।†

কৃষ্ণ ধূর্জ্জটী দীক্ষিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় রচনা করেন। ইহা দেবান্তসূত্রের ভাষ্যকার ও কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাতা অন্নভট্টের তর্কসংগ্রহের ভাষ্য।‡

ইতিপূর্ব্বে পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক অদ্বিতীয় তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তন্ত্রসার ও শ্রীতত্ত্ববোধিনী নামে দুই খানি তন্ত্র গ্রন্থ

---

মৈথিল ন্যায়াচার্য্য কেশব মিশ্রের তর্কপরিভাষার ভাবার্থদীপিকা নামে টীকা ডাক্তর হল্ সাহেব প্রাপ্ত হন।

* ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর (১) ন্যায়দীপিকা নাম্নী টীকা শ্রীকণ্ঠ দীক্ষিত ন্যায়বাগীশ রচিত। একভিক্ষু যাদব ব্যাসের (২) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার, এবং (৩) লৌগাক্ষি ভাস্করের ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীপ্রকাশ বিদ্যমান আছে।

† জগন্নাথ পণ্ডিতের নানার্থবাদবিবেক, জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের নানার্থবাদবিবৃতি নামে নানার্থবাদের আরও দুইখানি টীকা আছে।

‡ তর্কসংগ্রহ কলিকাতায় পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও বারাণসীতে ডাক্তর বেলেণ্টাইন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সুপ্রসিদ্ধ বৈশেষিক দর্শনগ্রন্থের বহুতর টীকা বিদ্যমান আছে। (১) অন্নভট্ট প্রণীত তর্কদীপিকা ও শ্রীনিবাস ভট্টরচিত তর্কদীপিকার সুরতরুপতরু নামক টীকা, (২) নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর দীপিকাপ্রকাশ ও রামভদ্র ভট্টরচিত তট্টীকা, (৩) মুকুন্দভট্ট কৃত তর্কসংগ্রহচন্দ্রিকা, (৪) চন্দ্ররাজ সিংহের পদকৃত্য, (৫) বৃন্দাবনবাসী গোবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ন্যায়ার্থলঘুবোধিনী, (৬) পট্টাভিরাম শাস্ত্রী প্রণীত নিরুক্তি, (৭) মেরুশাস্ত্রীর তর্কসংগ্রহোপন্যাস, (৮) গোবর্দ্ধন মিশ্রকৃত ন্যায়বোধিনী, এবং (৯) তর্কসংগ্রহতত্ত্বপ্রকাশ ডাক্তার হল সাহেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রচনা করেন। তন্ত্রসার শাক্ত বৈষ্ণবাদি নানা দেব দেবীর উপাসকগণের পরম পূজনীয় ও বহুমানিত গ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ বহুবিধ তন্ত্র হইতে এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ইহাতে তিনটী বিস্তীর্ণ পরিচ্ছেদ আছে। গুরুতা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তন্ত্রসার অনুসারে স্ব স্ব শিষ্যবর্গকে নানা দেবতার মন্ত্রপূজাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট তন্ত্রসারই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হইয়াও গুরুতাব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমান সময়েও শিষ্যবর্গের নিকট দেবতার ন্যায় সম্মানিত ও পরিপূজিত হইয়া থাকেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী ও অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়াই শিষ্যবর্গের নিকট তাঁহাদের এত আদর ও সম্মান। বর্ত্তমান সময়ে গুরুগণ* শিষ্যবর্গকে উপদেশ ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের পরিবর্ত্তে তাহাদের নিকট হইতে রাশি রাশি অর্থ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব অর্থগৃধ্নুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মূল তন্ত্রগুলির অধ্যয়ন ও আলোচনা বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারই মূলতন্ত্রসমূহের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই তন্ত্রসারই বা কয়জন গুরুতাব্যবসায়ী সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেন? মাণিকগঞ্জের বাবু রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ও কলিকাতার বটতলার সুপ্রসিদ্ধ বেনীমাধব দে কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অক্ষরে তন্ত্রসার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাবু রসিকমোহন তন্ত্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক তন্ত্র, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল ও পুরাণাদি প্রকাশ করিয়া মৃতপ্রায় সংস্কৃতসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন সাধন করিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কার বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ ও দেবার্চ্চনাদি সম্বন্ধে বৈদিকসর্ব্বস্ব নামে স্বল্পাবয়ব একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

হয়শীর্ষাদিকং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণানন্দশর্ম্মণা।
সর্ব্বস্বং বৈদিকানান্তু ক্রিয়তে ধীরসম্মতং॥

কৃষ্ণকান্ত ন্যায়রত্ন—ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর ন্যায়রত্নাবলীর 'ন্যায়রত্নপ্রকাশিকা' নামে টীকা রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তমতের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'দশশ্লোকী' সংক্ষেপে প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মানন্দের গ্রন্থ দশশ্লোকেরই ভাষ্যরূপে লিখিত।

ন্যায়রত্নাবলীং টীকাং তন্নুং নত্বা চ নীলিকাং।
তনোতি শ্রীকৃষ্ণকান্তো ন্যায়রত্নপ্রকাশিকাং॥

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—"ন্যায় রত্নাবলী" নামক পুস্তকে ন্যায়শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করেন।

নব্যপ্রাচীনতার্কিক সর্ব্বার্থাধীয়ান-ধীমতা।
তন্যতে কৃষ্ণকান্তেন ন্যায়রত্নাবলী মতা॥

কৃষ্ণদত্ত—গদ্যপদ্যে শাস্ত্রসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থে বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রবিষয়ক প্রামাণিক বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

* কিরূপ লোক গুরু হওয়ার অধিকারী তাহা বিশ্বসারতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে নির্দ্দিষ্ট আছে।

সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ সাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥

যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরু অনুসন্ধান করিলে কয়জন মিলে, জানি না। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর সংখ্যাই অধিক হইবে।

আধায় হৃদি বিশ্বেশং বিশ্বেষাং হিতসাধনং।
ক্রিয়তে কৃষ্ণদত্তেন সর্ব্বশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ ॥

ভরতসেন মল্লিক—প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইল হুগলী জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যকুলে ভরত-মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ সেন। হরিহর নামে এক জন প্রসিদ্ধ বৈদ্য তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন। তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার ও গ্রন্থকার। ভরতমল্লিক সুখ-লেখন ও কারকোল্লাস নামে ব্যাকরণ সম্পর্কীয় পুস্তক,দ্বিরূপকোষ নামে অভিধান, লিঙ্গাদিসংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষের টীকা *, বৈদ্য-কুলতত্ত্ব নামে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণের বংশাবলীর ইতিহাস, দেশ-

* সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের যত্নে ও ব্যয়ে ১৭৭৩ শকে বহুবিধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সুবিস্তীর্ণ শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধানে অমরকোষের নিম্নলিখিত টীকাকারগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুভূতি, হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ, কোঙ্কট, দ্রাবিড়, সর্ব্বধর, ক্ষীরস্বামী, রাজদেব, গোবর্দ্ধন, মাধবী, সর্ব্বানন্দ, অভিনন্দ, অরুণ, মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ, রায় মুকুটমণি, ভগীরথ, জয়াদিত্য, কোলাহলাচার্য্য, শবর, স্বামী, নয়নানন্দ, বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরাম তর্কবাগীশ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, ভানুজী দীক্ষিতের ব্যাখ্যা সুধা, অচ্যুত উপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদীপ, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার কৃত সারসুন্দরী, নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পদার্থ-কৌমুদী, রমানাথ বিদ্যাবাচস্পতির ত্রিকাণ্ড-বিবেক, ভরত মল্লিকের মুগ্ধবোধ সম্মতা টীকা, ব্যাখ্যামৃত, সন্দেহভঞ্জিকা, টীকা সর্ব্বস্ব।

ভানুজী দীক্ষিতের টীকার নাম সুধা। বঘেলবংশোদ্ভবা রাজা কীর্ত্তিসিংহ দেবের আদেশে ভানুজী পাণিনিসম্মত এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ভানুজী সিদ্ধান্ত কৌমুদী নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাণিনি ব্যাকরণ প্রণেতা ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র এবং রামাশ্রমের শিষ্য। তিনি রায় মুকুটমণির পরবর্ত্তী টীকাকার। স্থানে স্থানে রায় মুকুটের ভ্রম ভানুজী কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।

বল্লবীবল্লভং নত্বা গিরং ভট্টোজিদীক্ষিতং।
সুধাখ্যামমরটীকাং মুনিত্রয়মতানুগাং ॥

রায় মুকুটমণি ১৩৫২ শকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ষোড়শ জন কোষকার ও অমরের টীকাকারের গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বরচিত উৎকৃষ্ট অমরকোষের টীকা প্রণয়ন করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকানেক বৈয়াকরণ ও কোষকারের মত তাঁহার পদচন্দ্রিকা নাম্নী টীকার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। তিনি ক্ষীরস্বামী, কোঙ্কট, ভোজরাজ, দ্রাবিড়, সুভূতি, হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ, সর্ব্বধর, রাজদেব, গোবর্দ্ধন, ব্যাখ্যামৃত, টীকাসর্ব্বস্ব, মাধবী, মধুমাধবী, সর্ব্বানন্দ ও অভিনন্দের অমরকোষের তৎপূর্ব্বতন টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রায়মুকুট মেদিনী ও বিশ্বপ্রকাশ প্রভৃতি অভিধানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত শব্দব্যুৎপত্তি স্থানে স্থানে ভ্রমাত্মক বলিয়া অধ্যাপক উইলসন (Professor H. H. Wilson.) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রায়মুকুট মণ্ডতাপীয় কবি চক্রবর্ত্তী রাজপণ্ডিত বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

স্বয়ংপ্রকাশতীর্থের শিষ্য মহাদেবের প্রণীত টীকার নাম বুধমনোহরা। ১৮০২ সংবতের লিখিত একখানি পুস্তক কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে।

১৯৭২ অনুষ্টুভ শ্লোকে পদ্মনাভ দত্ত ভূরিপ্রয়োগ নামে অমরকোষের ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট রচনা করেন। অভিধানতন্ত্র নামে অমরকোষের পরিশিষ্ট ২০৭২ শ্লোকে ও তিন কাণ্ডে জটাধর আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত। জটাধরের পিতার নাম রঘুপতি ও

বিখ্যাত কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ খণ্ড কাব্য

মাতার নাম মন্দোদরী। তিনি দিত্তীয় বিপ্রকুলজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ভাগীরথীং জলময়ীং জগতামধীশাং
মন্দোদরীরঘুপতী পিতরৌ চ নত্বা।
দিত্তীয় বিপ্রকুলজঃ স জটাধরোঽসৌ
আচার্য্য এতদকরোদভিধানতন্ত্রং ॥

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার সারসুন্দরী নামক অমরকোষের টীকা ভিন্ন নানার্থশব্দ ও শব্দরত্নাবলী নামে দুইখানি অভিধান রচনা করেন। অধ্যাপক উইলসন বলেন যে, মথুরেশ মূর্চ্ছা খাঁর ( মুসা খাঁ ) আশ্রয়ে থাকিয়া ১৫৮৮ শকে শব্দরত্নাবলী প্রণয়ন করেন। রাজা মূর্চ্ছা খাঁনের পিতার নাম শিতমান খান। মূর্চ্ছা খানের পুত্র রাম-আদেশে শব্দরত্নাবলী রচিত হয়। নানার্থ শব্দে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

নত্বা জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম মূর্চ্ছা খান-নৃপাজ্ঞয়া।
নানার্থশব্দা লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ ॥

মথুরেশের পিতার নাম শিবরাম চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম পার্ব্বতী। তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী বন্দ্যঘটীয় কুলীন ছিলেন। চন্দ্র, কাশীনাথ, মাধব, ও সর্ব্বানন্দ শিবরামের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ। ১৬০২ শকে সুপদ্ম ব্যাকরণের মতানুযায়ী সারসুন্দরী মথুরেশ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়।

মথুরেশের পিতা শিবরাম চক্রবর্ত্তী ১৭৫৯ শকে গ্রহনক্ষাদির শুভাশুভ বিচার বিষয়ে শিশুবোধিনী নামে জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

যঃ সর্ব্বানন্দবন্দ্য ক্ষিতিতলবিদিতঃ
সৎকুলোমেলবীজীস্সুস্তস্যাম জজ্ঞে
কৃতবিবিধকুলো মাধবো মাধবাভঃ।
কাশীনাথোঽপি তস্মাৎসমজনি, কুলধাম্-
শ্চন্দ্রবন্দ্য স্ততো বৈ
তস্মাৎ সুখ্যাতনামা সমজনি শিবরামোঽর্থা-
বিচ্চক্রবর্ত্তী ॥
রায়মুকুটটীকাদেঃ কলাপাদিক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎমথুরেশেন তন্যতে ॥
গজাষ্টতিথিযুক্শাকে বিদ্যালঙ্কারধীমতা।
লিঙ্গাদিসংগ্রহে টীকা নির্ম্মমে সারসুন্দরীং ॥

মেঘদূতের টীকা ও সুবোধা নামে কুমার-

শিবরাম চক্রবর্ত্তী জনকঃ পার্ব্বতী প্রসূঃ।
তস্য শ্রীমথুরেশোঽসৌ চকার সারসুন্দরীং ॥

পঞ্চধারাত্মক জ্যোতিঃসাগর-সার নামে জ্যোতিষগ্রন্থ এই মথুরেশ রচিত কি না, জানি না।

সামন্তসার গ্রামনিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি নামে অমরকোষের সুবিস্তৃত উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ১৭৪২ শকাব্দে লিখিত এক খানি পুস্তক মুরসিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নসীপুরের বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্তের নিকট বিদ্যমান আছে।

মতং গুরূণাং প্রতিচার্য্য যত্নাদ
আলোক্য তন্ত্রানিচ কোবিদানাং।
সতাং মুদে শ্রীরঘুনাথশর্ম্মা
ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিমাতনোন।

এই টীকা মহামতি কৃষ্ণবল্লভের অনুরোধে বিরচিত হয়। এই কৃষ্ণবল্লভ কে, বলিতে পারি না।

মুকুন্দশর্ম্মা লিঙ্গানুশাসনটীকা বোপদেবের মুগ্ধবোধ অনুসারে রচনা করেন। ১৬১৭ শকে লিখিত এক খানি গ্রন্থ শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামীর নিকট বিদ্যমান আছে।

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং বোপদেবকবৈমতঃ।
জ্ঞাত্বা টীকা বিরচিতা ক্রিয়া মুকুন্দশর্ম্মণা।

রাঘবেন্দ্র ( রঘুনন্দন ) ভট্ট অমরকোষ-ভাষ্য কাতন্ত্রব্যাকরণ সম্মত করিয়া রচনা করেন। টীকাকারের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণভট্ট।

কাত্যায়নব্যাড়ি-শ্রীমাধবাদীন্
কাতন্ত্রতন্ত্রাণি বিচার্য্য যত্নাদ্।
শ্রীরাঘবেন্দ্রোঽমরসিংহকোষে
তনোতি ভাষ্যং সুধিয়াং হিতায় ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণভট্টস্য তনুজেন দ্বিজন্মনা।
নিরমায়ি সতাং প্রীত্যৈ ভাষ্যং মানুষবর্গকং ॥

রাজসাহী জিলার অন্তঃপাতী লালগোলার বাবু তারানাথ রায়চৌধুরীর নিকট এক খানি কলাপসূত্রানুমোদিত অমরকোষমালা বিদ্যমান আছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই।

সম্ভবের * পূর্ব্বভাগের টীকা রচনা করেন। এই সুবোধার প্রারম্ভে গ্রন্থকার কেন কেবল মাত্র প্রথম সাত সর্গের টীকা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কুমারসম্ভবংশর্ম কালিদাসমহাকবিঃ।
যশ্চকার মহাকাব্যং সর্গৈ র্ষোড়শভিঃ শ্রুতং।
তস্য শেষাষ্টসর্গস্য সঞ্চারোঽভূন্ন দৈবতঃ।
পাঠোঽষ্টমস্য সর্গস্য দেবীশাপান্ন বিদ্যতে॥
টীকা তৎ সপ্তসর্গস্য সুবোধাখ্যা যথামতি।
গৌরাঙ্গসেনপুত্রেণ ভরতেন বিতন্যতে॥

---

শ্রীরাম লিঙ্গানুশাসনটিপ্পনী নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন।

লিঙ্গসংগ্রহবর্গস্য টিপ্পনীবহুসম্মতা।
শ্রীরামশর্ম্মণাকারি সুমতিপ্রতিপত্তয়ে॥

শ্রীকর আচার্য্য ব্যাখ্যামৃত নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

পদার্থকৌমুদী নামে টীকা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ১৬২৭ শকে লিখিত এক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্মমধুলিন্নারায়ণঃ শ্রীনিধিঃ।
যত্নেনামরপঞ্জিকাং বিতনুতে সংক্ষেপতঃ সৎকবিঃ॥

*কুমারসম্ভবের আরও চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (১) গোবিন্দ রাম শর্ম্মার ধীররঞ্জিকা।

সানন্দং চরণাভিবন্দনভবৎপ্রোদ্‌গাঢ়হর্ষাশ্রুভিঃ।
সংসিক্তানন-ভূরিগদ্‌গদবচা দেবেন্দ্রবৃন্দার্চ্চিতং।
পাদাব্জং পরিবন্দ্য শঙ্করবিভো গোবিন্দরামো দ্বিজঃ
ব্যাখ্যানং বিতনোতি পণ্ডিতমুদে যত্নাৎ কুমারীয়কং॥

(২) মিথিলাবাসী রঘুপতি কৃত কুমার ব্যাখ্যাসুধা। এই টীকায় অষ্টমসর্গেরও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবুধৈঃ কৃতাত্র, টীকা প্রসিদ্ধার্থনিরুক্তিদক্ষা।
ইয়ন্তু গূঢ়ার্থবিবেচনায়
বিতন্যতে শ্রীরঘুণা প্রযত্নাৎ॥

ভরত সেন রচিত ভট্টিকাব্য (রাবণবধ), শিশুপালবধ, ও নৈষধচরিতের মুগ্ধবোধক সম্মত টীকা বর্ত্তমান আছে। * সুখলেখন গ্রন্থে ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন।—

কুলবিতরণবিদ্যা বৈভবশ্রেষ্ঠগোষ্ঠী
বরহরিহর সেন খ্যাত বংশপ্রসূতঃ॥

---

(৩) রঘুবংশের টীকাকার কৃষ্ণপতি শর্ম্মার অন্বয়লাপিকা। টীকাকার মিথিলার সঙ্করাঢ়ী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জগদ্ধর ও দিবাকরের বিস্তীর্ণ টীকা হইতে বিশেষ সাহায্য পান।

সঙ্করাঢ়ীকুলোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণপতিশর্ম্মণা।
টীকা কুমারকাব্যস্য ক্রিয়তেঽন্বয়লাপিকা॥
শ্রীমজ্জগদ্ধর-দিবাকরপণ্ডিতাদেঃ
অত্যন্তবিস্তরতরা হি কুমারটীকা।
লব্ধাববোধবিষয়া রচিতা ময়াপি
ধীরেণ কৃষ্ণপতিনান্বয়লাপিকেয়ং॥

এই জগদ্ধর মালতী মাধব ও বেণীসংহার নাটকের এবং বাসবদত্তা নামক গদ্যকাব্যের টীকা রচনা করেন।

(৪) গোপালানন্দ বাণীবিলাস প্রণীত সারাবলী নাম্নী টীকা। ইহার পিতার নাম ভগীরথ মিশ্র।

শ্রীভগীরথ মিশ্রস্য সূনু—তয়া সুধীঃ।
বাণীবিলাসঃ কুরুতে টীকাং সারাবলীমিমাং।

* ভট্টিকাব্যের প্রকৃত নাম রাবণবধ বলিয়া ১৩২৩ শকে পুরুষোত্তম দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত পুস্তকে উল্লিখিত আছে। ইহা প্রবরসেনের রাবণবধ হইতে পৃথক গ্রন্থ। শ্রীধর স্বামীর পুত্র ভট্টিস্বামী নামা ব্রাহ্মণ কবি গুজরাটের অন্তর্গত বল্লভীপুরের রাজার সভাসদ্ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাকরণের দুরূহ দুর্ব্বোধ ব্যাকরণশাস্ত্রের উদাহরণাদি প্রদর্শনার্থ দ্বাবিংশতি সর্গে এই মহাকাব্য রচনা করেন।

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বল্লভ্যাং
শ্রীধরসেন-নরেন্দ্র পালিতায়াং।

বিদিতচরিতধীরঃ শ্রীলগৌরাঙ্গসূনু
ব্যধিত ভরতসেনো বালবোধার্থমেতৎ ॥

কীর্ত্তিরতো ভবাতাম্রপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্ ॥
(ভট্টি, ২২।৩৫)

ভরতমল্লিকের ভট্টিটীকা বয়সে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ভট্টিকাব্যের ছয়খানি টীকা উত্তরোত্তরকালে যথাক্রমে রচিত হইয়াছে। (১) জয়মঙ্গল, (২) হরিহর, (৩) পুণ্ডরীকাক্ষ, (৪) কন্দর্প চক্রবর্ত্তী, (৫) বিদ্যাবিনোদ, ও (৬) ভরতমল্লিক।

নরনারায়ণ বিদ্যাবিনোদ আচার্য্যের পিতার নাম বাণেশ্বর ও পিতৃব্যের নাম জটাধর ছিল। ইহাঁর বাসস্থল পূর্ব্বগ্রাম। ইনি ক্রমদীশ্বর রচিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী উদাহরণ স্বরচিত ভট্টিবোধিনীতে প্রদর্শন করেন।

পূর্ব্বগ্রামিকুলে কলানিধিনিভ শ্ছত্রী সুমেরুস্থিতো
ভ্রাতা যস্য জটাধরো, দ্বিজবরো বাণেশ্বর, স্তৎসুতঃ।
তৎ পুত্রঃ প্রথিতোঽভবৎ কবিবরো নারায়ণো নামতঃ
সোঽভূদভ্যসনেন শাস্ত্রনিচয়াবিদ্যাবিনোঃ দার্থতঃ ॥

সন্তি যদ্যপি ভূয়াংসঃ শব্দলক্ষণচক্ষুষঃ।
তথাপি জৌমরাভ্যাস বিশেষাযৈর শিষ্যতে ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ ভটিকাব্যের যে টীকা রচনা করেন, তাহা কলাপ (কাতন্ত্র) ব্যাকরণ সম্মত বলিয়া তাহার নাম কলাপদীপিকা। টীকাকারের পিতার নাম শ্রীকান্ত পণ্ডিত।

নত্বা শঙ্করচরণং জ্ঞাত্বা সকলং কলাপতত্ত্বঞ্চঃ
দৃষ্টা পাণিনিতন্ত্রং বদতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সোণাপুর গ্রামের সাহা বাবুর নিকট ১৬৫০ শকের লিখিত একখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই সাহা বাবুর নিকট ১৬৪৫ শকে লিখিত পুরুষোত্তম প্রণীত ভাষাবৃত্তি নামক ভট্টি টীকাও বিদ্যমান আছে।

ভাষাবৃত্তিতে পুরুষোত্তম এইরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথা ত্রিমুনিলক্ষণং।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তি বিধীয়তে ॥

রামচন্দ্র বাচস্পতি প্রণীত সুবোধিনী নামে ভট্টিকাব্যের টীকা বিদ্যমান আছে।

মাঘের রচিত শিশুপালবধ * মহাকাব্যের সর্ব্ব প্রধান প্রামাণিক টীকাকার মল্লিনাথ সূরি। ভরত মল্লিকের টীকা ভিন্ন (১ বল্লভ দেবের শিশুপালবধ টীকা, (২) ভগীরথের অনীয়সী, ও (৩) মিথিলাবাসী ভবদত্তের তত্ত্বকৌমুদী পাওয়া গিয়াছে। ১৫৯৪ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত বল্লভ দেবের টীকা কলিকাতা এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় টীকা-

দত্তাত্মজঃ সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ।
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানং ॥

মাঘ ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শস্বরূপ করিয়া শিশুপালবধ রচনা করেন। মাঘের কবিত্ব ও বর্ণনা শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী, গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহু বিস্তৃত বর্ণনা ও সহৃদয়তার অভাব মাঘের প্রধানতম দোষ! মাঘের মধুর ও মনোহর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গ শিশুপালবধকে অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং,মাঘে সন্তিত্রয়োগুণাঃ ॥
পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘ, কবি কালিদাসঃ ॥

*মহাকবি মাঘের পিতার নাম শ্রীদত্ত। ১৪৩৬ শকে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত একখানি শিশুপালবধ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে।

কার ভগীরথ বোধ হয় মেঘদূতের টীকাকার ভগীরথ মিশ্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি।

বোধার্থমল্পবুদ্ধীনাং টীকামেতা মনীষিণীং।
বিদধাতি দ্বিজঃ শ্রীমান্——ভগীরথঃ।।

তৃতীয় টীকাকার ভবদত্ত মিথিলাবাসী ছিলেন। ১৫৫২ শকাব্দে (৫১২ লক্ষ্মণাব্দে) লিখিত পুস্তক চম্পানগরের জয়পতি ঝার নিকটে বিদ্যমান আছে।

মাঘে শ্রীভবদত্তেন টীকা যা ক্রিয়তে শুভা।
সর্গঃ সম্ভোগনামাসৌ তত্রাণান্দশমোহসমঃ।।

ভরত মল্লিকের টীকা ভিন্ন মহাকবি শ্রীহর্ষের রচিত নৈষধচরিতের অনেকানেক টীকা বিদ্যমান আছে। (১) নারায়ণ বেদকর প্রণীত নৈষধীয়-প্রকাশ। টীকাকার নরসিংহ পণ্ডিতের ঔরসে মদালসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় সংস্কৃত সুপণ্ডিত ছিলেন।

নত্বা শ্রীনরসিংহপণ্ডিতপিতুঃ পাদারবিন্দিদ্বয়ং।
মাতুশ্চাপি মদালসেত্যভিধয়া বিখ্যাতকীর্ত্তেঃ ক্ষিতৌ।
শ্রীরামেশ্বরসীতয়োঃ সুমনসো গুর্ব্বোবগর্ব্বো যথা—
বুদ্ধি শ্রীনিষধেন্দ্রকাবঃবিবৃতিং নির্ম্মাতি নারায়ণঃ।।

এই নারায়ণের টীকা উত্তরনৈষধ (১২—২২ সর্গ) ডাক্তার রোয়ার সাহেব কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রযত্নে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বনৈষধের প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ * কৃত টীকা বর্ত্তমান আছে।

(২) ভবদত্ত প্রণীত নলচরিত টীকা। এই ভবদত্ত প্রাগুক্ত তত্ত্বকৌমুদী নামক মাঘ কাব্যের টীকা রচনা করেন। নৈষধচরিতের এই টীকায় তিনি স্বীয় বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। আদিদেব, কর্ণ, বাচস্পতি মিশ্র, ধর্ম্মাদিত্য, জগদ্ধর, দিবাকর, নয়শর্ম্মশর্ম্মা, দেবদত্ত, ও ভবদত্ত। টীকাকারের পিতার নাম দেবদত্ত।

(৩) গোপীনাথ আচার্য্যের হর্ষহৃদয়া। ইনি বোধ হয় বঙ্গদেশবাসী ছিলেন।

(৪) নৈষধচরিতের চতুর্থ টীকা দীপিকা নরহরি বিরচিত। (৫) বংশীবদনশর্ম্মা প্রণীত নৈষধটীকা।

শ্রীরামচরণৌ নত্বা বংশীবদনশর্ম্মণা।
নৈষধীয়প্রবন্ধেহস্মিন্নতিসংক্ষিপ্য লিখ্যতে।।

মল্লিনাথ সূরি বিরচিত ভারবির রচিত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (১) বঙ্কিমদাসের বৈষম্যোদ্ধরণী। বীরভূম জিলার অন্তর্গত ভীমগড় গ্রামবাসী গোপালচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট গদাধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক ১৫৯৪ শকের লিখিত এক খানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

অথ বঙ্কিমদাসেন প্রণম্য পরমেশ্বরীং।
বৈষম্যোদ্ধরণী কাব্যে ভারবীয়ে বিধীয়তে।।
ব্রহ্মাস্যগ্রহচন্দ্রশেখরমুখক্ষৌণীমিতে ভূপতেঃ

* কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যাপক ও সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় নৈষধচরিতের পূর্ব্বার্দ্ধের টীকা ভিন্ন, ভবভূতিঃ উত্তররামচরিত নাটকের, দণ্ডীর কাব্যদর্শন নামক অলঙ্কারগ্রন্থের এবং রাঘবপাণ্ডবীয় মহাকাব্যের টীকা রচনা করেন। রাঘবপাণ্ডবীয় নামক দ্ব্যর্থ কাব্য জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাসদ কবিরাজ পণ্ডিত কর্তৃক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত হয়। কাব্যদার্শের আরো দুই খানি টীকা আছে। প্রথম টীকা চন্দ্রিকা ত্রিসেন কৃত, দ্বিতীয় টীকা ত্রিশরণ ভট্ট তীম প্রণীত।

শাকে কার্ত্তিকসংজ্ঞকে শনিদিনে মাসে সিতায়াংতিথৌ।
অষ্টম্যাং লিখিতা সুবোধবিষমা টীকা মুদা ভারবেঃ।
শ্রীদামোদরশর্ম্মণা সুরবরং নত্বা হরিং কামদং॥

(২) গদসিংহের তত্ত্বচন্দ্রিকা। গদ সিংহ স্বীয় ভ্রাতা শ্রীসিংহের নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি এক জন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। ইনি প্রকাশবর্ষের কৃত ভারবির টীকার গ্রন্থারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন।

সন্তি প্রকাশবর্ষাদি টীকা অপি সুবিস্তরাঃ।
তথাপি লঘুবোধার্থং গদসিংহোঽকরোদিমাং॥

(৩) তৃতীয় টীকা মনোহর শর্ম্মার সুভাষিণী। এই টিকা রাজা মাণিক্যমল্লের তুষ্টিবিধানার্থে বিরচিত হয়।

নত্বা ভবানীচরণারবিন্দং
মনোহরেণ ক্রিয়তে বিচার্য্য।
মাণিক্য মল্লক্ষিতিপালতুষ্ট্যৈ
সুভাষিণী ভারবিকাব্যটীকা॥

(৪) ভারবির চতুর্থ টীকা প্রদীপিকা জৈনাচার্য্য দেববিজয়গণির শিষ্য ধর্ম্মবিজয়গণি রচিত। ১৭৬৬ শকের লিখিত এক খানি পুস্তক মুরসিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জাফরগঞ্জবাসী গোপাল দাস মোহন্তের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

বেচারাম ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তক আনন্দরঙ্গিনী কাব্য বিরচিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার চন্দননগরবাসী ছিলেন। এই কাব্যে চন্দননগর হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত জলপথে যাইতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গ্রাম নগরাদির বর্ণনা সহ কাশীধামের মাহাত্ম্য ও তত্রত্য তীর্থাদির পৌরাণিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই কাব্য আট সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার স্বয়ং সিদ্ধান্ততরী নামে ইহার টীকা রচনা করেন। গ্রন্থকার তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কাশীধামে গমন করিয়া ছিলেন বলিয়া গ্রন্থশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা বিষয়ে সৎকাব্যরত্নাকর, ভৈষজ্যরত্নাকর নামে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, সিদ্ধান্তমণিমঞ্জরী নামে জ্যোতিষ ও সিদ্ধান্তমনোরমা নাম্নী তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজারাম সিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যশ্চৈতন্যরহস্যমদ্ভুতরসং সৎকাব্যংরত্নাকরং
বৈদ্যানাং সুখহেতবেহতিবহুলং ভৈষজ্য রত্নাকরং।
তস্মাৎ শ্রীমণিমঞ্জরীং সুরুচিরাং নেপালভূপাজ্ঞয়া
শ্রীসিদ্ধান্তমনোরমাং সমকরোৎ টীকাং তথা জ্যোতিষি॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

# বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা।

## ( দশম প্রস্তাব। )

শূলপাণি ভট্টাচার্য্য—নবদ্বীপের সেন-বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সভাসদ বলিয়া পণ্ডিতকুলতিলক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বে শূলপাণির মত প্রামাণিক বলিয়া নানা স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন। শূলপাণির রচিত স্মৃতিগ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম স্মৃতি-বিবেক। তিনি প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ব্রত-কালবিবেক, দুর্গোৎসববিবেক, দত্তকনির্ণয়, যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি-গ্রন্থের টীকা মাত্র। পণ্ডিতপ্রবর ভরত-চন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত দত্তক শিরোমণি গ্রন্থে শূলপাণির দত্তকনির্ণয় মুদ্রিত হইয়াছে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—১৫৩৩ শকাব্দের লিখিত এক খানি শুদ্ধিবিবেক বর্ত্তমান আছে। ইঁহার প্রণীত হারলতা নামক স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

নারায়ণ শর্ম্মা—দায়ভাগের মতানুসারে দায়াদিনিরূপণ সম্বন্ধে ব্যবস্থাসার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পণ্ডিত লোহা-রাম শিরোরত্নের নিকট ১৭২০ শকের লিখিত একখানি পুস্তক বিদ্যমান আছে। এই নারায়ণই বোধ হয় মনুসংহিতার এক-খানি টীকা রচনা করেন। * নারায়ণ চক্র-বর্ত্তী গ্রহাদির দোষশান্তি বিষয়ে শান্তিক-তত্ত্বামৃত রচনা করেন।

নত্বা গোপীকান্তং মত্বাবিবিধমুনিবাক্যানি।
শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা শান্তিকতত্ত্বামৃতং তনুতে॥

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।—ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় ও পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র সমাদৃত অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব প্রণ-য়ন করেন। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব পূর্ব্বতন স্মার্ত্তাচর্য্যগণের গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়া তাঁহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিলুপ্ত করিয়া, বঙ্গদেশে স্বকীয় অপ্রতিহত

*নারায়ণ আচার্য্য জাত ব্যক্তির শুভাশুভ নির্ণয় সম্বন্ধে চমৎকারচিন্তামণি নামে পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। মালবদেশীয় ধর্ম্মেশ্বর দৈবজ্ঞ প্রণীত অন্বয়ার্থ প্রবোধ প্রদীপ নামে ইহার এক খানি টীকা আছে।

প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়াছে। বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই, যাঁহার গৃহে রঘুনন্দনের দুই চারি খানি স্মৃতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে না পাওয়া যাইবে। রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী স্মার্ত্ত আচার্য্যগণ তাঁহার মত অনুসরণ ও তদ্রচিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টচার্য্যের পুত্র বলিয়া স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি মলমাসতত্ত্বের প্রারম্ভে কি কি স্মৃতিতত্ত্ব লিখিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মলমাস ( মলিম্লুচ ) দায়ভাগ, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, উদ্বাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয়োৎসর্গ, ঋগ্বেদীয়—সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, ব্রত, দেবপ্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিক, কৃত্য, শূদ্রকৃত্য, মঠপ্রতিষ্ঠা, শ্রীপুরুষোত্তম, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী শ্রাদ্ধ—তত্ত্ব, সমুদয়ে এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব।* বোধ হয় রঘুনন্দনের পিতৃদেব হরিহরই সময়প্রদীপ নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টীয়াব্দে শ্রীরামপুরের বহুমানাস্পদ খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব দুই খণ্ডে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। এই মিসনরী মহোদয়গণের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষাই যে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার ন্যায় চির ঋণী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহাদের পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়কে শত শত ধন্যবাদ! অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব কলিকাতায় তৎপরে পুনরায় মুদ্রিত হয়। বটতলার সুবিখ্যাত বেণীমাধব দে মহাশয় বঙ্গাক্ষরে ইহার এক ভিন্ন সংস্করণ বাহির করেন।— কাশীরাম বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও শান্তিপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের দুই খানি টীকা প্রণয়ন করেন।

কাশীরাম বাচস্পতি আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ রামকৃষ্ণের পৌত্র ও সঙ্গীতচূড়ামণি রাধাবল্লভের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যং প্রাসূত সমস্তশাস্ত্রনিপুণঃ শ্রীরামকৃষ্ণাত্মজঃ
শ্রীরাধোত্তরবল্লভাখ্যসুকৃতী সঙ্গীতচূড়ামণিঃ।
তেন শ্রীকাশিরাম কৃতিনা যত্নেন নিষ্পাদিতা
টীকা নাতিসুশৃঙ্খলাপি কৃতিভিঃ সানুগ্রহৈ দৃশ্যতাম্॥
স্মৃতিশাস্ত্রাম্বুধৌ লীলাকৃতসেতুং জগদ্গুরুং।
বিদিতং ত্রিষু লোকেষু নমামি রঘুনন্দনং॥

রাধামোহন গোস্বামী— নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁহাদের সভাসদরূপে শান্তিদেবের অব্যবহিত পরসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

* টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি মলমাসতত্ত্বের টীকায় লিখিয়াছেন যে, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতিকারগণের পরস্পর বিরোধভঞ্জন পূর্ব্বক তথ্য নির্ণয় করাই রঘুনন্দনের উদ্দেশ্য ছিল।

"মীমাংসাদি নানা শাস্ত্রপারদৃশ্বা শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যঃ প্রাচীন বিচক্ষণগণ নানাবিধ ব্যাখ্যাজনিত সন্দেহস্য স্মৃতিশাস্ত্রস্য মুন্যন্তরবচন যুক্তিভ্যাং তত্ত্বং নির্ণীয় ইদানীন্তন সুখবোধায় নিবন্ধাংশ্চকার।"

রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব ভিন্ন সঙ্কল্পচন্দ্রিকা, রাসযাত্রাপদ্ধতি, ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব, ও দ্বাদশযাত্রাপ্রমাণতত্ত্ব নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিপুস্তিকা রচনা করেন। পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় রঘুনন্দনকে চৈতন্য

পুরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি পরম বৈষ্ণব ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের টীকা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বামৃত, কৃষ্ণভক্তিরসোদয়, ভাগবততত্ত্বসার, ও তত্ত্বসংগ্রহ রচনা করেন। রাধামোহন চৈতন্যদেবের প্রিয়তম শিষ্য ও সহচর অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বৈতবংশেন রাধামোহন শর্ম্মণা।
প্রণম্য রাধিকাকান্তং ক্রিয়তে তত্ত্বসংগ্রহং॥

হরিনারায়ণ শর্ম্মা—৩৬০ শ্লোকে শুদ্ধিতত্ত্ব-কারিকা রচনা করেন। ইহাতে রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বের জননমরণাশৌচবিধি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৭৬৭ শকে লিখিত এক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

রঘুনন্দন আচার্য্যচূড়ামণি—কলাপতত্ত্বার্ণব নামে সুপ্রসিদ্ধ কলাপ (কাতন্ত্র) ব্যাকরণের কৃদন্তপ্রক্রিয়ার টীকা রচনা করেন।

নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিতগণ মহারাজার আদেশানুসারে কৃত্যরাজ নামক শ্রৌত ও স্মার্ত্তবিধি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা শিবচন্দ্র ২৬০ শ্লোকে দেবীস্তুতি রচনা করিয়া স্বীয় ধর্ম্মানুরাগ ও বিদ্যাবত্তার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ নবদ্বীপের রাজা গিরীশচন্দ্রের সভায় রাজপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৭৮ শ্লোকে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বিষয়ে 'রথপদ্ধতি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম—নদীয়াজেলার অন্তর্গত উলাগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী শাণ্ডিল্য গোত্রজ কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব, স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ, সিদ্ধান্তার্ণব ও সৎকৃত্যমুক্তাবলী নামে চারি খানি গ্রন্থ রচনা করেন। স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব নামে স্মৃতিগ্রন্থ ১৫১৩ শকাব্দে রাজা রাঘবের আদেশে বিরচিত হয়। স্বত্বব্যবস্থার্ণব দায়াধিকার সম্বন্ধে ছয় পরিচ্ছেদে বিরচিত। বেদান্তবিষয়ক সিদ্ধার্ণব বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য অবলম্বনে বিরচিত হয়। রাজা কামদেবের আদেশক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গদ্যপদ্যময় সুবিস্তীর্ণ সৎকৃত্যমুক্তাবলী প্রণীত হয়। স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব অবলম্বনেই বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে—

তিথিসংক্রান্ত্যশৌচেষু দ্রব্যশুদ্ধধিকারিণোঃ।
প্রায়শ্চিত্তোদ্বাহদায়েষ্বপি বাচ্যোঽত্র নির্ণয়ঃ।
শাকেঽগ্নিমঙ্গলহরাস্যকলানিধানে
শ্রীরাঘবাবনিপতেবুধবৎসরস্য।
প্রীত্যর্থেমাশুরচিতোঽর্ণব এষ দায়—
ভাগব্যবস্থিতি ময়োঽষ্টম উত্তরার্দ্ধঃ॥
ইতি সকলহিতার্থং বন্দ্যবংশাবতংসঃ
কৃতবসতিরমুষ্মিন্ বিশ্রুতোলাসমাজে।
সকল মুনিমতে যং নির্ম্মমে সার্ব্বভৌমঃ
স খলু রুচির বন্ধো গ্রন্থরাজঃ সমাপ্তঃ॥

রঘুনাথভট্ট—গদ্যপদ্যময় আহ্নিকপদ্ধতি ও কালতত্ত্ববিবেচন নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকারের পিতার নাম মাধবভট্ট উপাধ্যায়, মাতার নাম ললিতা। নারায়ণ নামে তাঁহার এক পিতৃব্য ও বিশ্বেশ্বর নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিল। উপাধিদৃষ্টে তাঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়া অনুমান হয়।

পিতরং মাধবমম্বাং ললিতাংনারায়ণংপিতৃব্যঞ্চ।
সহজমথ বিশ্বনাথং গণপতি মাশারদাং নত্বা।

রামঞ্চ সীতয়োপেতং রঘুনাথেন রচ্যতে।
সম্রাটস্থপতিনা সম্যক্ কালতত্ত্ববিবেচনং॥ *

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী।—শ্রীধর যে শ্রুতিস্তুতি রচনা করে, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য প্রণীত শ্রুতিস্তুতিভাষ্যের টীকাকার। অমরকোষের সুবিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট টীকা ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি এই রঘুনাথ কর্ত্তৃক বিরচিত হয় কি না, বলিতে পারি না। নারায়ণ প্রণীত খণ্ডপ্রশস্তিকাব্যের টীকাকার এক রঘুনাথ। এই কাব্যে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও কল্কী এই দশাবতারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীনাথ ভট্ট—জয়রাম ভট্টের ঔরসে বারাণসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিচন্দ্রাচার্য্যপ্রণীত কবিচন্দ্রোদয় নামে কোষ কাব্যের পদার্থাদর্শ নাম্নী টীকা রচনা করেন।

কবিচন্দ্রোদয়ে কাব্যে গুরূণামুপদেশতঃ।
পদার্থাদর্শটীকেয়ং কাশীনাথেন তন্যতে॥

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য—১২০৭ শ্লোকে চারি পরিচ্ছেদে মন্ত্রপ্রদীপ নামে তন্ত্র রচনা করেন। লগ্নচন্দ্রিকা ও সংবৎসরপ্রকরণ নামে জ্যোতিষ গ্রন্থদ্বয় আর এক কাশীনাথ জ্যোতির্ব্বিৎ প্রণীত, ইদিলপুরবাসী কাশীনাথ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। নবদ্বীপের উক্ত সুপ্রসিদ্ধ মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই উৎসাহে গ্রন্থকার ১৭৩৭ শকে গদ্য পদ্যময় তারাভক্তি তরঙ্গিণী রচনা করেন। এই গ্রন্থ ছয় তরঙ্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম তরঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

তাং নত্বা বসতা মুদেদিলপুরং সজ্জন্মনা তারিণীং।
কাশীনাথ-ধরামরেণ কবিনা সন্ত্রস্তনিবারিণীং॥
তারাভক্তিতরঙ্গিণী বিরচিতা ধীমন্মনোহারিণী
তস্যাং ষষ্ঠতরঙ্গপূর্ণমভবৎ কীনাশভীহারিণীং॥
সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থো মুনি-গিরিশনেতাম্বুধিরসা
প্রমাণেঽস্মিন্নব্দে গতবতি সমাপ্তিং নরপতেঃ।

*　　*　　*　　*

দুর্গাদাস বিদ্যাবাচস্পতি—বোপদেবের সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস গুরুপাদুকাস্তোত্রের টীকা রচনা করেন। কবিকল্পদ্রুম নামক বোপদেবকৃত ধাতুপাঠের ধাতুদীপিকা নাম্নী ব্যাখ্যাও এই দুর্গাদাস বিরচিত।

---

* স্মৃতিতত্ত্ব ও ত্রিংশৎশ্লোকবিবরণ নামে গ্রন্থদ্বয় এক রঘুনাথ ভট্ট প্রণীত। ১৬৯৯ শকে স্মৃতিতত্ত্ব বিরচিত হয়। শেষোক্ত স্মৃতিগ্রন্থে জন্মমরণাদি জনিত অশৌচাদি বিনির্ণীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উপাধি বাজপেয়যাজী। শম্ভুভট্ট 'ত্রিংশৎশ্লোক সারোদ্ধার' নামে ইহার টীকা রচনা করেন।

রঘুনাথকৃত-ত্রিংশচ্ছ্লোক ব্যাখ্যানুসারতঃ।
শম্ভুরাশৌচবিষয়ং লিখত্যনতিবিস্তরং॥

রুদ্রভট্ট তনয় রঘুনাথ যাজ্ঞিক বৈদিক দ্বাদশাহযাগের অঙ্গীভূত অচ্ছাবাক্ প্রয়োগ নামে প্রাতঃস্মরণাদির অনুষ্ঠানবিধি বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশশতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্য রঘুনাথ ভট্ট ত্রয়োবিংশতি সর্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ে গোবিন্দলীলামৃত রচনা করেন। গোবিন্দলীলামৃতে ৩৮৪টী অনুষ্টুভ্ শ্লোক পরিমাণ শ্লোক বিদ্যমান আছে।

কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽয়ং রজনীবিলাসবলিতঃপূর্ণস্ত্রয়োবিংশতিঃ॥

কার্ত্তিকেয় সিদ্ধান্ত প্রণীত একখানি মুগ্ধবোধের টীকা আছে।

কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য মুগ্ধবোধটিপ্পনী নামে টিকা এবং মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট রচনা করেন। নন্দকিশোর প্রণীত মুগ্ধবোধের পরিশিষ্টও বিদ্যমান আছে।

কুমারহট্টনিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র গঙ্গাধর 'সেতু সংগ্রহ' নামে মুগ্ধবোধের ব্যাখ্যা রচনা করেন।

গঙ্গাধরঃ শিবং নত্বা কুরুতে সেতুসংগ্রহং।
দুর্গম্যমুগ্ধবোধাখ্যসরিৎসন্তরণার্থিনাং ॥

পূর্ব্বোক্ত টীকাকার চতুষ্টয় ভিন্ন রাম তর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভদ্র, বল্লভাচার্য্য, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, দয়ারাম বাচস্পতি, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, ভোলানাথ মিশ্র, ও গোবিন্দরাম মুগ্ধবোধের টীকা প্রণয়ন করেন।*

শ্রীপতি দত্ত—সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কাতন্ত্র নামে যে সুপ্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণ রচনা করেন, দুর্গসিংহ তাহার কাতন্ত্রবৃত্তি নামে ভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন দুর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তিটীকাও কাতন্ত্রচন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন। কলাপব্যাকরণ কাতন্ত্র বা কৌমার ব্যাকরণ নামেও আখ্যাত। শ্রীপতি দত্ত কাতন্ত্রপরিশিষ্ট রচনা করিয়া কলাপ ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতার নিরাকরণ করেন। কুলচন্দ্র প্রণীত দুর্গাবাক্যপ্রবোধ ও রামনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত কাতন্ত্র বৃত্তিবোধ দুর্গাসিংহের কাতন্ত্রবৃত্তির টীকাস্বরূপে রচিত হয়।

---

* মুগ্ধবোধপ্রণেতা বোপদেব দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেবগিরির (দৌলতাবাদ) অধীশ্বর মহাদেবের সভাসদ ছিলেন। চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি নামক অতি বিস্তীর্ণ ও সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ-প্রণেতা হেমাদ্রি দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। বোপদেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কেশব চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। বোপদেব ধনেশের শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রাগুক্ত মুগ্ধবোধ ভিন্ন কবিকল্পদ্রুম নামে ধাতুপাঠ ও তট্টীকা, কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ, শতশ্লোকচন্দ্রিকা, ভাগবতপুরাণ অবলম্বনে হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংসপ্রিয়া নামে গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করেন। তিনি কবিকল্পদ্রুমের প্রারম্ভে ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃষ্ণ, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্দিক বৈয়াকরণের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ এত সংক্ষেপে নির্ম্মিত যে পাণিনির সমুদয় সূত্রের মর্ম্ম বোপদেব ১১১ সূত্রে ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ততার জন্য মুগ্ধবোধের সূত্র শ্রুতিকঠোর, দুরুচ্চার্য্য, ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ব্যাকরণের সমস্ত উদাহরণ বিষ্ণুনামঘটিত করিয়াছেন।

গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসংকীর্ত্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চন মুগ্ধবোধাদলভ্যতেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ॥

বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্-কেশব-সূনুনা।
হেমাদ্রি বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥

মন্ত্রীবর হেমাদ্রি এই মুক্তাফল নামে ভাগবতপুরাণের সারসংগ্রহের যে টীকা রচনা করেন, তাহার প্রারম্ভে স্বীয় সুহৃৎ বোপদেবের গ্রন্থাবলীর গণনায় লিখিয়াছেন যে, বোপদেব ব্যাকরণ সম্বন্ধে ১০, চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ে ৯, সাহিত্যবিষয়ক ৩, ভাগবততত্ত্ববিষয়ে ৩, ও তিথিনির্ণয় নামে একখানি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ,
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽথ, তিথিনির্দ্ধারার্থ মেকোঽদ্ভুতঃ।
সাহিত্যে ত্রয় এব, ভগবত্তত্ত্বোক্তিবিধৌ চ ভুঃ
অন্তর্বাণিশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কেন লোকোত্তরাঃ॥

ত্রিলোচন দাস দুর্গসিংহের কাতন্ত্রবৃত্তির পঞ্জিকা নাম্নী টীকা লেখেন। সুষেণ আচার্য্য ত্রিলোচনদাসের কাতন্ত্রবৃত্তি পঞ্জিকার টীকা রচনা করেন। গোপীনাথ শ্রীপতি দত্ত কৃত কলাপ পরিশিষ্টের কাতন্ত্রপ্রবোধ নামে টীকা প্রণেতা। রঘুনাথ আচার্য্য-শিরোমণি কাতন্ত্র ব্যাকরণের কৃৎপ্রকরণের কলাপতত্ত্বার্ণব নামে টীকা রচনা করেন। কুপ্পল (কুশল) কৃত কাতন্ত্রপঞ্জিকা প্রদীপ ত্রিলোচন দাসের কাতন্ত্রপঞ্জিকার টীকা মাত্র। গোপীনাথের কাতন্ত্র প্রবোধভিন্ন স্বরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত কাতন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাকর নামে শ্রীপতি দত্তের কাতন্ত্রপরিশিষ্টের আরও একখানি টীকা আছে। রহস নন্দী কাতন্ত্রের ষট্‌কারক সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন।

পুরুষোত্তম দেব—একোচ্চারণবিশিষ্ট বিভিন্নাকার শব্দের দ্বিরূপকোষ নামে শব্দমালা ৮০ শ্লোকে প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত জকারভেদ, সকারভেদ, কারকচক্র, একাক্ষরকোষ, হারাবলী কোষ বিদ্যমান আছে। কারকচক্রে সপ্ত বিভক্তির অর্থাদি নির্ণীত হইয়াছে। একাক্ষর কোষ চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে বহুবিধ অর্থদ্যোতক একাক্ষরী শব্দের তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে।* হারাবলী ৩১৫ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে নানার্থদ্যোতক শব্দের অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে। হারাবলী গ্রন্থকারের দ্বাদশবর্ষ অধ্যয়নের ফল। তিনি স্বীয় গুরু ধৃতিসিংহ অতিথির পরামর্শে ও পণ্ডিত জনমেজয়ের সাহায্যে দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়নান্তর এই হারাবলী অভিধান রচনা করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেদিনী কোষ প্রণেতা মেদিনীকরের নির্দ্দেশানুসারে এই মাত্র অনুমিত হয় যে, পুরুষোত্তম বিশ্বকোষকারের পূর্ব্ববর্ত্তী কোষপ্রণেতা। সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক উইলসন্ (H. H. Wilson) দশম কি একাদশ শতাব্দীতে পুরুষোত্তম প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধান পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয় ত্রিকাণ্ডশেষাদি কোষের সহিত একাক্ষর ও হারাবলী কোষ বাঙ্গালা অক্ষরে ঢাকায় প্রকাশ করেন। কলিকাতায় শ্রীযুত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক হারাবলী সংস্কৃত অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন।

রামেশ্বর শর্ম্মা—শব্দার্ণবাদি কোষ অবলম্বন পূর্ব্বক ১৩৬৫ শ্লোকে শব্দমালা নামে অভিধান রচনা করেন।

জগদীশং হরিং নত্বা শ্রীরামেশ্বর শর্ম্মণা।
শব্দার্ণবাদিকোষোক্তা শব্দমালা বিতন্যতে॥

নারায়ণ দাস কবিরাজ—ছয় পরিচ্ছেদে রাজবল্লভ বা দ্রব্যগুণ নামে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে সমস্ত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

প্রভাত-প্রাহ্ন-মধ্যাহ্নাপরাহ্নরজনীভবাঃ।
ইতি পঞ্চ পরিচ্ছেদাঃ ষষ্ঠোঽপ্যত্রৌষধাশ্রয়ং॥

শ্রীনারায়ণ দাসেন কবিরাজেন ধীমতা।
প্রতিসংস্ক্রিয়তে দ্রব্যগুণোঽয়ং রাজবল্লভঃ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র—সুবিখ্যাত সেনবংশীয় ক্ষত্রিয়নৃপতিকুলতিলক বল্লালসেন কুলীনগণের গুণানুযায়ী কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন

* একাক্ষরকোষের সর্ব্বাংশে সদৃশ শ্রীনন্দন ভট্টাচার্য্যরচিত বর্ণাভিধান ও বিশ্বশম্ভু প্রণীত একাক্ষরমালিকা অভিধান বিদ্যমান আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে ৫১১ টী শ্লোক আছে।

করেন। ধ্রুবানন্দ প্রণীত মহাবংশাবলী ও মিশ্রগ্রন্থদ্বয়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩৬১ ও ১৭৬৩ শকের লিখিত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকদ্বয় কৃষ্ণনগরবাসী পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট বিদ্যমান আছে। ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা নামক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের রচিত গ্রন্থের টীকাকার হরিনদী গ্রামবাসী গোপাল শর্ম্মার নাম ইতিপূর্ব্বে সপ্তম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৭৩ শকের লিখিত ধ্রুবানন্দ মত-ব্যাখ্যা উক্ত লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

রামসুন্দর বিদ্যাবাগীশ—১৭৪৭ শকে সপ্ত পরিচ্ছেদে বস্তুতত্ত্ব রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শাকে সপ্তযুগাদ্রিচন্দ্রগণিতে, মাসে মাঘৌ,
বাসরে সূর্য্যস্যে ২, মহেশদিব্যনগরে,
কৃষ্ণে দশম্যান্তিথৌ।

*　　*　　*　　*

গ্রন্থোহয়ং শুভদঃ শুভো বহুমতঃ প্রাতঃ
সমাপ্তিংগতঃ॥

রামসুন্দরের এই গ্রন্থ কাশীধামে অবস্থান কালে বিরচিত হয়।

রামতোষণ শর্ম্মা—১৭৪৩ শকে গ্রন্থকার প্রণীত প্রাণতোষিণী নামে তন্ত্রসংগ্রহ খড়দহের জমীদার বিদ্যোৎসাহী প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে ও উৎসাহে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ইহা নানা তন্ত্রের সংগ্রহ মাত্র। গ্রন্থের নাম এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তদ্দারা গ্রন্থকার ও তাঁহার আশ্রয়দাতার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

## বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা (১১শ প্রস্তাব)।

মধুসূদন সরস্বতী—অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থকার। তিনি বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত বহুতর গ্রন্থের টীকা বিদ্যমান আছে। এই সকল গ্রন্থে তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কথিত আছে, তাঁহার জন্মস্থান বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার কোনও গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় আপনাকে মধুসূদনের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। মধুসূদনের

চিত ভাগবত-টীকা, ( ভগবদ্ ) গীতাগূঢ়ার্থ-
পিকা, আত্মবোধ-টীকা, সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিন্দু
দশ শ্লোকী-টীকা ), অদ্বৈতসিদ্ধি, ভক্তি-
ায়ন, সংক্ষেপ শারীরিক ভাষ্য ও বেদান্ত-
লতা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন
ধরস্বামী, অর্জ্জুন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য,
ানন্দতীর্থ, শঙ্করানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহা-
াজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা
রিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। মধু-
দন ও শ্রীধর সরস্বতীর শিষ্য পুরুষোত্তম
াগুক্ত সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুর 'বিন্দুসন্দীপন'
ামে টীকা রচনা করেন।

শ্রীরামং মুহুরানম্য বক্তি শ্রীপুরুষোত্তম।
সিদ্ধান্তবিন্দৌ তত্ত্বার্থসাধকাং কিমপিস্ফুটং॥

রঘুনাথ সম্রাটস্থপতি—তিথিতত্ত্বাদি
িষয়ে "কালতত্ত্ব বিবেচন" নামে গদ্যময়
ৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি রাম
 সীতার উপাসক ছিলেন। তাঁহার
পতার নাম মাধব, মাতার নাম ললিতা,
পিতৃব্যের নাম নারায়ণ, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
াম বিশ্বনাথ।

পিতরং মাধবং, অম্বাং ললিতাং, নারায়ণং
পিতৃব্যঞ্চ।
াহজমথ বিশ্বনাথং, গণপতিমী শারদাং নত্বা॥
ামঞ্চ সীতয়োপেতং রঘুনাথেন রচ্যতে।
ম্রাটস্থপতিনা সম্যক কালতত্ত্ববিবেচনং॥

রঘুদেব তর্কালঙ্কার—'নিশ্চয়ত্ব নিরুক্তি'
ামে ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা
করেন। তাঁহার অপর কোনও পরিচয়
জানা যায় নাই। অপর এক রঘুদেব
রোগীর পথ্যাপথ্য বিষয়ে বৈদ্যক শাস্ত্রীয়
গ্রন্থ রচনা করেন।

বেণীদত্ত যাজ্ঞিক—জগজ্জীবনের পুত্র
এবং নীলকণ্ঠ যাজ্ঞিকের পৌত্র। তিনি
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই
পঞ্চ তত্ত্বের নিরূপক "পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশ"
নামে অভিধান গদ্যে রচনা করেন।
১৭০১ শকে লিখিত এই অভিধানের এক
খানি প্রতিলিপি এসিয়াটিক সোসাইটীর
পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে। গ্রন্থকার
মীরমীর (?) সুতের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা
করেন।

জয় নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—অতি
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া
ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহার
রচিত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ ছিল। দেব-
নাথ তর্কপঞ্চানন জয় নারায়ণের সম সাম-
য়িক নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিক। এই উভয়
পণ্ডিতরত্নের বিরচিত অলঙ্কার গ্রন্থ অব-
লম্বনে কৃত কাব্য প্রকাশে নির্ণীত একষষ্ঠি
অর্থালঙ্কার বিষয়ে একখান গ্রন্থ পাওয়া
গিয়াছে।

ভট্ট নারায়ণ—অষ্টচত্বাবিংশৎ সংস্কার
সম্বন্ধে "প্রয়োগরত্ন" নামে স্মৃতি গ্রন্থ
কাশীধামে অবস্থিতি কালে রচনা করেন।
ইঁহার পিতার ভট্ট রামেশ্বর সূরি। ইনি
"বেণীসংহার নাটক" প্রণেতা ভট্ট নারায়ণ
হইতে নিঃসন্দেহ পৃথক্ ব্যক্তি। ১৭৪৭
শকে লিখিত এই পদ্যগদ্যময় বিস্তীর্ণ
পুস্তকের প্রতিলিপি কলিকাতা এসিয়াটিক
সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হই-
তেছে।

ভট্ট-রামেশ্বর-সুতো ভট্টনারায়ণঃ সুধীঃ।
প্রয়োগরত্নং কুরুতে কাশ্যাং শিষ্টৈস্তুষ্টয়ে॥

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত—"সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা"
নামে বৈদান্তিক ব্রত প্রতিপাদক পদ্য গ্রন্থ
রচনা করেন। তিতি রাধাকৃষ্ণ বেদান্ত-
বাগীশ ও রামকৃষ্ণ মিশ্রের নিকট শিক্ষা

লাভ করেন। রামভদ্র যতীর শিষ্য রাম সন্ন্যসী (?) কৃত 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা' নামে আর একখানি গ্রন্থ ডাক্তার হল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণবেদান্তবাগীশেন চ শিক্ষিতঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণমিশ্রেণ বৃহস্পতিসমেন চ॥
বিপ্রঃ শ্রীশিবচন্দ্রাখ্যঃ তৌ নত্বা তন্নুতেস্মরণ।
গুরুকল্পিতসিদ্ধান্তনামা সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাং॥

তাঁহার টীকাকারের মতে শিবচন্দ্রের পিতার নাম রামকিশোর।

রাজারাম ভট্ট—মীমাংসক সোমেশ্বরের পুত্র রাজারাম বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠেয় আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে ১৭৮২ সংবতে "আচার কৌমুদী" রচনা করেন। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

—কেশবেন্দ্র স্বামী-রচিত "হরিসাধন চন্দ্রিকায়" বৈষ্ণবদিগের যথা বিহিত কর্ত্ত-ব্যাদির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—ভগবদ্গীতার 'গীতা-ভূষণভাষ্য" নামে টীকা রচনা করেন। মুকুন্দদাস প্রণীত "গীতাভাবার্থপ্রদীপিকা" নামে আরও একখানি ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে।*

শ্রীমদ্‌গীতাভূষণ নাম ভাষ্যং
যত্নাদ্ বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণং।
শ্রীগোবিন্দ প্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ
কারুণ্যাদ্রাঃ সাধবঃ শোধয়ধ্বং॥

রায় রামশঙ্কর—"সারাৎসার সংগ্রহ" নামে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে প্রায় নয় হাজার অনুষ্টুভ্ শ্লোক আছে। ইহা সর্ব্ববিধরূপে কৃষ্ণানন্দ বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ "তন্ত্রসারে"র সদৃ

অনুপ নারায়ণ তর্ক শিরোমণি—মহ বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্তসূত্রের অর্থ শঙ্কর "সমঞ্জসা বৃত্তি' নামে ভাষ্য রচনা করেন বেদান্তসূত্রের অর্থ শঙ্করাচার্য্য বিরচি "শারীরক ভাষ্য' দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়

ঢাকাবাসী গোবর্দ্ধনলাল গোস্বামীর পু রাধারমণ দাস গোস্বামী ১৭৭০ শকে 'শারী রক সূত্রার্থ সংগ্রহ" নামে ভাষ্য রচন করেন।

শ্রীরাধারমণং নত্বা শ্রীরাধারমণদাসকঃ।
ব্রহ্মসূত্রপ্রবেশায় কুর্ব্বেঃ সূত্রার্থসংগ্রহং॥

প্রিয়দাস—"ভাগবতপ্রকাশ" নাম ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থে ভাগবত পুরাণের তাৎপ সঙ্কলন করেন। গ্রন্থকার পরম ভ বৈষ্ণব ছিলেন। মন্ত্রীবর হেমাদ্রির পরি তুষ্টির নিমিত্ত বোপদেব "ভাগবতস্কন্ধা নিরূপণ" রচনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥

জগদানন্দ—"কৃত্যকৌমুদী" না স্মৃতিগ্রন্থ গদ্যে রচনা করেন।

নত্বা দিনপতিং পুংসাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং।
ধীবঃ শ্রীজগদানন্দো নির্ম্মমে কৃত্যকৌমুদীং

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—১৮৯৩ সংবতে আশ্বিন মাসে পদ্য গদ্যময় "বাক্যপদী নামে ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহা ছ অধ্যায়ে বিভক্ত।

গঙ্গাধর শর্ম্মা—বোপদেবের রচি সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সার "ব্যা রণসংগ্রহ" নামে সংগৃহীত করেন।

দুর্ব্বোধ-মুগ্ধবোধস্য সুখবোধায় সংগ্রহং।
তনোতি সংপ্রণম্যেশং দীনো গঙ্গাধরোদ্বিজ

গদাধর তর্কাচার্য্য—মার্কণ্ডেয় পুরাণে

---

* শ্রীমুকুন্দং নমস্কৃত্য তদ্দাসেন বিনির্ম্মিতা।
গীতায়াঃ শাস্ত্রসারায়াঃ ভাবার্থস্য প্রদীপিকা॥

ন্তর্গত পবিত্র চণ্ডীর (দেবীমাহাত্ম্য) এক
নি টীকা রচনা করেন। একনাথ ভট্টের
অম্বয়ার্থ প্রকাশিকা' শিবভট্ট তনয়
গোজীর 'সপ্তসতী ব্যাখ্যান,' এবং গৌরী
র শর্ম্মার রচিত 'বিদ্বন্মনোরমা' নামে
ণ্ডীর আরও তিন খানি টীকা বিদ্যমান
াছে।

শ্রীনন্দন ভট্টাচার্য্য—'বর্ণাভিধান' নামে
নপঞ্চাশৎ বর্ণমালার নানার্থপ্রতিপাদক
ভিধান রচনা করেন।

ভোলানাথ শর্ম্মা—সুবিস্তীর্ণ "বৈষ্ণবা-
ত" রচনা করেন। ইহাতে বৈষ্ণবের ষট্-
র্ম্মবিধি, গুরুশিষ্যের লক্ষণ, দীক্ষার তাৎ-
র্য্য ও আবশ্যকতা, হরিনাম-গ্রহণ-বিধি
প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—"তুলসী
ন্দ্রিকা' নামে বৈষ্ণবদিগের সম্মানিত
গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থে তুলসী, বিল্ব
ফল ও আমলকীর উৎপত্তি, ব্যবহার ও
াহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। অহিংসাময়
বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত আছে।

রামানন্দ শর্ম্মা—প্রণীত "শূদ্রকুল-
দীপিকা' নামে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।
শূদ্রদিগের বংশাবলী এই গ্রন্থে সবিশেষ
বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রিয়তেঽতিপ্রযত্নেন শূদ্রানাং কুলদীপিকা।
শিষ্যাণাং প্রতিবোধায় শ্রীরামানন্দশর্ম্মণা॥

ন্যায়বাগীশ—"কাব্যচন্দ্রিকা" নামে
অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার
পিতার উপাধি বিদ্যানিধি। পিতা পুত্র
উভয়ের কি কি নাম ছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার
কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিদ্যানিধিতনুজেন ন্যায়বাগীশধীমতা।
গুণালঙ্কারদোষাখ্যা ক্রিয়তে কাব্যচন্দ্রিকা॥

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য—"সিদ্ধান্তদীপ"
নামে নৈয়ায়িক গ্রন্থ রচনা করেন। 'শুদ্ধি-
কৌমুদী' নামে স্মৃতিগ্রন্থও বোধ হয়
এই মহেশ্বরেরই প্রণীত। তাহাতে অশৌচ
ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দময়ীং নত্বা শ্রীমহেশ্বরশর্ম্মণা।
ক্রিয়তে সুখবোধায় রম্যেয়ং শুদ্ধিকৌমুদী॥

রামজীবন তর্কবাগীশ—পুষ্পদন্ত নামা
গন্ধর্ব্ব স্বকীয় শাপমোচনার্থ মহাদেবের স্তুতি
করেন বলিয়া উপাখ্যান প্রচলিত আছে।
সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনোহর শিবস্তোত্র,
"মহিম্নস্তব' নামে সুপ্রসিদ্ধ। মেঘদূতের
টীকাকার হরগোবিন্দ বাচস্পতি "বৈষ্ণবী"
নামে বিষ্ণুপক্ষীয় ব্যাখ্যা রচনা করেন।
রামজীবন ১৬৭৮ শকে শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্য
মহিম্নস্তবের ব্যাখ্যা করিয়া অশেষ পাণ্ডি-
ত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শিবং প্রণম্য দেবেশং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং।
পুষ্পদন্তসমুদ্গীতং স্তবকাঠিণ্যবিস্তরে॥
শৈব-বৈষ্ণব-সৌরাণাং পরমাহ্লাদকারকং।
ব্যাখ্যাত্রয়ং প্রবক্ষ্যামি বিনিশ্চিত্য বিভাব্য চ।

ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার—"স্মৃতিচন্দ্র"
নামে স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা
শ্রাদ্ধাদি নানা ভাগে বিভক্ত।

প্রণম্য দেবীশপদারবিন্দং
সতাং কৃতে শ্রীভবদেব শর্ম্মা।
প্রকাশতে শ্রীস্মৃতিচন্দ্রবিম্বাৎ
শ্রাদ্ধীং কলাং পঞ্চমভাগরূপাং॥

রামদেব ন্যায়লঙ্কার—রামায়ণোক্ত ভগ-
বান্ রামচন্দ্রের বিবাহ ও বনবাস প্রভৃতি
বিষয় অবলম্বনে "রামগুণাকর" কাব্য
রচনা করেন।

রামেশ্বর শর্ম্মা—শব্দার্ণবাদি সংস্কৃত-
কোষ অবলম্বনে "শব্দমালা" নামে অভি-

ধান সঙ্কলন করেন। তিনি উনাদি সূত্রোক্ত শব্দসমূহের নানার্থবাচক একখানি কোষও রচনা করেন।

জগদীশং হরিং নত্বা শ্রীরামেশ্বরশর্ম্মণা।
শব্দার্ণবাদিকোষোক্তা শব্দমালা বিতন্যতে॥
ভগবান্ পাণিনি যানি ফণিকাত্যায়নাদয়ঃ।
উজ্জগু স্তানি রূপাণি তন্যন্তে রামশর্ম্মণা॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—চৈত্রমাসের সংক্রান্তি দিনে অনুষ্ঠেয় শিবযাত্রা (চড়কপূজা) সম্বন্ধে "কৃত্যচন্দ্রিকা" নামে গদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। হনুমানের মাহাত্ম্য বিষয়ক "হনুমদষ্টক" নামে গ্রন্থ, প্রহেলিকাশ্লেষাদিময় "বাগ্ভূষণ" নামে দেবগণের স্তোত্রমালা ও তাহার ব্যাখ্যা এই রামচন্দ্র প্রণীত কিনা, বলিতে পারি না। রামচন্দ্র যজ্বা প্রণীত ১৬৮২ শকাব্দে লিখিত সুবিস্তীর্ণ স্মৃতিগ্রন্থ "সময় প্রকাশ" পাওয়া গিয়াছে।

রামচন্দ্র বাচস্পতি—"সুবোধিনী" নামে ভট্টিকাব্যের ব্যাখ্যা রচনা করেন।

রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ—"পুরাণার্থ প্রকাশক" নামে গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ষড়দর্শনের বিভিন্ন মত ও তৎসমালোচনা পুরাতন রাজবংশাদির পৌরাণিক বিবরণ সহ প্রদত্ত হইয়াছে। ১৫৪০ শকে রাধাকান্ত কর্ত্তৃক "সংক্রান্তি-কৌমুদী" বিরচিত হয়।

গোবিন্দচরণদ্বন্দ্বং নত্বা ধ্যাত্বা গুরোঃ পদং।
সংক্রান্তিকৌমুদী যত্নাৎ বাগীশেন বিতন্যতে॥

কল্যধর সেন—সুপ্রসিদ্ধ খণ্ডকাব্য অমরুশতকের শৃঙ্গার ও শান্তি, এই উভয় বিষয়ক তাৎপর্য্য প্রকাশ করেন। তাঁহার 'জ্ঞানানন্দ' উপাধি ছিল। শান্তি পক্ষে অমরুশতকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, গ্রন্থকার সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইয়া বরং উপহাসাস্পদ হইয়াছেন।

কেশব শর্ম্মা—গদ্যে তিথি নক্ষত্রাদির শুদ্ধাশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে "স্মৃতিসার" নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।* অপর এক কেশব 'ন্যায় তরঙ্গিণী' নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা অনুমানাদি নানা পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

গোবিন্দরাম শর্ম্মা—'ত্রিপুরাশরসমুচ্চয়'— ও গঙ্গাসহস্রনাম' নামক তন্ত্র গ্রন্থদ্বয়ের, এবং মহাকবি কালিদাসের বিরচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্যের ধীররঞ্জিকা নামে টীকা রচনা করেন।

প্রজাপতি দাস—বরাহসূত্রাদি জ্যোতিষ গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি 'গ্রন্থসংগ্রহ' প্রণয়ন করেন। বিবিধ বিষয়ক এই গ্রন্থে সাতটী অধ্যায় আছে। গ্রন্থকার বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের শেষে তিনি 'খনার বচন' সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

বিভাকর আচার্য্য—'প্রশ্নকৌমুদী' নামে প্রশ্ন গণনা বিষয়ে এক গ্রন্থ লিখেন। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

শ্রীধর ভট্ট—'পদার্থপ্রবেশ' বা 'পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহ নামক বৈশেষিকদর্শনের "ন্যায়-কন্দলী' নামে ব্যাখ্যা পাণ্ডুদাসের অনুরোধ

* দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীর তীরস্থিত পুণ্যস্তম্ব গ্রামনিবাসী লৌগাক্ষি কুলোৎপন্ন অনন্তের পুত্র কেশব, বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদের উপাখ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক "নৃসিংহচম্পূ" প্রণয়ন করেন।
শ্রীলৌগাক্ষিকুলারবিন্দতরণির্ধ্যান্দি নাম্ন যাবনু
মীমাংসাযুগতন্ত্র তর্কচতুরঃ সাহিত্যরত্নাকরঃ।
কাব্যং শ্রীনৃহরেঃ করোতি সুকৃতী গোদাতট প্রল্লসৎ
পুণ্যস্তম্ব নিবাসী কেশব স্তুতানন্তাত্মজঃ কেশবঃ॥
আর এক কেশব "প্রদীপ" নামে বহুতর স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি সম্ভবতঃ মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপ্রণীত আচার, কৃত্য, শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত প্রদীপ বিদ্যমান আছে।

ক্রমে রচনা করেন। ইনি জগদানন্দের পৌত্র ও বলদেবের পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দক্ষিণ-পাড়ায় ভূরিসৃষ্টি গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল।

শ্রীপাণ্ডুদাস যাচিত ভট্টশ্রীধরেণেয়ং।
সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশ ন্যায়কন্দলী টীকা।

গঙ্গাধর ভট্ট—বাৎস্যগোত্রজ সদাশিবের পুত্র ও বীরেশ্বর ভট্ট অগ্নিহোত্রীর পৌত্র। ইনি মহীধর প্রণীত'মন্ত্রমহোদধি' নামক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থের 'মন্ত্রবল্লরী' নাম্নী ব্যাখ্যা রচনা করেন। অপর এক গঙ্গাধর রচিত 'প্রতিষ্ঠা নির্ণয়' নামে স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

সদাশিবতনুজন্মা বৎসর্ষিকুলসম্ভবঃ।
গঙ্গাধর ইতি খ্যাতো ভগবদ্ভক্তিকিঙ্করঃ।
উক্তিযুক্তি বিশেষেণ কুর্ব্বেহহং মন্ত্রবল্লরী॥

লক্ষ্মী নারায়ণ—গদ্য পদ্যে 'লঘুসংগ্রহ' নামে জ্যোতিবগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রমানাথ বিদ্যাবাচস্পতি—"প্রয়োগদর্পণ" নামে প্রত্যহানুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য বিষয়ে স্মৃতিগ্রন্থ গদ্যপদ্যে রচনা করেন।

চতুর্ভুজ আচার্য্য—১৬৩২ শকে গদ্য পদ্যময় 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' রচনা করেন। উলা নিবাসী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালা গ্রন্থ এই মূল অবলম্বনে রচিত হওয়া বিচিত্র নহে।

নত্বা ভগবতীং গঙ্গাং গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনীং।
শ্রীমচ্চতুর্ভুজাচার্য্য স্তনোতি বুধতুষ্টয়ে॥

পুরুষোত্তম দাস—১৭০২ শকে গদ্যপদ্যে 'বৈরাগ্যচন্দ্রিকা" নামে বৈষ্ণবদিগের প্রিয় গ্রন্থ রচনা করেন।

গুরুণাং পদযুগলকমলভ্রমরায়িতঃ।
বৈরাগ্যচন্দ্রিকাং চক্রে দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ

মিথিলানিবাসী পুরুষোত্তম মিশ্র "সঙ্গীত নারায়ণ" নামে সুবিস্তীর্ণ সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শম্ভুদেব—"প্রশস্তিপ্রকাশিকা" নামে গদ্যপদ্যময় সংস্কৃত পত্রলিখনপ্রণালী রচনা করেন।

প্রশস্তিপ্রকাশিকা দিব্যা শম্ভুদেবেন লিখ্যতে
সর্ব্বেষামুপকারায় লেখনায় চ ধীমতাং॥

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা—রামশর্ম্মার পুত্র গ্রন্থকার গদ্যপদ্যে "ব্যবস্থাদর্পণ ও প্রায়শ্চিত্তৌঘসার" নামে দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭০৩ শকের লিখিত একখানি ব্যবস্থাদর্পন পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীরামং পিতরংনত্বা শ্রীমদানন্দশর্ম্মণা।
ক্রিয়তে বালবোধায় ব্যবস্থাদর্পণঃ শুভঃ॥

রামকান্ত—ইঁহার ও কাত্যায়নীর পুত্র অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার "একজটাপটল" নামে তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রঙ্গপুর জিলার কোনও গ্রামবাসী।

কাত্যায়নী নখরচন্দ্রচকোরচিত্তঃ
শ্রীরামকান্ত-তনয়ো ব্যতনোৎশিবস্য।
তন্ত্রং বিলোক্য বহুধৈকজটাখ্যকল্পং
শ্রীতারিণীবিষয়সংশয়নাশকং বৈ॥

প্রাণকৃষ্ণ—গদ্যপদ্যে "জাতমার্ত্তণ্ড" নামে জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

আলোক্য বিবিধং গ্রন্থং প্রাণকৃষ্ণেণ ধীমতা
জাতমার্ত্তণ্ডমাখ্যাতং ক্রিয়তে গ্রন্থসংগ্রহঃ॥

বংশধর শর্ম্মা—গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের শব্দ চিন্তামণির অন্তর্গত 'বিধিস্বরূপবিচার' নামক অংশের "বিধিবাদ" নামে ব্যাখ্যান রচনা করেন।

সরস্বতীং নমস্কৃত্য শ্রীবংশধর শর্ম্মণা।
বালানাং সুখবোধায় বিধিবাদো বিতন্যতে।

বিশ্বনাথ সিংহ—ইনি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সবিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

রামচন্দ্রের সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক তিনি "সর্ব্ব সিদ্ধান্ত" নামে বেদান্তমতের অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেন।

লোকনাথ চক্রবর্ত্তী—কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস বিরচিত অলঙ্কার কৌস্তুভের টীকাকার এই লোকনাথ বাল্মীকীয় রামায়ণের "মনোহরা" নাম্নী টীকা রচনা করেন। রামানুজ আচার্য্য বিরচিত রামায়ণের টীকা অতি প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট। নারায়ণ তীর্থের শিষ্য মহেশ্বর তীর্থ "রামায়ণতত্ত্বদীপিকা" নামে যে টীকা রচনা করেন, তাহা এক্ষণেও বিদ্যমান আছে।

কবিকর্ণপূর পরমানন্দ দাস সেন—তিনি বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গৌরাঙ্গদেবের নিজের ও তদীয় ভক্তগণের জন্মাদির বিবরণ বিষয়ে যে "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" রচনা করেন, তাহাতে গ্রন্থকার এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গগণোদ্দেশ দীপিকা রচিতা ময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দ-সন্দোহভক্তবেশ্মনি॥

পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ভিন্ন পরমানন্দের রচিত "চমৎকারচন্দ্রিকা" ও "আচার্য্যশতক" নামে গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

১৬৮১ শকাব্দের হস্তলিখিত এক খানি অলঙ্কার কৌস্তুভ শান্তিপুরের পণ্ডিত কালিদাস বিদ্যাবাগীশের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ইহা দশটী কিরণে বিভক্ত।

শ্রীমতঃ কর্ণপূরস্য চরণাবনিশং ভজে।
নির্ম্মিতঃ কৃষ্ণকণ্ঠার্হো যেনালঙ্কারকৌস্তুভঃ॥
মাধবে চ সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং গুরোর্দিনে।
শশিবসুঋতুকৃষ্ণাখ্যা-সংখ্যে সংবৎসরাগতে।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ১৪৯৫ শকে কবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—রূপ ও জীব গোস্বামীর বিরচিত কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ততা সাধন করিয়া, বৈষ্ণবভক্তদিগের বহু আয়াসের লাঘবতা সম্পাদন করেন। গ্রন্থকারের কবিরাজ উপাধি ছিল। চৈতন্যভক্ত সম্প্রদায়ের চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ, এই তিন প্রভু—রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ও গোপাল ভট্ট, এবং রঘুনাথ দাস এই ছয় গোড়ীয় গোস্বামী ভিন্ন আট জন কবিরাজ ও চৌষট্টি জন মোহন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাসের ন্যায়, বিশ্বনাথেরও প্রাগুক্ত অষ্ট কবিরাজের অন্যতম হওয়া অসম্ভব নহে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' 'ভাগবতামৃত' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি অবলম্বনে "ভক্তিরসামৃতবিন্দু কিরণ," "উজ্জ্বল নীলমণি" ও ভাগবতামৃত-কণালেশ" সঙ্কলন করেন। "ভাগবতামৃত" অবলম্বন পূর্ব্বক জীব গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস একত্রিত হইয়া ভাগবতামৃতকণা রচনা করেন। বিশ্বনাথের "উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ" অবলম্বনে জনৈক তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণব গ্রন্থকার "উজ্জ্বনীলমণিকিরণলেশ" নামক সংক্ষিপ্ততর গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। গৌরাঙ্গস্মরণৈকাদশকে বিশ্বনাথ চৈতন্যদেবের স্তুতি করিয়াছেন।

জীবগোস্বামী—ভাগবতষট্সন্দর্ভ ও বৈষ্ণবতোষিণী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণস্তবমালা, ভক্তিসিদ্ধান্ত, হরিনামামৃত নামে ব্যাকরণ ও সারসংগ্রহ নামে গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
যো বিলেখয়ত স্তত্ত্বজ্ঞাপিকাং পুস্তিকামিমাং॥
শ্রীলরূপকবীন্দ্রস্য পাদপদ্মমহার্নিশং।
স্ফুরতাং মানসে সম্যক্ মম মন্দস্য তুর্ম্মতেঃ॥

জীব গোস্বামী স্বরচিত বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থের সমাপ্তি কালে স্বীয় বংশাবলীর যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সহিত ভক্তমালে প্রদত্ত বিবরণের বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভরদ্বাজ কুল জাত বেদবিৎ কর্ণাট-রাজ অনিরুদ্ধের সুকীর্ত্তিমান তনয় অনিরুদ্ধ দেবের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শাস্ত্রজ্ঞানে ও কনিষ্ঠ হরিহর শাস্ত্র বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। বৃদ্ধ বয়সে অনিরুদ্ধ বৃন্দাবন গমন কালে, তিনি স্বকীয় কর্ণাটরাজ্য দুই পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। রূপেশ্বর কনিষ্ঠ হরিহর কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, সপত্নীক পৌরাস্ত্যদেশীয় রাজা শিখরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহন করেন। তথায় রূপেশ্বরের পুত্র সুপণ্ডিত ও কৃষ্ণভক্ত পদ্মনাভ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরবর্ত্তী নরহট্ট নামক স্থানে যাইয়া বসতি করেন। পদ্ম-নাভের পাঁচপুত্রের মধ্যে মুকুন্দ সর্ব্বকনিষ্ঠ। মুকুন্দের পুত্র কুমার শত্রু কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমারের পুত্র মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভ সুপ্রসিদ্ধ। বল্লভ গঙ্গার পবিত্র সলিলে তনু ত্যাগ করেন। রূপ ও সনাতন অতুল ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের অধিপতি হইয়াও সংসারের সুখ ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, ( বাঙ্গালার নবাবের অধীনস্থ বেহার প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রাহক ও তদ্বিধ বহুমানাস্পদ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ) কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, চৈতন্য-দেবের আদেশে বৃন্দাবনে গমন ও অব-স্থিতি করেন। প্রথিত আছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের রূপ ধারণ পূর্ব্বক ইঁহাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন। মথুরা ও বৃন্দাবন-স্থিত বহুতর গুপ্ততীর্থ ইঁহাদের যত্নে আবি-স্কৃত হয়। প্রবাদ আছে যে, বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব ও মদনমোহনের উৎকৃষ্ট মন্দিরদ্বয় তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।*

রূপগোস্বামী—চতুর্থ প্রস্তাবে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ভিন্ন তিনি নাটকচন্দ্রিকা, গঙ্গা-ষ্টক, চৈতন্যাষ্টক, ব্রজবিলাসস্তব, গৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু, উপদেশামৃত ও সটীক ব্রহ্ম-সংহিতা রচনা করেন। ব্রহ্মসংহিতায় তিনি এইরূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ন্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভানুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥

চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে রূপ ও সনাতন গোস্বামী চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বিদগ্ধ-মাধবে লিখিত আছে যে, রূপ গোস্বামী এই নাটক ১৪৪৭ শকাব্দে ( চৈতন্যদেবের পর-লোক প্রাপ্তির ৮ বৎসর পূর্ব্বে ) রচনা করেন। ১৪৬৩ শকাব্দে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গোকুলবাসী রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক বির-চিত হয়।†

* গোবিন্দদেবের মন্দিরে ১৫১২ শকাব্দের লিখিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, পৃথু-রাওর কুলজাত মানসিংহ সেই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

† বাঙ্গালা ভাষার রূপগোস্বামীর 'কড়চা,' ও রিপুদমন বিষয়ে 'রাগময়কোণ,' সনাতন গোস্বা-মীর কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক 'রসময়কলিকা,' বৃন্দাবন দাস কৃত 'চৈতন্যভাগবত' লোচন দাস 'চৈতন্য-মঙ্গল,' কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতা-মৃত,' লালদাস কৃত 'উপাসনাচন্দ্রামৃত,' নরোত্তম দাস রচিত 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' রাধামাধব কৃত 'পাষণ্ডদলন,' দৈবকী নন্দন কৃত 'বৈষ্ণব বর্দ্ধন,' গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির

রামাঙ্কশক্রগণিতে শাকে গোকুল মধিষ্ঠিতেনায়ং।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ—"ভজনামৃত" ও "শ্রীস্মরণদর্পণ" নামে দুইখানি বৈষ্ণবদিগের আদরণীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—"চৈতন্যচরিতামৃত" স্বরূপ বর্ণন, অদ্বৈত সূত্রকরচা, ও "গোপী প্রেমামৃত" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৫৩৭ শাকে "চৈতন্য চরিতামৃত" চৈতন্যদেবের শিষ্য মুরারিগুপ্তের "আদিলীলা" ও দামোদরের "শেষলীলা" অবলম্বনে বিরচিত হয়।

দেবকীনন্দন কবিরাজ—"বৈষ্ণবাভিধান" গ্রন্থে ভক্ত ও অনুচরগণের নাম ও উপাধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমুদয় ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবই নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সদাশিব কবিরাজ গোস্বামী—"বিলক্ষণ চতুর্দ্দশক" নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ হইতে চৈতন্যদেবের বিভিন্নতা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অভিরাম গোস্বামী—"গঙ্গাদেবী স্তোত্র" নামক গ্রন্থে চৈতন্য দেবের প্রিয়তম ভক্ত ও সহচর অবধূত নিত্যানন্দের ধর্ম্মশীলা তনয়া গঙ্গাদেবীর সবিশেষ প্রশংসাবাদ বর্ণন করিয়াছেন! এই সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ রূপগোস্বামী "গঙ্গাষ্টক' রচনা করেন। "স্তবমালা" নামক গ্রন্থে বিভিন্ন বৈষ্ণব কবিরচিত স্তোত্রাদি নানাবিষয়িনী কবিতা ও খণ্ড কাব্য একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রূপগোস্বামীর চৈতন্যাষ্টক, ব্রজবিলাস স্তব, গৌরাঙ্গস্তব কল্পতরু,—রাধাকুণ্ডাষ্টক, রাধিকাষ্টক, নবাষ্টক, মুকুন্দাষ্টক, নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টক, অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক, দাননিবর্ত্তন কুণ্ডাষ্টক, গোবর্দ্ধন শ্রয়দশক, গোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনা দশক, স্বনিয়ম দশক, উৎকণ্ঠা দশক, মনঃশিক্ষৈকা দশক, যুগলস্তোত্র, প্রেমপূর স্তোত্র, রাধিকাষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্র, প্রেমাম্ভোজ মকরন্দ স্তোত্র, স্বসঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্র, আকাঙ্ক্ষা স্তোত্র, গোপালরাজ স্তোত্র, মদনগোপাল স্তোত্র, বিশাখানন্দন স্তোত্র, ব্রজনবযুগ স্তোত্র, বিলাপ কুসুমাঞ্জলি, এবং রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুমকেলি—এই সংগ্রহে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৬৯৫ শকে মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থি তিথিতে পরিসমাপ্ত হয়।

বাণগ্রহরসক্ষ্মাভি র্মিতে শাকে রবে র্দিনে।
মাঘে সিতচতুর্থ্যাং তু, লিখিতৈষা স্তবাবলী॥

"শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" নামে মহাকাব্য বিংশতি সর্গে ১৭৬২ শাকে সটীক বিরচিত হয়। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই।

---

প্রণীত "কৃষ্ণকীর্ত্তন" বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা ভাষায় আদ্যোপান্ত লিখিত হইলেও, গ্রন্থোক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ মধ্যে মধ্যে ভাগবত পুরাণ, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণের চরিত্র এবং চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের মত ও অনুষ্ঠানের বহুতর বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অনুমান করেন যে, ১৪৭০ শকে বৃন্দাবনের "চৈতন্য ভাগবত," ১৫১০ শকে কৃষ্ণদাসের "চৈতন্যচরিতামৃত" বিরচিত হয়। ব্রাহ্মণজাতীয় বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের শিষ্য ও সহচর কুমারহট্টবাসী শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নারায়ণী নাম্নী কন্যার গর্ব্ভে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যজাতীয় কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে রূপসনাতন ও রঘুনাথ দাসের আশ্রয়ে তাহাদের শিষ্যরূপে অবস্থানকালে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়া থাকিবেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাটোয়ার সন্নিহিত ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাসের আদি বাসস্থান ছিল।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অতি বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বিল্বমঙ্গল গোস্বামী—"গোবিন্দ স্তোত্র" ও "বিল্বমঙ্গল" নামক গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম মাহাত্ম্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যালঙ্কার উপাধিধারী জনৈক গ্রন্থকার "বিল্বমঙ্গল" গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

বিদ্যাভূষণ—উপাধিধারী জনৈক বঙ্গীয় গ্রন্থকার "ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী" গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি সপ্ত পরিচ্ছদে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ ভণিতং হরিচরিতং চিৎসুখাত্মকং হ্যেতৎ।
পরিণীতং শুকমুনিনা সদ্ভিঃ স্যেবং স্বরূপমিব॥

রঘুনাথ ভট্ট—রূপ সনাতনের সখা ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ছিলেন। তিনি ত্রয়োবিংশতি সর্গে নানাবিধ রসভাব সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা "গোবিন্দলীলামৃত" নামক সুবিস্তীর্ণ মহা কাব্যে বর্ণনা করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব কালে বর্ত্তমান ছিলেন।

কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে।
সর্গোঽয়ং রজনীবিলাসবলিতঃ পূর্ণস্ত্রয়োবিংশতি॥

রঘুনাথ দাস—বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ও মানশিক্ষা ভিন্ন গদ্যপদ্যময় সারাৎসার তত্ত্বসংগ্রহ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ছয় বিবেকে বিভক্ত। পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় কি কারণে তাঁহাকে ব্রাহ্মণজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিতে পারি না।

গোপাল ভট্ট—"হরিভক্তি বিলাস" ভিন্ন "ভগবদ্ভক্তি-বিলাস" রচনা করেন। সনাতন গোস্বামীর প্রণীত "হরিভক্তি বিলাস" এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সনাতনের কৃত "সিদ্ধান্তসার" নামে আরও একখানি গ্রন্থ আছে।

চৈতন্যদেব—১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অবতার চৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। চৈতন্য চন্দ্রোদয় গ্রন্থে লিখিত আছে—

শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে।
গৌর হরি ধরণিমণ্ডলে প্রাবিরাসীৎ॥

প্রথিত আছে, চৈতন্যদেব প্রেমামৃত ও গোপালচরিত নামে দুই খানি চম্পূকাব্য, এবং রাধারসমঞ্জরী নামক খণ্ডকাব্য রচনা করেন। শেষোক্ত কাব্যে রাধার অনুপম রূপ ও নিকুঞ্জাভিসার বর্ণিত হইয়াছে। 'চৈতন্যকল্প' ও অগ্নিসংহিতা নামক চৈতন্য দেবের আবির্ভূত কালের পরবর্ত্তী সময়ে বিরচিত গ্রন্থদ্বয়ে চৈতন্যের দেবত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। চৈতন্যকল্প ব্রহ্মযামল তন্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া কথিত আছে। চৈতন্যদেবের অবতারত্ব বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ রামানন্দ তীর্থ স্বামী 'প্রেমভক্তি স্তোত্র' রচনা করেন।

দামোদর—"ভক্তিচন্দ্রিকা" নামে বৈষ্ণবদিগের আদরণীয় গ্রন্থ রচনা করেন। অনিরুদ্ধ প্রণীত "ভগবত্তত্ত্বমঞ্জরী" নামে আরও একখানি গদ্যপদ্যময় বৈষ্ণব গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

জগদীশং হরিং নত্বা সচ্ছিনানন্দবিগ্রহং।
অনিরুদ্ধশ্চকারেমাং ভগবত্তত্ত্বমঞ্জরীং॥

নিত্যানন্দ বংশীয় নবদ্বীপবাসী জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত "অদ্ভুত সারসংগ্রহ" নামে দিব্য, নাভস ও ভৌম উৎপাতাদি শান্তি বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

রামানন্দ তীর্থ স্বামী—বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি সাধনে সবিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বরচিত "প্রেমভক্তিস্তোত্রের" টীকায় নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ক বহুতর প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আনন্দকুসুম, অদ্বৈতরহস্য, অধ্যাত্মসার, যথার্থমঞ্জরী, প্রাগুদ্ধার সংগ্রহ, তত্ত্বসূত্ররত্ন নামক বিকৃতি সহিত তত্ত্বসূত্র, অদ্বৈতনির্ণয় সংগ্রহ, শাক্ত সর্ব্বস্ব ও বিচারাক-সংগ্রহ নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ধ্যাত্বা গুরুপদদ্বন্দ্বং আলোক্যানেক পুস্তকং।
রামানন্দোঽদ্বন্দ্বনাশী বিচারার্কং করোম্যহং।

"বাশিষ্ঠীয় গূঢ়ার্থ" নামে টীকা সহ "বাশিষ্ঠ-সার" নামে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সার সংগ্রহ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যের "চণ্ডীবিবরণ" নামে সার সংগ্রহ, শান্তিসন্দর্ভ ও শান্তিশতক সংগ্রহ নামে শিহ্লন কৃত শান্তিশতকের তাৎপর্য্যার্থ,—ভাগবত সংগ্রহ, ভাগবততত্ত্ব সংগ্রহ, ভাগবত মঞ্জরী, বেদস্তুতিলঘুপায়, ভাবার্থদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা সংগ্রহ, দীপিকা প্রকরণ ক্রম সংগ্রহ নামে ভাগবত পুরাণের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক সাতখানি তাৎপর্য্য গ্রন্থ,— নানা দেবদেবীর স্তুতিপূর্ণ নাম সংগ্রহ ও সহস্র নাম মালা কলা, মহাকাল সংহিতোক্ত কাদি সহস্র নাম কলা নামক কালীস্তুতি, বিষ্ণু সহস্র নাম টীকা, অঙ্কসংজ্ঞা ও রাজ-ভূষণী নামে তীর্থস্বামী প্রণীত গ্রন্থাবলী পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বহুতর কোষ-কার প্রণীত অভিধান অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি "কোমলকোষ" নামে যে অভিধান সঙ্কলন করেন, নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ন্যায়রত্নের নিকট ১৬৫২ শকাব্দে লিখিত তাহার একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

রামানন্দ এইরূপে এই কোষ পরি-সমাপ্ত করিয়া, স্বকীয় পূর্ব্ববর্ত্তী কোষকার-গণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বোপালিতো রন্তিদেবো রত্নকোষশ্চ ভাগুরিঃ।
পোলো বররুচী রুদ্রোঽমরদত্তো দ্বিরূপকৃৎ॥
গোবর্দ্ধনো রত্নমালা বিশ্বকোষো হলায়ুধঃ।
শব্দার্ণবঃ শব্দমালানেকার্থধ্বনিমঞ্জরী॥
নানার্থশব্দকোষশ্চ হড্ডচন্দ্রশ্চ শাশ্বতঃ।
শুভাঙ্গো রভসঃ সিংহো নানার্থধ্বনিমঞ্জরী॥
গঙ্গাধরোঽজয়ো ব্যাড়ী ধরণী হারকাবলী।
ততঃ কোমলকোষস্তু জাতো যতিবিরোচিতঃ॥

কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন—নবদ্বীপের কাব্য-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত মহোদয় ১৭৯৫ শকাব্দে "সৎকাব্যকল্পদ্রুমের" দুই খণ্ডে নানাবিষয়িণী কবিতা একত্র সংগ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সংগ্রহকার স্বরচিত কবিতাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গলা, হিন্দী, পারসী ও হিন্দী ইংরাজী বিমিশ্রিত বাঙ্গালা কবিতাও দৃষ্ট হয়।

ধ্যাত্বা শঙ্করপাদপদ্মযুগলং প্রাচীনপদ্যাবলীঃ
সংগৃহ্য, স্বকৃতং তথা সুকবিতাবৃন্দং সদানন্দদং
সাহিত্যার্ণবরত্নাবাজিসদৃশং শ্রীকৃষ্ণকান্তঃ কবি,
ধীরাভীষ্টফলপ্রদং প্রতনুতে সৎকাব্য-কল্পদ্রুমং

রামচন্দ্র কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি ও চরিত্র বিষয়ে "রাধাবিনোদ" কাব্যারচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম পুরুষোত্তম। গ্রন্থকার পরম বৈষ্ণব অনুপ্রাস-প্রিয় কবি ছিলেন।

রামচন্দ্র-কবিনা বিনোদঃ, পুরুষোত্তমসুতেন
সুতেন।
রাধিকাহৃদয়শোকদমাসীৎ, রাধিকাহৃদয়শো-
কদমাদরাৎ॥

গ্রন্থকার রচিত টীকা ভিন্ন, বৈদ্যনাথের পুত্র ত্রিলোকনাথ তর্কচূড়ামণি প্রণীত 'ব্যাখ্যাসুধা,' ও রঙ্গনাথের পুত্র নারায়ণ প্রণীত 'রাধাবিনোদ ব্যাখ্যা', বিদ্যমান আছে। নারায়ণের কৃত টীকা ১৮২৮ সংবতের আশ্বিন মাসে সমাপ্ত হয়।

শ্রীমৎ ত্রিলোকনাথেন বৈদ্যনাথাঙ্গজন্মনা।
রাধাবিনোদকাব্যস্য ব্যাখ্যাসুধা বিতন্যতে॥
রঙ্গনাথাঙ্গজভুবা নারায়ণ মনীষিণা।
রাধাবিনোদকাব্যস্য ব্যাখ্যা বিখ্যাপরিষ্যতে॥

রামকান্ত কবি—বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক বিংশতি সর্গে "রামলীলোদয়" নামে সুবিস্তীর্ণ মহাকাব্য রচনা করেন। গ্রন্থকারের পিতার নাম বাণেশ্বর। ১৭৮০ শকাব্দের লিখিত এক খানি পুস্তক হুগলীর অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্বরত্নের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

ধীরশ্রীযুতরামকান্তকৃতিনা স্বর্গাপবর্গার্থিনা।
পাঠাভ্যাসবিচারমজ্জনমনো মোদং সমাকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রীবাণেশ্বরসূনুনা বিরচিতে শ্রীরামলীলোদয়ে
কাব্যে, বিংশতিরীরিতোঽতিরুচিরো রামাভিষেকাভিধঃ॥

চক্রপাণি দত্ত—"চিকিৎসা সার সংগ্রহ" "শব্দচন্দ্রিকা," ও "চরক তাৎপর্য্য দীপিকা" প্রণয়ন করেন। শব্দচন্দ্রিকায় তিনি অমরকোষ ও শব্দার্ণব অভিধানের নাম প্রমাণ স্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নানায়ুর্ব্বেদবিখ্যাত-সদ্বৈদ্যচক্রপাণিনা।
ক্রিয়তে সংগ্রহো গূঢ়বাক্যবোধকরাক্ষরঃ॥
দেবং প্রণম্য হেরম্বং বৈদ্যশ্রীচক্রপাণিনা।
ভৈষজ্যশব্দবোধায় ক্রিয়তে শব্দচন্দ্রিকা॥

মালঞ্চী গ্রামবাসী শিবদাস সেন চিকিৎসার সংগ্রহের "তত্বচন্দ্রিকা" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। অনন্ত, উদ্ধরণ, লক্ষীধর কাকুৎস্থ, ও সঙ্গু সেন শিবদাসের উত্তরোত্তর পূর্ব্বপুরুষ। সঙ্গু সেন শিখরেশ্বরের সভায় বৈদ্যরাজরূপে অবস্থিতি করিতেন।

আসীৎ সভায়াং শিখরেশ্বরস্য
লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ কিল সাঙ্গুসেনঃ।
বগীবিলাসং কবিসার্ব্বভৌমং
বিজিত্য যঃ প্রাপ যশোঽনুরাগং॥
কাকুৎস্থসেন স্তনয় স্ততোঽভূৎ
ততোঽপি লক্ষীধরসেন নামা।
তস্মাদভূদুদ্ধরণ স্তনূজ
স্তস্মাদনন্ত স্তনয়োঽথ জজ্ঞে॥
মালঞ্চিগ্রামনিবাসভূমে গৌড়াবলী... ...
... ...চক্রদত্তটীকামিমাং শ্রীশিবদাসসেনঃ॥*

বৈদ্যনাথ শর্ম্মা—"সপ্তমসপ্তমে" (?) শাকে "কাব্যরসাবলী" নামে সুপ্রসিদ্ধ ঘটকর্পর বিরচিত যমক কাব্যের টীকা রচনা করেন। গ্রন্থকার সর্ব্বেশ্বর তর্ক সিদ্ধান্তের পুত্র ও শম্ভুনাথ ন্যায় পঞ্চাননের পৌত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

---

*চক্রপাণি দত্তকে ডাক্তরহান্টার, উড়িয়া গ্রন্থকারগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতিরেকে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁহাকে বাঙ্গালার পালবংশীয় রাজা জয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৈলাস বাবু "চণ্ড কৌষিক নাটক" প্রণেতা ক্ষেমীশ্বরকেও গৌড়েশ্বর মহীপালের সভাসদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে কৈলাস বাবুর কোনও মত বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। মম্মট ভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্মীরবাসী আলঙ্কারিক অভিনব গুপ্তের শিষ্য রাজনক ক্ষেমরাজ প্রণীত "ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়" নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

ষটকর্পরকাব্যস্থ টীকা কাব্যরসাবলী।
কবীনাং কাব্যশীলানাং সম্মুদে ক্রিয়তে ময়া।
দ্বিজশ্রীবৈদ্যনাথেন তর্কসিদ্ধান্তসূনুনা ॥

সুবল চন্দ্র আচার্য্য—বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা পরিশোভিত রাধার রূপ শোভাদি "রাটাসৌন্দর্য্য মঞ্জরী" কাব্যে বর্ণনা করিছেন।

রামকান্ত বাচস্পতি—"শান্তিব্যাখ্যাতরঙ্গিণী" তামে শান্তিশতক মামক উৎকৃষ্ট খণ্ড কাব্যের টীকা রচনা করেন। "রত্নমালা নামে শান্তিশতকের আরও একখানি টীকা বর্ত্তমান আছে। গ্রন্থকার চট্টোপাধ্যায় বংশীয় লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়বাগীশের পুত্র ছিলেন। ১৬৬৩ শকাব্দে লিখিত একখানি "শান্তিব্যাখ্যাতরঙ্গিণী" রঙ্গপুর জিলার অন্তঃপাতী ইঠাকুমারী গ্রামবাসী বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মীকান্ত• দ্বিজগুরুশিরোরত্নজুষ্টাঙ্ঘ্রি যুগ্মং
ভট্টাচার্য্যং সপাদি বহুশঃ পূর্ব্বনক্ষাস্থরারিং।
নত্বা তাতং কিমপি কুতুকান্ন্যায়বাগীশসূনু
ব্যাখ্যাং শান্তিপ্রমুখশতকে রামকান্তস্তনোতি ॥

কালীপ্রসাদ শর্ম্মা—"ভক্তিদূতী" নামে ভক্তিরসাশ্রিত ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন।

শ্রীমান কালীপ্রসাদো দ্বিজকুলবরজো মুক্তিকান্তাভিলাষী
ভক্তিং দূতীং হিতজ্ঞাং রচয়িত চতুরাং চারুশীলাং মনোজ্ঞাং ॥

সুন্দর দেব বৈদ্য—একবিংশতি সর্গে "রামসুন্দর" মহাকাব্য রচনা করেন। গ্রন্থকারের পিতার নাম গোবিন্দ দেব। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কাশ্যপ গোত্রজাত দ্বিজবর বলিয়া গ্রন্থ শেষে পরিচয় দিয়াছেন। রাধা কৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন ছলে সুকবি গ্রন্থকার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত অলঙ্কার গুলির প্রয়োগ বিশদরূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যেমন ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী পদ প্রয়োগ সম্বন্ধে ভট্টিকাব্য, সেইরূপ অলঙ্কারের প্রয়োগ প্রদর্শন এই কাব্য সবিশেষ উপযোগী। ১৭৬২ সংবতের লিখিত এক খানি পুস্তক কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে বিদ্যমান আছে।

শ্রীমৎকাশ্যপগোত্রপাবনজনে দেবোপনাম্নো ভিষগ্
গোবিন্দাত্মজসুন্দরস্য মুরজিৎ শ্রীরাস লীলোত্তমে।
কাব্যেঽগাৎ গুণভূষণাঞ্জনরস প্রায়োতিসর্গঃ শুভঃ ॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

# বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা।

## ( দ্বাদশ প্রস্তাব )

আনন্দ চন্দ্র*—গদ্যপদ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রীয় পুস্তক অবলম্বনে "প্রায়শ্চিত্তৌঘসার" রচনা করেন। এই সুবিস্তীর্ণ স্মৃতিগ্রন্থে পাপানুষ্ঠানের দোষ প্রশমনার্থ হিন্দুমাত্রের করণীয় বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে সবিস্তৃতরূপে বিধি ব্যবস্থা ও বচনপ্রমাণ নিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি রঙ্গপুর জিলায় কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রণম্য পার্ব্বতীনাথং প্রায়শ্চিত্তৌঘসারকং।
আনন্দচন্দ্রো বিপ্রেন্দ্রঃ কুরুতে বালবোধকং॥

রামকান্ত-তনয়—এই অজ্ঞাতনামা তান্ত্রিক গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গদ্যপদ্যে ষোড়শ পটলে "আগমসংগ্রহ" নামে তন্ত্রশাস্ত্রীয় সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণীত হয়। ইহা কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের কৃত সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের ন্যায় বহুবিধ তন্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে আবির্ভূত হন বলিয়া অনুমান হয়। ইহাঁর পিতার নাম রামকান্ত এবং মাতার নাম কাত্যায়নী।

কাত্যায়নী-নখর-চন্দ্র-চকোর-চিত্তঃ
শ্রীরামকান্ততনয়ো ব্যতশেৎ শিবস্য।

ভবানন্দ শর্ম্মা—গদ্যপদ্যে "প্রায়শ্চিত্ত-বারিধি" নামে স্মৃতিসংগ্রহ প্রণয়ন করেন।

---

* "ব্যবস্থাদর্পণ নামে স্মৃতিসংগ্রহ বোধ হয় এই আনন্দ শর্ম্মাই রচনা করিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থ ১৭০৩ শকাব্দে বিরচিত হয়। এই আনন্দ শর্ম্মার পিতার নাম রাম শর্ম্মা।

শ্রীরামং পিতরং নত্বা শ্রীমদানন্দ শর্ম্মণা।
ক্রিয়তে বালবোধায় ব্যবস্থাদর্পণং শুভঃ॥

অপর এক আনন্দ প্রণীত "কারকানন্দ" নামে একখানি বাদার্থ গ্রন্থ মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত সপ্তকারকের অর্থ বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ রঙ্গপুর জিলার অন্তঃপাতী কোনও গ্রামে গ্রন্থকারের বাসস্থল ছিল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনীয়ার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমীদার রাজা শম্ভুচন্দ্র ও মহিমারঞ্জন রায়ের সভাপণ্ডিত থাকিয়া বহুতর কাব্য রচনা করে। এই সুকবি ও সহৃদয় গ্রন্থকার হয়ত এখনও বর্ত্তমান আছেন। তিনি দেবী-শতক, সূর্য্যশতক, শিবকুসুমাঞ্জলী, সপ্তসতী-কাব্য, বিক্রমভারত, কৌমার কাব্য, হেমো-দ্বাহকৌমুদী, আনন্দচম্পূকাব্য, শুদ্ধিস্মৃতি, ব্যবস্থাসেতু এবং বঙ্গেতিহাস রচনা করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ "চণ্ডী" অবলম্বনে দ্বাদশ সর্গে সপ্তসতী কাব্য বিরচিত হয়। সূর্য্য, শ্যামা ও শিবের ভক্তিগর্ভ মধুর স্তোত্র, যথাক্রমে সূর্য্যশতক, দেবীশতক ও শিবকুসুমাঞ্জলীতে নানাছন্দে লিপিবদ্ধ রহি-য়াছে। বঙ্গেতিহাসে গদ্যে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার আর কখনও চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কাকিনীয়ার বর্ত্তমান অধিপতি রাজা মহিমা-রঞ্জন রায়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতার বিবা উপলক্ষে চারি সর্গে 'হেমোদ্বাহকৌমুদী' বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বিক্রম-ভারতে ভুবনবিখ্যাত উজ্জয়িনীর অধীশ্বর রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার সভাসদ নব-রত্নের বিশেষ উপন্যাসমূলক বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে মহাদেবের মাহাত্ম্য ও বহুবিধ তীর্থস্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কাকিনীয়ার পূর্ব্বতন বিদ্যোৎসাহী রাজা শম্ভুচন্দ্র রায় মহাভারতের অনুকরণে ৯৬ অধ্যায়ে স্বীয় সভাপণ্ডিতগণের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের দ্বারা রচনা করাইয়া নিজ নামে জনসমাজে প্রচারিত করিয়া থাকিবেন।

শ্রীশম্ভুচন্দ্রনৃপতে হৃদয়ারবিন্দে
যৎ যন্নিগৃহিতমভূদিতিহাসবৃত্তং।
প্রেঙ্খীয়মানমধুনা মম বুদ্ধিযোগাৎ॥

ধনী লোকের বহুতর অর্থব্যয়ে অপরের প্রাপ্য যশঃ হরণপূর্ব্বক জনসমাজে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হওয়ার চেষ্টা বঙ্গদেশে এই নূতন নহে। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম, কালীপ্রসন্ন সিংহের ও বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের উক্তি সপ্র-মাণ করিয়া দিতেছে। যে সকল মাননীয় পণ্ডিত দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি সঙ্কলন ও অনু-বাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম সাহিত্য সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়া নিতান্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। প্রচারকের নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত

---

* এই গ্রন্থের ভূমিকায় বহুতর আড়ম্বর সহ-কারে তারাচরণ কবিরত্ন (কলিকাতা), শ্রীরাজ কুমার ন্যায়রত্ন (বরিশাল), শ্রীজগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ (বিক্রমপুর), শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীমহেশচন্দ্র তর্ক চূড়ামণি (দিনাজপুর)—এই কয়জন সুকবি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের রচিত কোনও কাব্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কেবল শেষোক্ত পণ্ডিতের রচিত 'কাব্য পেটিকা' নামে ক্ষুদ্রায়তন খণ্ডকাব্য আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থকার হইতে নানাবিষয়িনী কতি-পয় কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

গ্রন্থকার বা অনুবাদকের নাম জনসমাজে প্রচারিত হওয়া কি সঙ্গত নহে?

'শুদ্ধিস্মৃতি' শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ও 'ব্যবস্থা-সেতু' গৃহস্থ ব্যক্তিরা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্মৃতি গ্রন্থ। ১৭৭১ শকাব্দে 'ব্যবস্থা সেতু' লিখিত হয়।

প্রণম্য পরমাত্মনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
ঈশ্বরেণ সেতুঃ সম্যক্ ব্যবস্থায়া বিতন্যতে।।
নত্বা শৈলসুতাসুতস্য চরণৌ বম্নোঘনাশৌ শুভৌ শাকে চন্দ্র-সমুদ্র-সপ্ত-শশি-মে কর্কো-টকে পূষণি।
শ্রীযুক্তেশ্বর শর্ম্ম রচিতং নানাব্যবস্থান্বিতং
সেতুং প্রব্যলিখন্ মুদা পরময়া শ্রীশ্রীপ্রসাদো দ্বিজঃ।।

জগবন্ধু শর্ম্মা—কাকিনীয়ার রাজা শম্ভুচন্দ্রের আদেশে 'আরব্যযামিনী' নামে সুপ্রসিদ্ধ আরব্যউপন্যাস সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

পুরুষোত্তম দাস—১৭০২ শকাব্দে বৈষ্ণবদিগের উপদেশার্থ 'বৈরাগ্যচন্দ্রিকা' রচনা করেন। ইহাতে সংসারের অনিত্যতা ও সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

গুরুণাং পাদযুগল কমল ভ্রমরায়িতঃ।
বৈরাগ্যচন্দ্রিকাং চক্রে দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।।

পুরুষোত্তম দেব—'কারক চক্র' নামক ব্যাকরণে কারকের স্বরূপ ও সপ্ত বিভক্তির বিভিন্ন অর্থ বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রাণকৃষ্ণ—রাশি গ্রহাদি বিষয়ে 'জাত-মার্ত্তণ্ড'' নামে জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—সাহিত্যের লক্ষণ ও অর্থাদি বিষয়ে 'সাহিত্যবিচার' নামে বাদার্থ গ্রন্থ রচনা করেন। দায়ভাগের ভাষ্য 'দায়ক্রম সংগ্রহ' বোধ হয় ইনিই রচনা করিয়া থাকিবেন।

রঘুনন্দন আচার্য্য শিরোমণি—'কলাপ-তত্ত্বার্ণব' নামে কলাপ ব্যাকরণের দুর্গ সিংহ প্রণীত ভাষ্যের বৃত্তি (টীকা) রচনা করেন।

মথুরানাথ কবি—'শ্যামা কল্প লতিকা' নামে একখানি ক্ষুদ্রায়তন তন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রামচরণ নামক জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত প্রণীত এই নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

মহানন্দ ধীর—'কাব্যকলাপ' নামে এক খানি চম্পূকাব্য প্রণয়ন করেন।

তর্ক পঞ্চানন ভট্টচার্য্য—১৭০৯ শকাব্দে মন্ত্রকৌমুদী নামে এক খানি তন্ত্র রচনা করেন। ইহাতে ঘটস্থাপন, অধিবাস 'বৃষোৎ-সর্গ ও শান্তিমন্ত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

জগন্নাথ ভট্টচার্য্য—পদ্যে 'মন্ত্রকোষ' নামে এক খানি তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়ালোক ক্রিয়ানেন জগন্নাথেন ধীমতা।
মন্ত্রব্যক্তিঃ সমুদিষ্টা তন্ত্রং দৃষ্টা সমাসতঃ।

রামরুদ্র ন্যায়বাগীশ ও রুদ্রদেব তর্কবাগীশ—অমরুশতক নামক খণ্ড কাব্যের 'টিপ্পনী' এবং রুদ্রদেব তর্ক-বাগীশ মৈথিল কবি কৃষ্ণমিশ্রের রচিত সুপ্রসিদ্ধ প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের 'গুণ-বতী' নাম্নী টীকা রচনা করেন। ১৬৮২ শকাব্দে 'গুণবতী' লিখিত হয়।

শ্রীরুদ্রদেবকবিরত্র মনো নিধাতুং।
মান্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজদলে বিনয়ং করোতি।।

নরসিংহ কবিরাজ—'মধুমতী' নামে ভৈষজ্য সংগ্রহ রত্নমালা ও ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা করেন। তিনি দক্ষিণাপথের বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র রামকৃষ্ণ ভট্টের নিকট বিদ্যাশিক্ষা

করেন বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিবিধানি চ তন্ত্রাণি সুবিচার্য্য স্বশক্তিতঃ।
স[illegible]ং সমালোচ্য রামকৃষ্ণ প্রসাদতঃ।
বৈদ্য শ্রীনরসিংহেন ময়া মধুমতী কৃতা ॥

চিন্তামণি ন্যায়বাগীশ—'স্মৃতি ব্যবস্থা সংক্ষেপ' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। শূলপাণির 'বিবেক', হলায়ুধের 'সর্ব্বস্ব', ও রঘুনন্দনের 'তত্ত্ব' গ্রন্থের ন্যায় চিন্তামণি বহুতর স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থ "ব্যবস্থাসংক্ষেপ" নামে রচনা ও সংগ্রহ করেন। তাঁহার রচিত স্মৃতি গ্রন্থের মধ্যে দায়, তিথি, শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি, উদ্বাহ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক 'ব্যবস্থা সংক্ষেপ' পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মী নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার—দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা অবলম্বনে দায়াধিকার সম্পর্কে দশ অধ্যায়ে "ব্যবস্থারত্নমালা" নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি গদাধর তর্কবাগীশের পুত্র বলিয়া গ্রন্থ শেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গদাধর নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়।

অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ—সতী পত্নীর সহমরণ বিষয়ে 'সহানুমরণ বিবেক' রচনা করেন। গ্রন্থকার মিতাক্ষরা, বিবাদরত্নাকর, বিবাদ চিন্তামণি, বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু ও শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা বিহিতরূপে পত্নী মৃত পতির চিতায় আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলে, তাহাতে আত্মহত্যা-জনিত মহাপাপ সংঘটিত না হইয়া মোক্ষলাভ ঘটে—এই সম্বন্ধে বহুতর হিন্দুশাস্ত্রীয় মন্ত্র প্রমাণ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। এ দেশে যখন রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মার উদ্যোগে ও চেষ্টায় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের শাসনকালে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই সময়ে হিন্দুসমাজের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীপূর্ব্বানন্তরামঃ শ্রীগুরুং নত্বা বিধানতঃ।
সহানুগমনাদীনি স্ত্রীণাং বক্তি সতাংমুদে ॥

রঘুনাথ ভট্ট—কাল, দান, শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে 'স্মৃতিরত্ন' রচনা করেন। ১৭৯৯ শকাব্দে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়।

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বজ্ঞান বিনাশনং।
ক্রিয়তে রঘুনাথেন স্মৃতিরত্নঃ প্রযত্নতঃ ॥

বেচুরাম—১৮২১ সংবতাব্দে গদ্যপদ্যে 'স্মৃতি রত্নাবলী' রচনা করেন।

নত্বা বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুং পার্ব্বতীঞ্চ হরিপ্রিয়াং।
ক্রিয়তে বেচুরামেন স্মৃতিরত্নাবলীমিমাং ॥

বিদ্যাভূষণ—অনির্দ্দিষ্টনামা এই গ্রন্থকার জীব গোস্বামীর রচিত 'তত্ত্বসন্দর্ভ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিও মুক্তি বিষয়ক বৈষ্ণব গ্রন্থের 'টিপ্পনী' রচনা করেন।

টিপ্পনী তত্ত্বসন্দর্ভে বিদ্যাভূষণ নির্ম্মিতা।
শ্রীজীবপাঠসংপৃক্তা সদ্ভিরেষা বিশোধ্যতাং ॥

রায় রামশঙ্কর—১৬৯৭ শকাব্দে দ্বাদশ অধ্যায়ে 'সারাৎসার সংগ্রহ' নামে তন্ত্র সংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ইহা কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারের অনুকরণে লিখিত হয়।

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী—'শান্তিতত্ত্বামৃত' নামে বিবিধ দিব্য ও ভৌতিক উৎপাতাদি শান্তির বিধান ও প্রয়োগ বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। ১২১৭ বঙ্গাব্দে এই পুস্তক লিখিত হয়।

নত্বা গোপীকান্তমত্বা চ বিবিধ মুনিবাক্যানি।
শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা শান্তিকতত্ত্বামৃতং তনুতে ॥

বৈদ্যনাথ শর্ম্মা—মহাকবি ঘটকর্পর বিরচিত 'বর্ষাবর্ণন' কাব্যের "কাব্যরসাবলী" নামে টীকা রচনা করেন। তিনি সর্ব্বেশ্বর তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র ও শম্ভুরাম ন্যায়পঞ্চানলের পৌত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ঘটকর্পরকাব্যস্য টীকা কাব্যরসাবলী।
শাকে সপ্তম সপ্তমে (?) সম্মুদে ক্রিয়তে ময়া।
দ্বিজ শ্রীবৈদ্যনাথেন তর্কসিদ্ধান্ত স্নুনা॥

সূর্য্য কবিরাজ—"বালবোধিকা" নামে দেবরাজের 'কবিকল্পলতা' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। কি উপায়ে সহজে কবিতা রচনা অভ্যাস করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে বিবিধ নিয়মাবলী দেবরাজ স্বরচিত 'কবিকল্পলতায়' নিবদ্ধ করিয়াছেন।

রঘুত্তম—দুর্গা দেবীর স্তোত্র, অর্চ্চনা ও মাহাত্ম্য বিষয়ে "দুর্গাভক্তিলহরী" রচনা করেন।

সন্তপ্তনিবৃত্তিকরীমিব দ্বৈতানন্দসাগরে।
শ্রীদুর্গা ভক্তি লহরীং বিনির্ম্মাতি রঘূত্তমঃ॥

রামচরণ—১৬২৩ শকাব্দে প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের রচিত সাহিত্য দর্পণের 'বিবৃতি' রচনা করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজকৃতি প্রণীতং।
সাহিত্যদর্পণমতি স্থগিত প্রমেয়ং।
শ্রীমদ্ বিধায় চরণং শরণং কবীনাং
যত্নেন রামচরণো বিবৃণোতি বিপ্রঃ॥
অক্ষি-পক্ষ-রস-চন্দ্র-সম্মিতে (১৬২৩)
হায়নে শকবসুন্ধরাপতেঃ।
শ্রীল রামচরণাগ্রজন্মনা
দর্পণস্য বিবৃতিঃ প্রকাশিতা॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'সাধ্যসাধনকৌমুদী' নামে ভক্তি ও মুক্তি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। ইহার রচিত অপরাপর গ্রন্থের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে।

গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবানাং প্রসাদ বললাভতঃ।
সাধ্যসাধনবিস্তারং কথয়ামি যথামতি॥

ইনিই বিংশতি সর্গে "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" নামক মহাকাব্য কৃষ্ণলীলা বিষয়ে রচনা করেন বলিয়া, উক্ত গ্রন্থের টীকাকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৬৩২ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই মহাকাব্য সমাপ্ত হয়। *

রূপগোস্বামী—ইতিপূর্ব্বে পরম ভক্ত বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি রূপগোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি 'দানকেলি চিন্তামণি' কাব্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভ দৃষ্টে গোস্বামী মহাশয়ের কোন ভক্ত শিষ্য ইহা রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

শ্রীরূপ-চারু চরণাম্ভোজরজঃ প্রভাবাৎ।
অঙ্কোঽধি দানবকেলিমণিং চিনোমি॥

নিত্যানন্দ শর্ম্মা—অষ্টাদশ অধ্যায়ে "উপাসনা তত্ত্ব" রচনা করেন। চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় ভক্তি এই পাপ বহুল কলিযুগে মুক্তির অমোঘ উপায় বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে প্রতি-

---

* বৃন্দাটবীশ্বর-সভাজন-রাজমান
শ্রীবিশ্বনাথ গুণ সূচক কাব্য রত্নং।
বিশ্বাকার-বিকার-সর্ম্মিতশকে বারে গুরো ফাল্গুনে
বিশ্বানন্দিনি পূর্ণিমা প্রতিপদোঃ সন্ধৌ সরস্যো স্ফুটে।
গান্ধর্ব্বাগিরিধারিণোঃ সরভসং দোলাধিরূঢ়াতয়ো
শ্রীচৈতন্যদিনে তদেতৎ উদগাত কাব্য ভজৎ
পূর্ণতাং॥

পাদিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাকে বায়ু পুরাণের অংশ বলিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নত্বা গুরুপদদ্বন্দ্বং শ্রীনিত্যানন্দ শর্ম্মণা।
ভক্তানাং পরিতোষায়োপাসনাতত্ত্ব মুচ্যতে॥

সুবলচন্দ্র আচার্য্য—নামে বৈষ্ণব গ্রন্থকার 'রাধা সৌন্দর্য্য মঞ্জরী' কাব্যে প্রেমময়ী রাধার রূপশোভাদি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

রসিকেন্দ্র দেব—আট শ্লোকে 'ভাগবতাষ্টক' নামে স্তুতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভীমদাস—'ধাতুপাঠ' নামে একখানি ব্যাকরণের অঙ্গীভূত ধাতুবিবেক রচনা করেন।

বংশীবদন—গঙ্গাদাস প্রণীত 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। সংস্কৃত বহুতর ছন্দের বিবরণ ও লক্ষণ গঙ্গাদাস স্বরচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন, ছন্দঃ শিক্ষা বিষয়ে ইহা অতি উপাদেয় পুস্তক।

পল্লবরহিতায়াং সদর্থসন্দেহ কন্দলাঢ্যায়ণং।
বংশীবদনস্যোক্তৌ শ্রদ্ধাং কিল সাধবো দধত্তু॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—'বাক্যপদী' নামে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করেন। সম্ভবত ইনিই ছন্দোমঞ্জরী রচনা করিয়া থাকিবেন।

রামচন্দ্র—হনুমানের মাহাত্ম্য ও স্তুতি সম্পর্কে 'হনুমদষ্টক' রচনা করেন। তিনি কপিরাজ হনুমানের উপাসক ছিলেন।

গোবিন্দরাম—'গঙ্গা সহস্র নাম' নামক গঙ্গা স্তোত্রের টীকা রচনা করেন।

দামোদর—'ভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম্মমতের সার সঙ্কলন করিয়া প্রদর্শন করেন।

অনিরুদ্ধ—'তত্ত্বমঞ্জরী' গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নানা উপদেশ একত্র বিবৃত ও সংগৃহীত করেন। শুদ্ধি বিবেক ও হারলতা নামে স্মৃতি গ্রন্থ এই অনিরুদ্ধ প্রণীত কি না, বলা যায় না।

জগদীশং হরিং নত্বা সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
অনিরুদ্ধ শ্চকারেমাং ভগবৎতত্ত্বমঞ্জরীং॥

শ্রীনিবাস দাস—"প্রক্রিয়া ভুষণ" নামে প্রথম শিক্ষার উপযোগী ব্যাকরণ রচনা করেন।

শ্রীশংনত্বা গুণাবাসং ক্রিয়তে মুগ্ধসংবিদে।
শ্রীশ্রীনিবাসদাসেন প্রক্রিয়া ভূষণং গিরঃ॥

কেশবেন্দ্র স্বামী—নামে বৈষ্ণব গ্রন্থকার বৈষ্ণবদিগের প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য ও অর্চ্চনাদি 'হরিসাধন চন্দ্রিকা' গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লিখিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানাতীতং হরিং নত্বা তস্য ভক্তি প্রসিদ্ধয়ে।
রচ্যতে কেশবেন্দ্রেন হরি সাধন চন্দ্রিকা॥

চতুর্ভুজ আচার্য্য—১৬৩২ শকাব্দে গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করেন।

নত্বা ভগবতীং গঙ্গাং গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীং।
শ্রীমশ্চতুর্ভুজাচার্য্য স্তনোতি বুধতুষ্টয়ে॥

কাশীনাথ—'সংবৎসর প্রকরণ' নামে পদ্যময় জ্যোতিস গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বিবাহাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানোচিত শুভ কাল নিরূপিত ও অশুভ কাল বর্জ্জিত ও দূষিত হইয়াছে।

ভাসয়ন্তং জগদ্ভাসা নত্বা ভাস্বন্তমদ্বয়ং।
ক্রিয়তে কাশীনাথেন শীঘ্রবোধায় সংগ্রহঃ॥

মহেশ্বর—অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদির বিধি বিষয়ে 'শুদ্ধিকৌমুদী' রচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রচিত একখানি শুদ্ধিকৌমুদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দময়ীং নত্বা শ্রীমহেশ্বর শর্ম্মণা।
ক্রিয়তে সুখবোধায় রম্যেয়ং শুদ্ধিকৌমুদী॥

গঙ্গাধর—'প্রতিষ্ঠা নির্ণয়' নামে যে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে বাপী, কূপ, তড়াগ, মণ্ডপ ও প্রাসাদ প্রভৃতির সমন্ত্রক প্রতিষ্ঠা বিধি ও নিয়ম বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নমস্কৃত্য গণেশানং জগতামেকসাক্ষিণং।
গঙ্গাধরবুধশ্চক্রে প্রতিষ্ঠা নির্ণয়ং মহৎ॥ *

রামকৃষ্ণ ভট্ট—১৬৪৮ শকাব্দে ব্যবহার (আইন) শাস্ত্র বিষয়ে 'ব্যবহার দর্পণ' রচনা করেন। ইহাতে ব্যবহারাজীবের (উকালের) কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে নানা উপদেশ আছে।

প্রণম্য পরমাত্মানং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
ক্রিয়তে রামকৃষ্ণেণ ব্যবহারেষু দর্পণং॥

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি—গৃহস্থ ব্যক্তির নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে 'প্রয়োগ দর্পণং নামে স্মৃতি রচনা করেন। 'সুবোধিনী নামে ভট্টিকাব্যের টীকা সম্ভবতঃ ইঁহারই রচিত। 'দায়ভাগ বিবেক' নামে দায়ভাগের টীকাও ইঁহারই প্রণীত। ভবদেব ভট্টের 'সংস্কার পদ্ধতি'র "রহস্য" নামে টীকা রচনা করেন।

প্রণম্য পরমাত্মানং সচ্চিদানন্দ মব্যয়ং।
প্রয়োগদর্পণং রম্যং রামনাথেন তন্যতে॥

কবিরাজ—রাক্ষস নামে খণ্ডকাব্যের 'সুবোধিনী' নাম্নী টীকা রচনা করেন। ইহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই।

আদিনাথ—বাগ্‌ভট আচার্য্য কৃত অলঙ্কার গ্রন্থের এক খানি রচনা করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ—'লঘুসংগ্রহ' নামে জ্যোতিষ গ্রন্থ বালকদিগের সহজে শিক্ষার জন্য রচনা করেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম—১৫৫১ শকাব্দে উড়িষ্যাবাসী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত লক্ষ্মীধর বিরচিত 'অদ্বৈত মকরন্দ' নামে বেদান্ত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব প্রভৃতি নবদ্বীপের পণ্ডিতশিরোমণিগণ যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, ইনি বোধ হয় সেই পণ্ডিতকুলগুরু হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

গৌরাচার্য্যবরেণ তেন রচিতা লক্ষ্মীধরোক্তেরিয়ং।
শুদ্ধিঃ কাচন বাসুদেবকৃতিনা বিদ্বজ্জন প্রীতয়ে॥

বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তবাগীশ—রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব অবলম্বনে যে 'শ্রাদ্ধতত্ত্বাদর্শ' ও 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বাদর্শ' রচনা করেন, তাহা এক্ষণেও বিদ্যমান আছে। ইহার পিতার নাম জয়দেব বিদ্যাবাগীশ।

মধুসূদন বাচস্পতি—'অশৌচ সংক্ষেপে নামে স্মৃতি রচনা করেন।

মহাদেব বেদান্তবাগীশ—কালী পূজা বিষয়ে "বিপরীত প্রত্যঙ্গিরা" নামে এক খানি তন্ত্র রচনা করেন।

কৃষ্ণ শর্ম্মা—কৃষ্ণলীলা বিষয়ে 'পদমঞ্জরী' নামে কাব্য রচনা করেন।

রামকৃষ্ণ—'বাস্তুশান্তি' নামে একখানি

---

* অপর এক গদাধর "মন্ত্রবল্লরী" নামে মহীধরের মন্ত্রমহোদধি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। ইহার পিতার নাম সদাশিব সূরি এবং পিতামহের নাম বীরেশ্বর ভট্ট অগ্নিহোত্রী, ইনি বাৎস্য গোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সদাশিবতনূজন্মা বাৎসর্ষি কুলসম্ভবঃ।
গঙ্গাধর ইতি খ্যাতঃ কুর্ব্বেঽহংমন্ত্র বল্লরীং।

গ্রন্থ রচনা করেন। ইনিই ভট্টোজী দীক্ষী-তের সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত-রত্নাকর' নামে টীকা রচনা করিয়া থাকি-বেন। এক রামকৃষ্ণ সংস্কৃত মহাভারতের 'অর্থ প্রকাশনী' নামে টীকা রচনা করেন।

রামচক্রবর্ত্তী—বৃন্দাবন যমক কাব্যের টীকা রচনা করেন।

রামকান্ত—বাণেশ্বরের পুত্র। তিনি 'রামলীলোদয়' নামে কাব্য রচনা করেন।

রামচন্দ্র ভট্ট—কৃত্যরত্নাবলী ও কাল নির্ণয় প্রকাশ নামে দুই খানি স্মৃতি রচনা করেন।

গোবিন্দানন্দ ভট্টচার্য্য — বর্ষকৌমুদি নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

কণাদ তর্কবাগীশ—'ভাষারত্ন' নামে এক খানি বাদার্থ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচিত অনুমান চিন্তামণির একখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। কেশব শর্ম্মার রচিত আর এক খানি 'ভাষারত্ন' বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণমোহন—রামলীলামৃত নামে কাব্য রচনা করিয়া, স্বয়ংই তাহার টীকা যোজনা করিয়া দেন।

চক্রচূড়ামণি চক্রবর্ত্তী—'অন্বয়বোধিনী' নামে ভাগবত পুরাণের এক খানি টীকা রচনা করেন।

রামনিধি—'প্রার্থনাশতক' নামে কাব্য রচনা করেন।

নিধিরাম শর্ম্মা—'আচারমালা' নামে স্মৃতি রচনা করেন।

বাসুদেব কবিচক্রবর্ত্তী—'তারাবিলা-সোদয়' নামে কাব্য প্রণয়ন করেন। ইনিই সম্ভবতঃ 'বুধরঞ্জিনী' নামে ভাগবত পুরাণের টীকা রচনা করিয়া থাকিবেন। 'পরীক্ষাপদ্ধতি' নামে গ্রন্থ অপর এক বাসুদেব প্রণীত।

রামনানাচার্য্য সার্ব্বভৌম—মহর্ষি পিঙ্গ-লের রচিত ছন্দঃ গ্রন্থের এক খানি টীকা রচনা করেন।

কৃষ্ণরাম—'শিশুহিতা' নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

নর নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ আচার্য্য — সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে 'ভট্টি-বোধিনী' নামে ভট্টিকাব্যের টীকা রচনা করেন। ইনি জটাধর আচার্য্যের ভ্রাতা ও বাণেশ্বর পুত্র বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

জুমর নন্দী—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের একখানি ব্যাখ্যা ও 'ধাতুপরায়ণ' নামে বিভিন্নগণীর ধাতুর রূপ বিষয়ে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

যাদব বিদ্যাভূষণ—'স্মৃতিসার' নামে স্মৃতি সংগ্রহ রচনা করেন।

জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ —'শ্রাদ্ধতর্পণ' ও দায়দীপ' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

রাজেন্দ্র তর্কবাগীশ—'ললিত রহস্য' নামে তন্ত্র রচনা করেন।

জগদানন্দ - 'কুলদীপিকা' নামে তন্ত্র রচনা করেন।

রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—'ব্যবস্থাসার সংগ্রহ' নামে স্মৃতি রচনা করেন।

মনোহর শর্ম্মা—শ্রুতবোধ নামক ছন্দঃ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। এই শ্রুতবোধ মহাকবি কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কায়স্থ কুলজাত তারাচন্দ্রের 'বালবিবেকিনী' নামে আরও এক খানি টীকা বিদ্যমান আছে।

সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য—'তীর্থকৌমুদী' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই 'তীর্থ-কৌমুদী' প্রণেতা ও 'কৌমুদী' নামে বহু-

সংখ্যক স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতা রামকৃষ্ণ এক ব্যক্তি কি না বলিতে পারি না।

ত্রিলোকনাথ চূড়ামণি—রামচন্দ্র কবির 'রাধাবিনোদ' কাব্যের 'ব্যাখ্যাসুধা' নামে টীকা রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ—'শান্তিকল্পপ্রদীপ' (কৃত্যপল্লবদীপিকা) নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—'অশৌচদীপিকা' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। চতুর্ভুজ আচার্য্য প্রণীত 'অশৌচসংগ্রহ' ও রাধানাথ শর্ম্মার কৃত 'অশৌচব্যবস্থা' হইতে ইহা পৃথক্ গ্রন্থ।

বিজয়রাম আচার্য্য—'মানসপূজন' নামে তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—দায়ভাগের টীকা রচনা করেন। ইনি 'দায়ভাগসিদ্ধান্তকুমুদ-চন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থে দায়ভাগের মত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীনাথ আচা-র্য্যের 'দায়ভাগটিপ্পনী' নামে এক খানি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

জয়রাম—'দানচন্দ্রিকা' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দরাম সেন—'নাড়ীবিজ্ঞান' নামে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করেন। রামসেনের 'রসামৃত', হেরম্ব সেনের 'গূঢ়বোধক', মাধব সেনের 'পর্য্যায় রত্নমালা', এবং সূর্য্যসেনের 'নির্ণয়ামৃত' ভৈষজ্যশাস্ত্রীয় অপর চারিখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণ দাস কবি-রাজ 'দ্রব্যগুণ' ও 'পরিভাষা' নামে দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কবিরাজ—এই পরম বৈষ্ণব গ্রন্থকার রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যদেবের জীবনচরিত ভিন্ন 'স্মরণক্রম-মালা' নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

ঘনশ্যাম দাস—'পদ্ধতিপ্রদীপ' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

জগন্নারায়ণ—'দেবীভক্তিরসোল্লাস' নামে তন্ত্র রচনা করেন।

মহেশ পঞ্চানন—'স্মৃতিসংগ্রহসার' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামানন্দ বাচস্পতি—নবদ্বীপের সুবি-খ্যাত বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে 'আহ্নিকাচাররাজ' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

কবিরাজচন্দ্র—কালিদাস নামক কবির রচিত শৃঙ্গারতিলকের টীকা রচনা করেন।

গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ—রামদেবের পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছে। 'মহিমা-প্রকাশিকা' নামে তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

রামকান্ত বাচস্পতি—শান্তিশতক নামক সুপ্রসিদ্ধ খণ্ড কাব্যের 'ব্যাখ্যাতরঙ্গিনী' নামে টীকা রচনা করেন।

রাঘবানন্দ শর্ম্মা—'বিদগ্ধতোষিণী' ও 'স্পষ্ট-জাতকপদ্ধতি' নামে দুইখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বরকান্ত—'ধাতুমালা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

ভবদেব ন্যায়লঙ্কার—'স্মৃতিচন্দ্র' নামে স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীদুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন—এক জন জীবিত গ্রন্থকার। ইহাঁর রচিত 'বিবেকশতক', 'পান্থবিলাপ' ও 'ভক্তিলহরী' নামে তিনখানি খণ্ডকাব্য অর্থ ও উৎসাহের অভাবে অমুদ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। গ্রন্থকারের পিতার নাম ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ইনি কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র ও অচিন্ত্যরাম তর্ক-

সিদ্ধান্তের প্রপৌত্র। অচিন্ত্যরাম তর্কসিদ্ধান্ত ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রশেখর তর্কভূষণ শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন, অচিন্ত্যরামের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ স্মৃতি ও ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভৈরবচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, মহেশচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ও রাজচন্দ্র তর্কভূষণ—এই চারি জন কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র।

গ্রন্থকার কাব্য, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও বাদার্থ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ইনি অতি শান্ত, অনুদ্ধত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। ইহাঁর বাসস্থান, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর।

শ্রীহর সুন্দর তর্করত্ন—কাব্য স্মৃতি, ব্যাকরণ ও বাদার্থ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তিনি সেরপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৭৫৪ শকাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরনাথ ভট্টাচার্য্য। তিনি 'উপদেশশতক' নামে একখানি খণ্ডকাব্য রচনা করেন। অত্রি, হারীত, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন।

রামনাথ বিদ্যাভূষণ—অতি সুরসিক পরিহাসপটু কবি ছিলেন। তিনি কোন স্থানীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে একখানি উপহাস ও বিদ্রূপ পূর্ণ কাব্য রচনা করেন, তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে সুপ্রসিদ্ধ মহিম্নস্তবের এক চরণের পর স্বীয় রচিত কবিতা নিবদ্ধ হয়। বাঙ্গালা ১২৩১ সনে সেরপুরে যে ভয়ানক প্রজাবিদ্রোহ হয়, তাহার আমূল বৃত্তান্ত তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দী মিশ্রিত পদ্যে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্দের অন্তর্গত 'কপিল দেবাহুতি সংবাদ' বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত করেন।

গুরুপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ—শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান থাকিয়া 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণের টীকা রচনা করেন। ইনি এতদূর বুদ্ধিমান ও শাস্ত্র নিপুণ ছিলেন যে, নবদ্বীপে শিবনাথ বাচস্পতির টোলে অধ্যয়ন কালে টোলের সমস্ত ছাত্রগণকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য—অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। ইঁহার নিবাস সেরপুর পরগণার অন্তর্গত থুরি গ্রাম। ইনি শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণের অন্তর্গত কারক প্রকরণের এক খানি টীকা রচনা করেন। ইঁহার প্রতিবেশী কালীজানি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য এই টীকা খণ্ডন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মুরসিদাবাদে রামরাম তর্কলঙ্কারের টোলে ১০।১২ বৎসর ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শম্ভুনাথ কাশীনাথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি, গুরুপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের পিতা) প্রভৃতি সেরপুরের প্রসিদ্ধ ও মাননীয় অধ্যাপকগণ এই তেজস্বী ও অভিমানী শম্ভুনাথের ছাত্র ছিলেন।

পূর্ণানন্দ পরমহংস—পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত কাটিহালীর ভট্টাচার্য্য বংশের আদি

পুরুষ। ইনি গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দগিরি এই তান্ত্রিক চূড়ামণির দীক্ষা গুরু ছিলেন। শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ণানন্দ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শ্যামারহস্য, শাক্তক্রম, ষট্‌চক্র, ককারকূট টীকা, তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিণী ও শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী নামে তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ষট্‌চক্র ও শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ণনন্দের যে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি ছিল, সুপ্রসিদ্ধ ষট্‌চক্রই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার—শকাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের মাঘানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি স্মৃতি ও ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। কোঁচবেহারের রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সীর উৎসাহ ও আনুকূল্যে স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের মত খণ্ডন পূর্ব্বক তিনি 'তত্ত্বাবশিষ্ট' নামে যে কতিপয় স্মৃতিসংগ্রহ প্রণয়ন করেন,—তন্মধ্যে তিথি, শুদ্ধি, উদ্বাহ, শ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক 'তত্ত্বাবশিষ্ট' অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। ময়মনসিংহের কোন বিদ্যোৎসাহী ভূম্যাধিকারী কি এই কয় খণ্ড গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করিয়া, রঘুনন্দনের দোষ-প্রদর্শক গ্রন্থকারকে চিরস্মরণীয় করিতে পারেন না?

কবিরত্ন হরচন্দ্র সেন—ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার অন্তঃপাতী পাঁচদোনা গ্রামে শকাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতি সুকবি ও সহৃদয় গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ৩০।৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যু না ঘটিলে, তিনি উচ্চদরের সুকবি বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'শিশুবোধক' নামে বালকদিগের জন্য বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক, 'সংস্কৃত-ব্যুৎপাদিকা, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সটীক 'কৃষ্ণলীলা, নামে অসম্পূর্ণ খণ্ড কাব্য, ও 'নাস্তিকনিরাস' নামে গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত অনেকগুলি খণ্ডকাব্য ও মাধবকর প্রণীত নিদান নামক সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের টীকা অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয় নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রসিদ্ধ প্রচারক। বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত অতি কম আছেন। তিনি আরবী হইতে সমগ্র 'কোরান সরিফ' ও 'মোহম্মদের জীবনচরিত' বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি ইহা ভিন্ন মহাপুরুষের জীবনচরিত, তাপসমালা, নীতিমালা, এবং হিতোপাখ্যান মালা বিভিন্ন পারসী গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত ও প্রকাশিত করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

# বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (১৩শ)

## বঙ্গদেশীয় দার্শনিকগণ।

এক্ষণে আমরা নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকারবর্গের রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়া বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারগণের বিবরণ সমাপ্ত করিব। যাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রভাবে আজি পর্য্যন্ত নবদ্বীপ সরস্বতী দেবীর প্রিয়তম নিকেতন বলিয়া পরিপূজিত হইয়া আসিতেছে, যাঁহাদের অনুগ্রহ বলে নবদ্বীপ আজিও ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার সর্ব্ব প্রধান স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে,—সেই অসাধারণ ধীশক্তিমান মহা মহোপাধ্যায় চিরপূজনীয় পণ্ডিতবর্গের অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের যে কয় জনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অঙ্গহীনতা দূর করিতে চেষ্টা পাইব।

স্থলান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মিথিলাই ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এক মাত্র স্থান ছিল। মিথিলার এই অসামান্য অভ্যুদয় ও উন্নতি কোন সময় হইতে আরব্ধ হয়, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। আমরা মৈথিল গ্রন্থকারগণের বিবরণ প্রদান কালে তাহা যথাকথঞ্চিৎ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিথিলার ন্যায় শাঙ্খ্যাদি দর্শন ও ব্যাকরণ, মিথিলার স্মৃতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্র বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সবিশেষ সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। মৈথিল শাস্ত্রকারগণের রচিত স্মৃতি ও দর্শন মৈথিল পণ্ডিতগণের নিকট পাঠ করিয়া বাঙ্গলার পণ্ডিতগণ দর্শন ও স্মৃতি রচনা ও সঙ্কলন পুরঃসর জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। মিথিলার ব্যবস্থা আজিও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিয়া, মিথিলার নিকট বাঙ্গলা দেশ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কি পর্য্যন্ত ঋণী, তাহা স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিতেছে। মিথিলাতে গিয়া মৈথিল গুরুর উপদেশ গ্রহণ না করিলে পূর্ব্বে বাঙ্গালীর অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হইত না, বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়াই মনে করিতেন না। মিথিলার নিকট শিক্ষা করিয়া আজি নবদ্বীপ এত প্রসিদ্ধি ও সমাদর লাভে সমর্থ হইয়াছে। মিথিলা নবদ্বীপের নিঃসন্দেহ গুরুস্থানীয়। মিথিলায় মূল দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হয়, নবদ্বীপে তাহার ভাষ্য বৃত্তি পরিশিষ্ট প্রণীত হয়। নবদ্বীপ হইতে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের

বিমল জ্যোতিঃ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। নবদ্বীপ শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গলার পূজনীয় গুরু। মিথিলার বহুশতাব্দী-ব্যাপিনী প্রভুত্ব ও অবিসংবাদিত গৌরব মহিমা, স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে যে সময় খর্ব্বীভূত ও অবনত করিয়া নবদ্বীপ স্বকীয় প্রাধান্য সংস্থাপিত করে, সেই সময় হইতে মিথিলার বিমল দিগন্তব্যাপী যশ নষ্টপ্রভ হইতে থাকে, সেই সময় হইতে মিথিলার অধোগতি আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে নবদ্বীপের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। নবদ্বীপ চিরগৌরবিনী মিথিলাকে পদানত করিয়া তাহার গৌরবান্বিত স্থানে অধিরোহণ পূর্ব্বক সরস্বতী দেবীর একমাত্র নিবাস স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ভারতের নানা স্থান হইতে বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রমণ্ডলী দলে দলে মিথিলার পরিবর্ত্তে নবদ্বীপে সমবেত হইয়া, পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর তীরভূমি স্ব স্ব অধ্যয়ন নিরত কণ্ঠনাদেপ্রতিধ্বনিত করিতে থাকে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গলার ইতিহাসের এই গৌরবান্বিত অংশের বিষয় আমরা সম্যক্‌রূপে অবগত নহি। বঙ্গদেশের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কাহিনী যথোচিতরূপে লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক চিরস্মরণীয় না করিয়া, আমরা তাহা অনন্তকাল সাগরের অতল গর্ভে নির্মজ্জিত করিয়া দিতেছি।

রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি প্রথমতঃ নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্বদেশীয় অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় মিথিলাতে শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপ্তি করণার্থ গমন করেন। সেই সময়ে মিথিলায় পক্ষধর মিশ্র নামে জনৈক অসাধারণ প্রতিভাশালী সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত নানা দিগ্‌দেশাগত বহু সংখ্যক শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। মিথিলায় তৎকালে তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন অধ্যাপক কেহ ছিলেন না। তিনি প্রতিদ্বন্দী রহিত হইয়া মিথিলায় বিরাজ করিতেছিলেন। রঘুনাথ স্বদেশ হইতেই সেই পণ্ডিতকুলশিরোমণির অসামান্য পাণ্ডিত্যের বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইয়া কৌতুহল পরবশ চিত্তে তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন পরিসমাপ্তির আশায়, বহু আয়াসে আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথিলায় আগমন করেন। তিনি অবিলম্বে পক্ষধরের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া, গুরুর নিকট অতি উৎসাহ ও অভিনিবেশের সহিত ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা কবিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যেই রঘুনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা তাঁহাকে পক্ষধরের শিষ্যগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিল। উত্তরোত্তর তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহার প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসা করা পণ্ডিত চূড়ামণি পক্ষধরের পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পক্ষধরের যশঃ প্রভা দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল, রঘুনাথের নাম ও যশঃ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। প্রবাদ আছে যে, অপ্রতিদ্বন্দী পক্ষধর স্বীয় খর্ব্বাকৃতি প্রতিভাশালী বাঙ্গালী ছাত্রের সহিত শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রীয় বিচারে আপনাকে পরাজিত ও অপমানিত জ্ঞান করিয়া, রাত্রিযোগে রঘুনাথের প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করেন। বিজয়ী রঘুনাথ ঈর্ষ্যাপরবশ

গুরুর সমীপে আর অধিক কাল অবস্থান অনুচিত ভাবিয়া, স্বদেশ প্রস্থান করেন। বিজয়ী রঘুনাথের সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার গৌরবলক্ষ্মী মিথিলা হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিতা হইয়া, বিজয়ী শাস্ত্রবীরের আশ্রয়ে পরম সুখে নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। মিথিলার সৌভাগ্য দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল, নবদ্বীপের সৌভাগ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী (টোল) খুলিয়া, সমবেত শিষ্য-মণ্ডলীর অধ্যাপনা অভিনিবিষ্টচিত্তে করিতে লাগিলেন। পক্ষধরের পরাজয়ের পর হইতে নানাদিগদেশীয় মিথিলাপ্রবাসী ছাত্রবৃন্দের দ্বারা রঘুনাথের নাম ও খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছিল। দলে দলে মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাদেশীয় ছাত্র-বর্গ রঘুনাথের চতুষ্পাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া, নবদ্বীপকে প্রকৃত প্রস্তাবে সারস্বত মন্দির করিয়া তুলিল। ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে নবদ্বীপ অনতিবিলম্বে অবিসংবাদিত প্রাধান্য লাভ করিল। আজি পর্য্যন্তও নবদ্বীপের সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। আজিও নবদ্বী-পের সেই নাম, যশঃ ও খ্যাতি অব্যাহত রহিয়াছে। আজিও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলী অবনত মস্তকে নবদ্বীপের সেই প্রাধান্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া, প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরম পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী রঘুনাথ ও রঘুনন্দন প্রভৃতি অলোক-সামান্য প্রতিভাশালী দেবী সরস্বতীর প্রিয়তম পুত্র-চরণে অর্পণ করিতেছে। আজিও রঘুনাথের সমসাময়িক স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের স্মৃতি-তত্ত্ব সমূহের অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ বঙ্গের গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া, নবদ্বীপের সেই অব্যাহত প্রাধান্যের কাহিনী জগতে বিঘো-ষিত করিতেছে। আজিও ভক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি প্রেমাবতার চৈতন্যদেব বঙ্গের গৃহে গৃহে দেবতারূপে অর্চ্চিত ও পূজিত হইতেছেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত মহান্ ও উদার, বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব আজিও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রখ্যাপিত হইতেছে। আজিও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন শৈব বৈষ্ণব, ভক্ত শাক্ত, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টীয়ান, সর্ব্ব সম্প্রদায়ে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পরিকীর্ত্তিত ও পরিগৃহীত হইয়া আপামর সাধারণ লোকের মন প্রাণ মোহিত করিয়া নবদ্বীপের সেই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়দুন্দুভি জগতে নিনাদিত ও প্রতিধ্বনিত করিতেছে। আজিও চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত বাঙ্গলা কবিতার জনক ও পালক বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের শীর্ষ-দেশে বিরাজমান থাকিয়া, নবদ্বীপের সেই অতীত গৌরব ও অপ্রতিহত প্রাধান্যের সাক্ষ্য স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে।

রঘুনাথ, "তত্ত্বচিন্তামণি" নামক মিথিলার দার্শনিক চূড়ামণি গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায় প্রণীত নব্যন্যায়-শাস্ত্রীয় মূল গ্রন্থের "দীধিতি" নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষ্যে * তাঁহার অতুলনীয়

* তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্যের মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের 'মন্যালোক' বা 'মনিপ্রকাশ,' পদ্মনাভ মিশ্রের চিন্তামণি 'প্রকাশিকা,' রুচিদত্ত মিশ্রের 'তত্ত্ব চিন্তামণি প্রকাশ,' যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের 'প্রভা,' হনুমদাচার্য্যের 'বাক্যার্থদীপিকা,' বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও প্রগল্‌ভ আচার্য্যের রচিত ভাষ্য, জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'ময়ুখ,' রঘুদেব ন্যায়লঙ্কারের 'গূঢ়ার্থতত্ত্বদীপিকা,' রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও মথুরা-নাথ তর্কবাগীশের ব্যাখ্যা, হরিরাম তর্কবাগীশ ও গোপীনাথ ও কাশীনাথের ভাষ্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ও প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া সাহিত্য জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যতকাল পৃথিবীতে দেবভাষা সংস্কৃত ও অনুপম সংস্কৃত সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল রঘুনাথের "চিন্তামণি দীধিতি" অবিলুপ্ত রহিবে। কত কত মহামহোপাধ্যায় তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন পণ্ডিত এই "দীধিতির" ভাষ্য ও বৃত্তি, টীকা ও টিপ্পনী রচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়াছেন, কত কত নৈয়ায়িক পণ্ডিত 'দীধিতির' ভাষ্যকারগণের টীকাটীপ্পনী ও পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন, নিশ্চিতরূপে তাহা নির্দ্দেশ করা অসাধ্য। রঘুনাথের দীধিতির ভাষ্যকারগণের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, * রামরুদ্র (রুদ্রনাথ) ন্যায়বাচস্পতি, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীয় রচিত ভাষ্য স্ব স্ব নামে নৈয়ায়িক সমাজে সুপরিচিত। পূর্ব্বোক্ত "চিন্তামণির দীধিতি" ভিন্ন রঘুনাথ শিরোমণির রচিত নঞর্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, প্রামাণ্যবাদ, 'নানার্থবাদ' ও 'আখ্যাতবাদ' দীধিতি নামে পাঁচ খানি বাদার্থ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই সকল গ্রন্থই দীধিতির অংশ তাহার পরিশিষ্ট মাত্র।

গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ তত্ত্বচিন্তামণির অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত নঞর্থবাদ ও ক্ষণভঙ্গুরবাদের দীধিতির টীকা রচনা করেন। প্রামাণ্যবাদ দীধিতি তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ খণ্ডের ভাষ্যরূপে লিখিত। মথুরানাথ তর্কালঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, কৃষ্ণ ভট্ট এবং জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন প্রণীত আখ্যাতবাদ দীধিতির টীকা বিদ্যমান আছে। জয়রামের কৃত টীকার নাম ব্যাখ্যাসুধা।

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ।
আখ্যাতবাদব্যাখ্যান মাতনোতি মনোরমং॥

নানার্থবাদের কৃষ্ণদাস গদাধর ও রঘুদেবের টিপ্পনী, জগন্নাথ পণ্ডিতের বিবেক, এবং জয়রামের বিবৃতি বর্ত্তমান আছে।

শিরোমণির 'দীধিতি' তত্ত্বচিন্তামণির অসম্পূর্ণ ভাষ্য। তত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত অনুমান খণ্ডের হেত্বাভাস পর্য্যন্ত দীধিতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই রঘুনাথের প্রিয়তম ছাত্র শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের খ্যাতিমান পুত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ 'জানন্তি কেচিৎ হেত্বাভাসান্তং' বলিয়া স্বরচিত তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্যে দীধিতিকারের প্রতি অসঙ্গত রূপে কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীয় "দীধিতি" ভিন্ন, বৈশেষিক শাস্ত্রীয় পদার্থতত্ত্ব (খণ্ডন, নিরূপণ, বা বিবেচন,) আত্মতত্ত্ব বিবেক (বৌদ্ধাধিকার,) গুণকিরণাবলী প্রকাশ, এবং ন্যায়লীলাবতী প্রকাশ নামক চারি খানি গ্রন্থের দীধিতি রচনা করেন। পদার্থতত্ত্ব বৈশেষিক শাস্ত্রীয় মূল গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হয়। আত্মতত্ত্ববিবেক সুপ্রসিদ্ধ মৈথিল দার্শনিক উদয়নাচার্য্যের মূল গ্রন্থ অবলম্বনে তাহার ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় সুবিখ্যাত মৈথিল নৈয়ায়িক বর্দ্ধমান উপধ্যায়ের রচিত উদয়নাচার্য্য ও বল্লভ ন্যায়াচার্য্যের প্রণীত মূল গ্রন্থ দ্বয়ের

* ভবানন্দের অনুমানদীধিতির ব্যাখ্যাতে তিনি এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

নমস্কৃত্য গুরূন্ সর্ব্বান্ নিগূঢ়মণিদীধিতৌ।
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতা॥

'প্রকাশ' নামক ভাষ্য অবলম্বনে রঘুনাথ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। আত্মতত্ত্ব বিবেকের দীধিতিতে রঘুনাথ আপনাকে তার্কিক-শিরোমণি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

নির্ণীয় সারং শাস্ত্রাণাং তার্কিকানাং
'শিরোমণিঃ।
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবমুদ্ভাবয়ত্যসৌ ॥

গদাধর ও গুণানন্দ এই 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক দীধিতির' টীকা রচনা করেন। পদার্থ তত্ত্বের ভাষ্যকারদিগের মধ্যে রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, লৌগাক্ষি ভাস্কর, বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, ও মাধব তর্কসিদ্ধান্তের রচিত ভাষ্য প্রসিদ্ধ, মাধব স্বরচিত সুবোধা নামক ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

দেবং তমেব প্রণিপত্য পদার্থতত্ত্বে।
শ্রীমাধবো বিতনুতে বিবৃতিং সুবোধাং ॥

"নিয়োজ্যান্বয় নিরূপণ" নামে এক খানি মীমাংসা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের রচিত বলিয়া ডাক্তার হল সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শিরোমণি, দীধিতিকার শিরোমণি কিনা, নিশ্চয়রূপে জানার উপায় নাই। রঘুনাথের ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রঘুনাথের পুত্র রামভদ্র ও রামকৃষ্ণ সম্ভবতঃ পিতার নিকটই ন্যায়াদি শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম—রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র। তিনি নৈয়ায়িকচূড়ামণি রঘুনাথের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় কয়েক খানি ভাষ্য রচনা করেন। স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে "পদার্থতত্ত্ববিবেচন প্রকাশ," তর্কদীপিকা প্রকাশ," "কুসুমাঞ্জলী কারিকা ব্যাখ্যা," "গুণকিরণাবলী রহস্য," ও "তত্ত্ব চিন্তামণি ব্যাখ্যা" সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থতত্ত্ব, অন্ন ভট্টের তর্ক সংগ্রহ, উদয়ন আচার্য্যের গুণকিরণাবলী ও কুসুমাঞ্জলী, এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্যরূপে, তাহাদের অন্যান্য ভাষ্যবিবৃতি দর্শন পুরঃসর, রামভদ্র প্রাগুক্ত পাঁচ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। পদার্থতত্ত্বের ভাষ্যারম্ভে তিনি এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

তাতস্য তর্ক-সরসীরুহ কাননেষু
চূড়ামণে দিনমণেশ্চরণে প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কৃতীনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি ॥

সমাসবাদ নামে ইহার রচিত এক খানি পদার্থ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহাতে সমাসে শব্দের শক্তি প্রভৃতি বিষয় নিরুপিত হইয়াছে *।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—শাংখ্য কৌমুদী," "সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা," "পদ দীপিকা," ও "বেদান্ত শিখামণি" নামে শাংখ্য মীমাংসা এবং বেদান্ত শাস্ত্রীয় চারি খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার রচিত এক খানি আখ্যাতবাদ টিপ্পনী পাওয়া গিয়াছে। শাংখ্য-কৌমুদী মূল গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়। পার্থসারথি মিশ্রের শাস্ত্র দীপিকা নামে

---

* সমাসবাদের আরম্ভে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

বিচার্য্য আর্য্যৈঃ সততং নবীনৈঃ
তর্কাটবী সঞ্চরণ প্রবীণৈঃ।
শ্রীসার্ব্বভৌম বহুবাদ বিজ্ঞৈঃ
কৃতঃ সমাসেন সমাসবাদ ॥

মীমাংসা সূত্রের ভাষ্য, মাধবাচার্য্যের পঞ্চদশী ও ধর্ম্মরাজ দীক্ষিতের বেদান্ত-পরিভাষা নামক গ্রন্থের ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। ইনি রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র ও রাম ভদ্র সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা রামকৃষ্ণ কিনা, তাহা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি না।

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ নামে নৈয়ায়িক পণ্ডিত রচিত বিরোধি-বিচার, যোগ্যতা বিচার, বিধিবাদ বিচার, অবিধাবাদ বিচার, আসক্তরহস্য বাদ বিচার পাওয়া গিয়াছে।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—বোধ হয় রঘুনাথ শিরোমণির উপযুক্ত শিষ্য গদাধরের ছাত্র ছিলেন। তিনি শিরোমণির রচিত চিন্তামণি দীধিতির "দীধিতি প্রকাশিকা" নামে যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা জাগদীশী টীকা বলিয়া নৈয়ায়িক সমাজে প্রসিদ্ধ ও বিশেষ রূপে আদৃত হইয়াছে। অনেকে জগদীশের টীকা রঘুনাথের সমুদয় টীকা-কারের রচিত ভাষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিবেচনা করেন। এই জাগদীশী টীকার অন্তর্গত অনুমিতি দীধিতি টিপ্পনীর প্রারম্ভে জগদীশ পূর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা দীধিতির বিকৃত ও অপ্রকৃত ব্যাখ্যা নৈয়ায়িক সমাজে প্রচারিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি দীধিতির প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় ভাষ্য রচনা করেন।

প্রাচৈারনুচিত বিবিধ-
ক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপি অধুনা।
দীধিতি যুত মণিরেষ
শ্রীজগদীশ প্রকাশিতুঃ স্ফুরতু ॥ *

তিনি এতদ্ভিন্ন শিরোমণির ন্যায়লীলাবতী প্রকাশ দীধিতির টীকা 'অনুমানময়ূখ' নামে গঙ্গেশের অনুমান চিন্তামণির ভাষ্য, এবং প্রশস্তপাদ আচার্য্যের কৃত বৈশেষিক শাস্ত্রীয় দ্রব্য ভাষ্যের টীকা রচনা করেন।

কণভক্ষ্যমুনেঃ পক্ষ-রক্ষা বিন্যস্ত বাসনাঃ।
সূক্তিং শ্রীজগদীশস্য চিন্তয়ন্তু বিচক্ষণাঃ ॥

জগদীশের রচিত অনুমিতি দীধিতি টিপ্পনী অবলম্বনে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, কৃষ্ণভট্ট আঢ়ে, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন ও হরমোহন চূড়ামণি ও শঙ্কর তর্কবাগীশ স্ব স্ব টীকা টিপ্পনী রচনা করেন।

জগদীশ কেবল ভাষ্যবৃত্তি লিখিয়া সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' নামে সুপ্রসিদ্ধ বাদার্থ ও 'তর্কামৃত' নামে বৈশেষিক শাস্ত্রীয় অপর এক খানি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া স্বকীয় মৌলিকতা ও বিচার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তর্কামৃতের যে দুই খানি টীকা বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে 'চষক' নামে টীকা নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর ছাত্র ও নারায়ণের পুত্র গঙ্গারাম জাড়ি, এবং 'তরঙ্গিনী' নাম্নী টীকা অনন্ত ভট্টের পুত্র মুকুন্দ ভট্ট প্রণীত।

শব্দশক্তি প্রকাশিকার "প্রবোধিনী" নামে এক খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা জগদীশের ছাত্র রামভদ্র সিদ্ধান্ত-বাগীশ কর্ত্তৃক বিরচিত।

গুরুমিব গুরুমিহ নত্বা, তৎকৃত শক্তি
প্রকাশেষু।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কুরুতে টিকাং মুদে সুধিয়ঃ ॥

শকে চন্দ্রমেন্তাগবিধুমিত-আদিত্যতনয়ে
নভস্যীয়ে সপ্তাহনি চ স্মরনাথং হৃদি বহন।
দশম্যাং শুক্লায়াং কুস্মরকমলানাথ ইমকং
প্রযত্নেনালেখীন্নিজ পরিপঠনায়েতি পুস্তং ॥

* ১৭২১ শকাব্দের লিখিত এক খানি এই গ্রন্থ মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় দেখিতে পাইয়াছেন।

গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য—রঘুনাথ শিরোমণির নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জগদীশ ও মথুরানাথের ন্যায় ইনিও বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া, নৈয়ায়িক-সমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি পক্ষধর মিশ্রের 'চিন্তামণি আলোক' ও রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির যে ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 'গাদাধারী' ভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রত্যক্ষ চিন্তামণি-দীধিতির ব্যাখ্যায় আপনাকে শিরোমণির শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

নত্বা নন্দতনুজসুন্দরপদদ্বন্দ্বং গুরোরাদরাৎ
উর্ব্বীমণ্ডলমণ্ডনায়িত লসৎকীর্ত্তে র্বিদিত্বা গুরুং।

সংক্ষিপ্তোক্ত্যতিদক্ষ দীধিতিকৃতঃ প্রত্যক্ষ চিন্তামণে
র্ব্যাখ্যাং ব্যাকুরুতে গদাধরবুধো মোদায় বিদ্যাবতাং॥

তিনি রঘুনাথ শিরোমণির অনুমিতি দীধিতি, বৌদ্ধাধিকার দীধিতি, নানার্থবাদ দীধিতি, প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যবাদ দীধিতি, ক্ষণভঙ্গুরবাদ দীধিতি, ও নঞবাদদীধিতির যে সকল টিপ্পনী রচনা করেন, তাহা কোন কোন নৈয়ায়িকের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ খণ্ডে গদাধর লিখিয়াছেন—

নঞ্‌বাদসঙ্গত শিরোমণি গূঢ়ভাবং
শ্রীমান্‌ গদাধর-সুধীঃ প্রকটীকরোতু॥

বাদার্থ বিষয়ে 'বিচার' নামে তিনি চতুঃষষ্টি সংখ্যক পুস্তিকা রচনা করেন। তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উপসর্গ বিচার, দ্বিতীয়াদি ব্যুৎপত্তিবাদ, অনুমিতি মানস বাদার্থ, নব্যমত বাদার্থ, রত্নকোষ বাদার্থ, ব্যাপ্ত্যনুগম বাদার্থ, কারণতা বাদার্থ, নানার্থ বিচার, সন্দিগ্ধার্থ বিচার, তদাদি সর্ব্বনাম বিচার, ত্বতলাদি ভাব্য প্রত্যয় বিচার, বিষয়তা বাদার্থ বিচার, বিধিস্বরূপ বাদার্থ বিচার, অনুকরণ বিচার, সাদৃশ্যবাদ, শক্তিবাদ ও মুক্তিবাদ প্রভৃতি বাদার্থ বিষয়ক পুস্তিকা অদ্য পর্য্যন্তও নৈয়ায়িক সমাজে অতি আদরের সহিত অধীত ও পঠিত হইতেছে। অনেক পণ্ডিত তাঁহার কৃত কোন কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য গদাধরের প্রণীত ব্যুৎপত্তিবাদের টীকা, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বৌদ্ধাধিকার দীধিতিটিপ্পনীর টীকা, কৃষ্ণ ভট্ট ও জয়রাম তর্কালঙ্কর শক্তিবাদের এবং রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি ও শিবরাম বাচস্পতি তাঁহার মুক্তিবাদের টীকা রচনা করেন। গদাধরের দীধিতি ভাষ্যের টীকাকার কৃষ্ণভট্ট আঢ়ে ও রঘুনাথ শাস্ত্রী।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ—রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র। তিনি বহুতর ভাষ্যাবিবৃতি রচনা করিয়া, স্বীয় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি গঙ্গেশের মূল তত্ত্বচিন্তামণি, পক্ষধরের মন্যালোক ও রঘুনাথের দীধিতি, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের গুণকিরণাবলী প্রকাশ ও ন্যায় লীলাবতী প্রকাশের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার রচিত টীকার সাধারণ নাম 'রহস্য'। অনুমিতি রহস্যের প্রারম্ভে তিনি নিম্নলিখিত রূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

জগদ্‌গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্দ্ধি ধারয়ন্‌।
তৎসুতো মথুরানাথ রহস্যং স্ফুটয়ত্যমুং॥

লীলাবতী-প্রকাশ-রহস্যে তাঁহার উপাধি উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

শ্রীমতা মথুরানাথ তর্কবাগীশ ধীমতা।
বিবিচ্যতে ফক্কিকার্থো লীলাবত্যা বিশেষতঃ ।।*

ইতিপূর্ব্বেই মথুরানাথের গ্রন্থাদির নাম সবিশেষ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাহার পুনরায় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এখানে একটী বিষয়ের উল্লেখ পুনর্ব্বার করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা দেখিতেছি যে মথুরানাথ কেবল রঘুনাথ শিরোমণির ভাষ্যকার ও সমালোচক নহেন, তিনি সেই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শিরোমণির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যেন স্বীয় গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্যে রঘুনাথের অসম্পূর্ণ দীধিতির প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত, করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। রঘুনাথ যে সকল ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষ্যবিবৃতি রচনা করিয়া স্বীয় মনস্বিতা ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, মথুরানাথ পূর্ব্বতন ভাষ্যকারগণের রচিত গ্রন্থ অবলম্বনে ঠিক সেই সকল গ্রন্থেরই পুনরায় ভাষ্য বিবৃতি রচনা করিয়া রঘুনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সেই জগদ্বিখ্যাত অলোকসামান্য অদ্বিতীয় তার্কিক চূড়ামণির প্রতি মথুরানাথের এই বিসদৃশ জিগীষা ও বিদ্বেষ ভাব কেন? সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে যিনি বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িক মণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও ক্ষমতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্ব প্রকারেই নৈয়ায়িক সমাজের বরনীয়, ও অগ্রগণ্য,—যাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী কুশাগ্রবৎ সূক্ষ্মধীসম্পন্ন দ্বিতীয় পণ্ডিতরাজ আজিও বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই,—যিনি মিথিলার বরণীয় ও বহুসম্মানাস্পদ সিংহাসনে নবদ্বীপকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মিথিলার জ্ঞানাভিমান চিরদিনের জন্য খর্ব্বীকৃত ও দূরীভূত করেন,—মথুরানাথ তদপেক্ষা বহু পরিমাণে ন্যুন বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা লইয়া কেন পদে পদে সেই পণ্ডিতকুল চূড়ামণির প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে গিয়া আপনাকে উপহাসাস্পদ করিয়াছেন? যদি জনশ্রুতি সত্য হয়, তবে সংক্ষেপে ইহার উত্তর, পিতার প্রতি দৃঢ় ও অবিচলিত ভক্তি এবং পিতৃ সত্যপালন।

মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার রঘুনাথ শিরোমনির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রথিত আছে যে, তিনি শিরোমণির অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু শিরোমণি কোনও অজ্ঞাতকারণে শ্রীরামের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, টোলের সহাধ্যায়ী সমগ্র ছাত্রগণের সমক্ষে তাঁহাকে যথেষ্টরূপে ভৎর্সনা ও অবমাননা করেন। শ্রীরাম ক্ষুণ্ণমনে ও ভগ্নহৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পুনরায় গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কি গুরুর নিকটে অধ্যয়ন তিনি অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। গুরুর প্রতি অবিচলিত ভক্তির পরিবর্ত্তে, জিগীষা ও প্রতিহিংসা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মৃত্যুকালে তিনি পিতৃভক্ত পুত্রের

* শব্দ প্রামাণ্য রহস্যের প্রারম্ভেও মথুরানাথ আত্ম পরিচয় নির্দ্দেশ করিয়াছে ন।

ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তেঃ।
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কার মাদরান্নত্বা।
শ্রীমতা মথুরানাথে তর্কবাগীশ ধীমতা।
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে তুরীয়মণিফক্কিকা ॥

সমীপে ক্ষীণকণ্ঠে ও কাতরস্বরে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে ধর্ম্মত প্রতিশ্রুত না করাইয়া, শ্রীরামের প্রাণবায়ু নিরুদ্দেশে বহির্গত হয় নাই। এই নিদারুণ পিতৃসত্যে আবদ্ধ হইয়া মথুরানাথ স্বরচিত গ্রন্থে শিরোমণিকে পদে পদে বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি বামন হইয়া বীরচূড়ামণির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধন্য মথুরানাথ! ধন্য তোমার পিতৃভক্তি! ধন্য তোমার পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা! ধন্য তোমার অধ্যবসায়!

মথুরানাথের ভাষ্যাদি গ্রন্থ জগদীশ ও গদাধরের রচিত গ্রন্থের নিম্নতন স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার পিতা শ্রীরাম কোন গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া বোধ হয় না।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ—"মণিদীধিতি গূঢ়ার্থ প্রকাশিকা" নামে রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির ভাষ্য, এবং "সারমঞ্জরী" নামক পক্ষধর মিশ্রের মন্যালোকের ভাষ্য রচনা করেন। লড়ার্থবাদ, কারণতাবাদ বিচার, কারকাদ্যর্থনির্ণয় ও শব্দার্থসার মঞ্জরী নামে বাদার্থ গ্রন্থ এই ভবানন্দেরই প্রণীত। মহাদেব পণ্ডিত তাঁহার দীধিতি ভাষ্যের টীকা রচনা করেন।

নমস্কৃত্য গুরুন্ সর্ব্বান্ নিগূঢ়মণিদীধিতৌ।
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধন্তবাগীশেন প্রকাশিতা॥

বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন—মহর্ষি গোতমের পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায় সূত্রের "ন্যায়সূত্র বৃত্তি" নামে ভাষ্য, ও রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থতত্ত্বের "অবলোক" নামে ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার তত্ত্বাবলোকে বিভক্তি ও কারকাদির অর্থ বিশদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা জনার্দ্দন রচিত তত্ত্বলোক নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পুস্তক। ইনি স্বীয় পৌত্র রাজেন্দ্রের শিক্ষা বিধানার্থ "ভাষা পরিচ্ছেদ" নামে বৈশেষিক শাস্ত্রীয় যে স্বল্পাক্ষর গ্রথিত উৎকৃষ্ট কারিকাবলী ও "ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী" নামে উক্ত কারিকার ভাষ্য রচনা করেন, আজিও অতি আমোদের সহিত এদেশীয় ন্যায় শাস্ত্রের টোলে এবং কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অধীত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সে দুইখানি প্রসিদ্ধ টীকা আছে, তন্মধ্যে বালকৃষ্ণ ও তৎপুত্র মহাদেব ভট্ট দিনকরের রচিত 'দীপিকা (কিরণ বা প্রকাশ) নামে টীকা' 'দিনকরী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অপর 'রৌদ্রী' নামে টীকা গ্রন্থকারের ভ্রাতা রুদ্রনাথ ন্যায় বাচস্পতি এবং 'ন্যায়তরঙ্গিনী' কেশব ভট্ট কর্ত্তৃক প্রণীত। ডাক্তার হল সাহেব বিশ্বনাথের রচিত 'ন্যায়তন্ত্রবোধিনী' নামে আর একখানি বৈশেষিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বনাথের পিতার উপাধি বিদ্যানিবাস, তাঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। তিনি জগদীশ, গদাধর ও মথুরানাথের পরে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। পিঙ্গলপ্রকাশিকা নামে পিঙ্গলাচার্য্যের কৃত সুপ্রসিদ্ধ ছন্দঃসূত্রের যে টীকা তিনি রচনা করেন, তাহাতে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—

বিদ্যানিবাসসূনোঃ কৃতিরেষা বিশ্বনাথস্য।
বিদূষামতিসূক্ষ্মধিয়াং অমৎসরাণাং মুদে
ভবিতা॥

রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচায্য—বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চাননের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়-

শাস্ত্রীয় মণিদীধিতির ব্যাখাবিবেচন নামে 'রৌদ্রীভাষ্য' ও বৈশেষিক শাস্ত্রীয় গুণ প্রকাশদীধিতির 'ভাবপ্রকাশিকা" নামে ভাষ্য, উদয়ন আচার্য্যের কৃত কুসুমাঞ্জলীর ব্যাখ্যা এবং স্বীয় ভ্রাতা বিশ্বনাথের রচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর "রৌদ্রী" ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত ভাষ্য চতুষ্টয় ভিন্ন রুদ্রনাথ—বৈশেষিকশাস্ত্রীয় 'পদার্থনিরূপণ,' মীমাংসাশাস্ত্রীয় 'অধিকরণচন্দ্রিকা,' এবং 'বাদপরিচ্ছেদ,' 'কারকব্যূহ' ও 'চিত্ররূপ পদার্থ' নামে তিন খানি বাদার্থ গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ১৬৭০ শকাব্দের লিখিত এক খানি 'প্রত্যক্ষমনি দীধিতি-ব্যাখ্যাবিবেচক' নামক গ্রন্থে, রুদ্রনাথ লিখিয়াছেন—

বিদ্যানিবাসপুত্রস্য ন্যায় বাচস্পতেরিয়ং।
নির্ম্মিতং নির্ম্মলধিয়াং আনন্দয়তু মানসং ॥

গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম—সুপ্রসিদ্ধ মৈথিল নৈয়ায়িক কেশব মিশ্রের 'তর্ক পরিভাষা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের* 'তর্কভাষাভাবার্থ দীপিকা' নামে ভাষ্য রচনা করেন। ইহার কৃত আনন্দ লহরী কাব্যের টীকার বিষয় ইতিপূর্ব্বে প্রস্তাবান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

রঘুনাথ তর্কবাগীশ—ঈশ্বর কৃষ্ণের কৃত শাংখ্যকারিকার তত্ত্বকৌমুদী নাম্নী যে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক বিরচিত হয়, রঘুনাথ তর্কবাগীশ সেই তত্ত্বকৌমুদী অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ভাবে 'শাংখ্যতত্ত্ববিলাস' রচনা করেন।

বংশধর—'শাংখ্যতত্ত্ববিভাকর' নামে শাংখ্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ, 'শব্দপ্রামাণ্যখণ্ডন" ও 'বিধিবাদ নামে ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। নৈয়ায়িক মতের শাব্দিক প্রমাণ যে অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে, গ্রন্থকার তর্কযুক্তিবলে তাহাই শব্দপ্রামাণ্যখণ্ডনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার 'বিধিবাদ' নব্যনৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের শব্দ-চিন্তামণির অন্তর্গত বিধিস্বরূপবিচার নামক পরিচ্ছেদের ভাষ্যরূপে লিখিত হইয়াছে।

সরস্বতীং নমস্কৃত্য শ্রীবংশধরশর্ম্মণা।
বালানাং সুখবোধায় বিধিবাদো বিতন্যতে॥

জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি—'ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী' নামে ন্যায়শাস্ত্রীয় মূল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশের 'ভাবদীপিকা,' শিতিকণ্ঠ দীক্ষিত ন্যায়বাগীশের 'ন্যায়সিদ্ধান্ত-দীপিকা' বা 'তর্কপ্রকাশ,' যাদবব্যাসের 'মঞ্জরীসার' এবং লৌগাক্ষি ভাস্করের 'মঞ্জরী প্রকাশ,—তাহাই অবলম্বনে তাহার ভাষ্য রূপে লিখিত হয়। ভাবদীপিকার প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার। এই গোবিন্দই সম্ভবতঃ রঘুনাথ শিরোমনির পদার্থতত্ত্বের ভাষ্য রচনা করিয়া থাকিবেন।

প্রণম্য শিবয়োঃ পাদৌ ধীমতা কৃষ্ণশর্ম্মণা।
সিদ্ধান্তমঞ্জরীব্যাখ্যা ক্রিয়তে ভাবদীপিকা॥

গোপীনাথ—কেশব মিশ্রের তর্ক পরিভাষার 'তর্কভাষাভাব প্রকাশ' পক্ষধর মিশ্রের কৃত শব্দমণ্যালোকের 'শব্দালোক রহস্য' উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলীর 'কুসুমাঞ্জলীবিকাশ' নামে ভাষ্য রচনা

* তর্কপরিভাষার আরও ছয় খানি ভাষ্য বিদ্যমান আছে। গোবর্দ্ধন মিশ্রের তর্কানুভাষা, বলভদ্র মিশ্রের তর্কভাষাপ্রকাশিকা, চেন্নু ভট্ট ও কৌণ্ডিন্য দীক্ষিতের তর্কভাষাপ্রকাশ, মাধব দেবের তর্কসারমঞ্জরী এবং গোপীনাথের তর্ক-ভাষাভাবপ্রকাশ—গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌমের ভাষ্য ভিন্ন 'তর্কপরিভাষার' এই ৬ খানি ভাষ্য পাওয়া যায়।

করেন। 'পদবাক্য রত্নাকর' নামে বাদার্থ এবং "শব্দপ্রামণ্যবাদ" কারের রচিত বৈশেষিক শাস্ত্রীয় পদার্থ বিবেকের "সিদ্ধান্ত তত্ত্বরহস্য" নামে ভাষ্য এই গোপীনাথ কর্ত্তৃকই বিরচিত হইয়া থাকিবে। গোপী নাথের উপাধি কি ছিল, তাঁহা জানা যায় নাই।

হরিরাম তর্কবাগীশ—উদয়ন আচার্য্যের রচিত প্রাচীন ন্যায়ানুযায়ী "আচার্য্যমত রহস্য" নামে ভাষ্য, নব্যন্যায়ানুসারে "নব্য-মত রহস্য" নামে অনুমিতি বিষয়ে গ্রন্থ, এবং নব্য নৈয়ায়িক গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অনুমিতি চিন্তামণি অবলম্বনে 'অনুমিতি-বিচার' নামে ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মৈথিল নৈয়ায়িক শিবা-দিত্য মিশ্রের কৃত "সপ্তপদার্থ নিরূপণ" নামে বৈশেষিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা, এবং রত্নকোষ নামে অপর এক খানি বৈশেষিক গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন 'মঙ্গলবাদ,' 'প্রমাণ-প্রমোদ,' 'বিষয়তাবাদ,' 'নবীনমতবিচার,' 'অনুমিতি-পরামর্শ বিচার,' 'বাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা-বিচার,' 'বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবোধবিচার,' এবং 'নব্যধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতা প্রত্যাসত্তি বিচার' নামে ন্যায়শাস্ত্রীয় পুস্তিকা এই হরি রামেরই প্রণীত।

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার রঘুনাথ শিরো-মণির পদার্থতত্ত্বের 'ব্যাখ্যা,'* এবং নানার্থবাদ ও আখ্যাতবাদ দীধিতির 'টিপ্পনী' রচনা করেন। গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির 'গূঢ়ার্থ-তত্ত্বদীপিকা' নামে ভাষ্য এই রঘুদেবেরই রচিত। ন্যায়শাস্ত্রীয় পূর্ব্বোক্ত ভাষ্য-ব্যাখ্যাদি ভিন্ন, তিনি মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্রের ব্যাখ্যাও রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন 'নিরুক্তিপ্রকাশ,' 'ঈশ্বরবাদ,' 'সামগ্রীবাদ,' 'বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বোধ বিচার,' 'অনুমিতি পরামর্শবাদ বিচার,' 'অতিযোগি-জ্ঞানের হেতুত্ব খণ্ডন,' 'ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক প্রত্যয়াসত্তি নিরূপণ' নামে কতকগুলি ন্যায়শাস্ত্রীয় পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া, স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

নন্দসূনপদদ্বন্দ্বং নিধায় হৃদি চিন্তয়া।
তনোতি কৌতুকং কিঞ্চিৎ রঘুদেবঃ সমাসত।
পদার্থখণ্ডনাকূত পুরুহুত পুরোহিতং।
শিরোমণিমহং বন্দে শিরোমণিমিবাদ্ভুতং॥

রঘুপতি ভট্টাচার্য্য-পক্ষধর মিশ্রের মন্যা-লোকের 'আলোক রহস্য' নামে ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন ইহার রচিত কোন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন—প্রসিদ্ধ ভাষ্য-কার ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। পক্ষধর মিশ্রের রচিত মণ্যালোকের 'আলোক বিবেক,'—রঘুনাথ শিরোমণির মণিদীধিতির ব্যাখ্যা, শিরোমণির আখ্যাতবাদের 'ব্যাখ্য সুধা,' ও নানার্থবাদের 'বিবৃতি' নামে ভাষ্য রচনা করেন। রঘুনাথের গুণ প্রকাশ দীধিতির 'টিপ্পনী' ও পদার্থতত্ত্বের 'পদার্থ মণিমালা' নামে ভাষ্য, এবং রুদ্রনাথ ন্যায়-বাচস্পতির কারকব্যূহের 'ব্যাখ্যা' এই জয়-রামই প্রণয়ন করেন। তিনি 'ন্যায়সিদ্ধান্ত-মালা' গ্রন্থে মহর্ষি গোতমের ন্যায় সূত্রের ভাষ্যে চতুর্ব্বিধ প্রমাণের বিচার করিয়া-ছেন। 'সমাসবাদ' নামে বাদার্থ গ্রন্থ ও 'অন্যথা খ্যাতিতত্ত্ব' ইঁহারই রচিত।

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান জয়রামঃ সমাসতঃ।

* ১৬৪১ শকাব্দে এই পদার্থখণ্ডনব্যাখ্যা হয়

আখ্যাতবাদ ব্যাখ্যান মাতনোতি মনোরমং।।
ধীর শ্রীজয়রামেন রামনৈব মহোদধেঃ।
ন্যায়সিন্ধোঃ পরং পারং গন্তমধ্বা নিবধ্যতে ।।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—উদয়ন আচার্য্যের কুসুমাঞ্জলীর ভাষ্য, পক্ষধর মিশ্রের মণ্যালোকের 'বিবেক' নামে ভাষ্য, এবং রঘুনাথ শিরোমণির বৌদ্ধাধিকার দীধিতি ও ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ দীধিতির ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত ভাষ্য গুণানন্দী নামে নৈয়ায়িক সমাজে পরিচিত।

শিবরাম বাচস্পতি—গদাধরের মুক্তিবাদের টিপ্পনী রচনা করেন।

রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকার 'প্রবোধনী' নামে ভাষ্য রচনা করেন। জগদীশ তর্কালঙ্কারের পুত্র ও ছাত্র ছিলেন।

রাঘব ন্যায়পঞ্চানন—উদয়ন আচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেক অবলম্বনে তাহার ভাষ্যরূপে 'আত্মতত্ত্ব প্রবোধ' নামে ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার—উদয়ন আচার্য্যের কৃত কুসুমাঞ্জলিকারিকার যে কয় খানি * ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে হরিদাসের গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও সমধিক প্রচলিত। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সংস্কৃতবিৎ কাউয়েল সাহেব, তাঁহার পূর্ব্বতন সংস্কৃত শিক্ষক ও উক্ত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পূজনীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে, হরিদাসের টীকা সহ কুসুমাঞ্জলী ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত করেন। কুসুমাঞ্জলীর ভাষ্য ভিন্ন হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার পক্ষধর মিশ্রের মণ্যালোকের ভাষ্য রচনা করেন। পুরীর শঙ্করমঠে হরিদাসের রচিত শব্দ, অনুমান, ও প্রত্যক্ষ মণ্যালোকের যে তিন খানি পুস্তক অবস্থিত আছে, তাহা ১৬২১-২৩ শকাব্দে কন্দর্প রায় কর্ত্তৃক লিখিত হয়। ইহা হইতে এই উপলব্ধি হইতেছে যে, অন্যূন আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে হরিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ত্রিলোচন ন্যায়পঞ্চানন—উদয়ন আচার্য্যের কুসুমাঞ্জলীর ভাষ্য রচনা করেন।

শশধর আচার্য্য—ন্যায় শাস্ত্রীয় অনুমিতি সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা 'শাশাধরীয়' নামে প্রসিদ্ধ।

রামচন্দ্র ভট্ট—'স্মৃতিসংস্কার রহস্য' নামে স্মরণ শক্তির স্বরূপাদি সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। রামচন্দ্র পরমহংস 'তত্ত্ববিন্দু যোগ' নামে যোগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

রামেশ্বর ভট্ট—সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন টোগলক খাঁর সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া, 'বিবেক মার্ত্তণ্ড' নামে যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য — 'বেদান্ত রহস্য' রচনা করেন।

দুর্গারাম—পাষণ্ড খণ্ডন নামে বৈদান্তিক

---

* কুসুমাঞ্জলীর সর্ব্বশুদ্ধ ১২ খানি ভাষ্যের ও ভাষ্যকারের নাম ডাক্তার হল সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের 'প্রকাশ' বরদারাজের 'সাগর,' বৈদ্যনাথ মিশ্রের 'সৌরভ,' রুচিদত্ত মিশ্রের 'মকরন্দ' শঙ্কর মিশ্রের 'টীকা' নারায়ণ তীর্থ যতীর 'ব্যাখ্যা,' অজ্ঞাতনামা লেখকের 'বৃত্তি,' রামভদ্র সার্ব্বভৌম, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ, ত্রিলোচন দেব ন্যায় পঞ্চানন, রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি ও হরিদাস ন্যায়ালঙ্কারের ব্যাখ্যা —এই দ্বাদশ জন ভাষ্যকারের দ্বাদশ খানি ভাষ্য বিদ্যমান আছে। ১৭৬৯ শকাব্দে হরিদাসের ভাষ্য সহ কুসুমাঞ্জলী কলিকাতায় মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থ রচনা করেন। বিজয়রাম আচার্য্যের 'পাষণ্ডচপেটিকা' হইতে ইহা পৃথক্ গ্রন্থ।

পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী—'তত্ত্বমুক্তাবলী' নামক গ্রন্থে বৈদান্তিক মায়াবাদের দোষ প্রদর্শন করেন।

জয়রাম তর্কবাগীশ—সুপ্রসিদ্ধ ভগবদ্‌গীতার সারার্থ সংগৃহীত করেন। বহুসংখ্যক পণ্ডিত এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের ভাষ্য বিবৃতি টীকাটিপ্পনী এবং সার সংগ্রহাদি রচনা করিয়া ইহার যথাযথ মাহাত্ম্য প্রচারার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যের 'গীতাভাষ্য' আনন্দ গিরি কৃত এই গীতা ভাষ্যের 'বিবেচন' নামে টীকা এবং শ্রীধর স্বামীর 'সুবোধিনীর' সহিত ভগবদ্গীতার সকল পাঠকই পরিচিত আছেন। বল্লভাচার্য্যের 'গীতাসার সমুচ্চর.' গৌড়পাদ আচার্য্যের 'গীতাভাষ্য,' কৈবল্যানন্দ সরস্বতীর 'গীতাসার,' মধুসূদন সরস্বতীর 'গীতা গূঢ়ার্থ দীপিকা,' রামচন্দ্র সরস্বতীর 'গীতাভাষ্য ব্যাখ্যান; সদানন্দ ব্যাসের ভগবদ্গীতা ভাবপ্রকাশ, আনন্দ তীর্থের গীতা তাৎপর্য্য নির্ণয়, জ্ঞান রাজের পুত্র সূর্য্য পণ্ডিতের কৃত 'পরমার্থ প্রপা, কেশব ভট্টের 'গীতাতত্ত্ব প্রকাশিকা' কল্যাণ ভট্টের 'রসিক রঞ্জিনী,' শঙ্করানন্দের 'গীতা-তাৎপর্য্যবোধিনী,' এবং মহাভারতের টীকাকার রামকৃষ্ণ দেববোধ পরমহংস, অর্জ্জুন মিশ্র, ও গোবিন্দের পুত্র নীলকণ্ঠের গীতা টীকার অস্তিত্বের বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। ভগবদ্গীতার পূর্ব্বোক্ত ভাষ্য সংগ্রহাদি ভিন্ন বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গীতাভূষণ ভাষ্য,' মুকুন্দ দাসের টীকা ও হরি যশমিশ্রের 'ভগবদ্গীতা টীকা' বর্ত্তমান আছে।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থতত্ত্বের টীকা রচনা করেন। ইঁহার রচিত 'সমাসবাদ' নামে একখানি বাদার্থ-গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইনি উদয়নাচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকা ও সন্নিকর্ষ বিচার নামে ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জয়নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—ষড়দর্শনবিৎ অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকতা কার্য্যে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃতবিৎ কাউয়েল সাহেব তাঁহার নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি বিজাতীয় ও বৈদেশিক সাহেবকে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ প্রদানে অনিচ্ছুক হইয়া, স্বীয় প্রিয়তম ছাত্র মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী উক্ত সাহেব মহোদয়ের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই অধ্যাপনা কার্য্য হইতেই শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত হয়। তিনি 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া স্বীয় গুরুদেবের নামে তাহা প্রচার পূর্ব্বক গভীর গুরুভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় স্বরচিত উৎকৃষ্ট ভাষ্যের সহিত মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্র কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে প্রচারিত করিয়া যান। পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' ও তাঁহার নামে প্রচারিত আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—বর্ত্তমান সময়ের একজন অতি

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। আমরা বহু আয়াসে এই প্রতিভাশালী পণ্ডিতকুল চূড়ামণির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা হইতে পাঠকবর্গ ইহার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের বিষয় যথা কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন এবং বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত অতি বিরল. এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় আমাদের উক্তি অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইবে না।

১৭৫৮ শকাব্দের (১৮৩৬ খৃঃ) ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুর নগরে ইনি জন্ম গ্রহণ গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ স্মৃতি, ব্যাকরণ ও বাদার্থের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার টোলে ২৫।৩০ জন ছাত্র নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিত। বাল্যকালে তিনি স্বীয় পিতার নিকটে প্রথমতঃ শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া, নানা শাস্ত্রে লব্ধাধিকার হন। বাঙ্গালা ১২৬২ সনে পক্ষাঘাত রোগে ৬৩ বৎসর বয়সে পণ্ডিত রাধাকান্তের গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়। সেই সময়ে চন্দ্রকান্তের বয়স ঊনবিংশতি বৎসর মাত্র। রাধাকান্ত দারিদ্র্যের চরম সীমা হইতে স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রভাবে স্বীয় পারিবারিক অবস্থার সম্যকরূপে উন্নতি সাধন করেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী, স্পষ্টবাদী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও নির্ভীকচেতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার এত প্রগাঢ় ভক্তি ছিল যে, কোনরূপ ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ হইলেই প্রেমাশ্রুপাতে তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইত।

পিতৃবিয়োগের পর চন্দ্রকান্ত জালকাটা, ইটাঅতলা ও ময়মনসিংহে অবস্থিতি করিয়া দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর বিক্রমপুর পুরাপাড়া দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের টোলে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করেন। স্বদেশে অধ্যয়ন করিয়া যাহা শিক্ষা করিলেন, তাহাতে তাঁহার পরিতৃপ্তি বোধ হইল না। দেবী সরস্বতীর প্রিয়তম অধিষ্ঠান ক্ষেত্র নবদ্বীপে যাইয়া পাঠ সমাপ্তি করিতে তিনি ব্যগ্র হইলেন। অতঃপর তিনি নবদ্বীপে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্ন চন্দ্র তর্করত্নের নিকট ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্র এবং কাশীনাথ শাস্ত্রী ও হরিদাস শিরোমণির নিকট নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার বুদ্ধি, মেধা, অধ্যবসায়, ব্যুৎপত্তি, ক্ষমতা ও প্রতিভার বলে তিনি সকল অধ্যাপকেরই প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। এইরূপে নানাবিধ শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, পিতৃ বিয়োগের ছয় বৎসর পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া টোল সংস্থাপন করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। তাঁহার টোলে স্মৃতি, ব্যাকরণ, বাদার্থ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। গবর্ণমেন্টের প্রবর্ত্তিত উপাধি পরীক্ষার আরম্ভ হইতে প্রতি বৎসর তাঁহার ছাত্র সবিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। স্মৃতি, সাহিত্য, ন্যায় ও শাংখ্য—এই চারি বিভাগে তাঁহার ছাত্র পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ রূপে সম্মানিত হইয়াছে।

১৮৮৩ খৃঃ তর্কালঙ্কার মহাশয় ৭৫৲ টাকা (!) বেতনে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য

ও অলঙ্কারের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায়ও তাঁহার যে টোল আছে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর ছাত্রগণ উপাধি পরীক্ষায় নানাবিধ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তিনি অতি ঘৃণিত পূর্ব্ববাঙ্গলার পণ্ডিত হইয়াও পশ্চিম বঙ্গের 'একচেটিয়া' সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকের পদ, তজ্জন্য প্রার্থী না হইয়া, প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বর্ত্তমানকালে যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকের বহুমানাস্পদ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদ্যা-বুদ্ধি ক্ষমতা পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞতায় তাঁহা-দের মধ্যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় মাননীয় পণ্ডিতবর্গ আপনাদিগকে অপ-মানিত মনে করিবেন না। কাব্য, অলঙ্কার সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন বেদ, উপ-নিষদ—সর্ব্ব শাস্ত্রেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমান অধিকার। যে কোন শাস্ত্রের যে কোন দুরূহ বিষয় মীমাংসার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান পূর্ব্বক প্রশ্নকারীকে চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া থাকেন। তিনি এক দণ্ডের মধ্যে যাঁহা ছাত্রবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন, অন্যে তাহা তিন গুণ সময়েও পারেন কি না, সন্দেহ স্থল। এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ও শাস্ত্রপ্রাধান্য বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কয় জনের আছে, আমরা জানি না।

১৮৮৫ খৃঃ ভারতেশ্বরীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎবর্ষ অবসানে 'জুবিলী' নামে কলি-কাতায় যে মহোৎসব হয়, তদুপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় যে ছয় জন প্রধান পণ্ডিতকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি বিত-রণে সবিশেষ পুরস্কৃত করিয়াছেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই ছয় পণ্ডিতপ্রধানের অন্যতম। অন্যান্য মহামহোপাধ্যায়গণের মধ্যে কেহ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থ-কার কি না, আমরা বলিতে পারি না।

তিনি প্রতি বৎসর ঢাকার সারস্বত সমাজের পরীক্ষা, গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত কলিকাতার উপাধি পরীক্ষা, এবং সুদূর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। তিনি ইংরেজী ভাষা জানিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম B. A. M. A. পরীক্ষায়ও পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন, এবং কালক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের বহু সম্মানাই পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন।

এক্ষণে আমরা তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার রচিত নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করিতেছি। অর্থাভাবে ইহাদের অধিকাংশই অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। আমরা শুনিয়া প্রীত হইলাম যে, সেরপুরের বদান্য বিদ্যোৎসাহী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত অমুদ্রিত গ্রন্থাবলী প্রচারিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের কোনও সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের লেখনী হইতে এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক বহির্গত হইয়াছে কি না, সন্দেহ স্থল।

খণ্ডকাব্য ও দেবস্তুতি—দুর্গাস্তব, গুরু স্তব, কালীস্তব, তারাস্তব, সুন্দরীস্তব,

আনন্দতরঙ্গিনী, ভাবপুষ্পাঞ্জলী, প্রবোধশতক, রসশতক, বীরপ্রশস্তি ও যুবরাজ প্রশস্তি। এই ১১ খানি কবিতা গ্রন্থের মধ্যে আনন্দতরঙ্গিনী, ভাবপুষ্পাঞ্জলী, প্রবোধশতক ও যুবরাজ প্রশস্তি* মুদ্রিত হইয়াছে।

মহাকাব্য—সতীপরিণয়, চন্দ্রবংশ। সতী পরিণয় বাঙ্গালা অক্ষরে বহুকাল অতীত হইল মুদ্রিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবকে আদর্শ করিয়া এই উৎকৃষ্ট প্রশংসনীয় কাব্য রচিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহার মাধুর্য্য, কবিত্ব ও লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় লইতে চান, তাঁহারা কুমারসম্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ব্যাকরণ—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় অমুদ্রিত রহিয়াছে।

নাটক—কৌমুদী সুধাকর নামক প্রকরণ গত বৎসর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী ও ভবভূতির মালতী মাধবের অনুকরণে সম্ভবতঃ এই উৎকৃষ্ট নাটক খানি রচিত হইয়াছে।

অলঙ্কার—অলঙ্কার চন্দ্রিকা। ইহা অমুদ্রিত রহিয়াছে।

জ্যোতিষ—সংক্রান্তি নির্ণয়।

স্মৃতি ও ধর্ম্ম—ব্যবহার মণিমালা, শুদ্ধি চন্দ্রালোক, দায়ভাগ চন্দ্রালোক। পরাশর মাধব ও কালমাধবের টিপ্পনী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তর্কালঙ্কারের সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদিক শাস্ত্র—সামবেদীয় গোভিলীয় গৃহ্যসূত্র, গৃহ্যা সংগ্রহ, শ্রাদ্ধকল্প প্রভৃতি অতি দুরূহ বৈদিক গ্রন্থ সমূহের সুবিস্তীর্ণ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশ করিয়া—স্বীয় বহু শাস্ত্রজ্ঞতা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কোনও পণ্ডিতের লেখনী হইতে কোনও কালে কোন বৈদিক গ্রন্থের এরূপ সুবিস্তীর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষ্য বহির্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এসিয়াটিক সোসাইটী পরিশিষ্টাদি সহ সমগ্র গোভিলীয় সূত্র সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়া, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ গ্রন্থ সমাপ্তি কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইয়া, স্বকীয় বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার উপর কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্য ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে সবিশেষ সমাদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। এই ভাষ্য রচনা করিয়া তিনি দেশ বিদেশ ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যতকাল পৃথিবীতে বৈদিক সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের স্মরণীয় নামও এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে না।

দর্শন শাস্ত্র—বেদ প্রামাণ্য বিচার, তত্ত্বাবলী, বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, ও কুসুমাঞ্জলীর

* ১৮৭৬ খ্রী) ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ প্রিন্‌স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে পণ্ডিতকুলশিরোমণি স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 'রাজপ্রশস্তি,' এবং ফরিদপুর কোটালিপাড়ের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কারের 'রাজ কুমারাভিগমন' বিরচিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাব্যও এই উপলক্ষে বিরচিত হইয়াছে।

টীকা। তত্ত্বাবলীতে বৈশেষিক দর্শনের যাবতীয় সূত্র শ্লোকাকারে গ্রথিত হইয়া, গ্রন্থকারের স্বরচিত ভাষ্য দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছে। জয়নারায়ণ ন্যায় পঞ্চাননের ভাষ্য সহ যে বৈশেষিক দর্শন প্রকাশিত হয়, তাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। ভরসা করি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থ সেই অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে। উদয়নাচার্য্যের রচিত সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলীর যাবতীয় টীকাকারের নাম ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত টীকা যে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরিদাসের টীকার সহিত প্রকাশিত কুসুমাঞ্জলী বহুদিন যাবৎ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত দর্শন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে "বেদপ্রামাণ্যবিচার" অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

আমরা উপরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিরচিত বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে তাঁহার সর্ব্ব শাস্ত্রীয় পারদর্শিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে। তিনি যে বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, স্মৃতি, বেদাঙ্গ ও জ্যোতিষ—যে বিষয়ে তিনি লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রতিভা ও ক্ষমতা ভিন্ন এরূপ সিদ্ধি লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই নিমিত্তই আমরা বলিয়াছি যে, তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী প্রতিভাশালী পণ্ডিত বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে অতি বিরল। তিনি অবলীলা ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গলা ভাষায় ও তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। টোলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সচরাচর বাঙ্গলা ভাষায় শুদ্ধরূপে কিছু লিখিতে হইলে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাকেও যে বিশেষরূপে করায়ত্ত করিয়াছেন, তিনি নিরন্তর সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়াও যে মাতৃভাষার সেবায় পরাঙ্মুখ নহেন, তাহা তাঁহার রচিত "শিক্ষা" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পুস্তক পাঠ করিলে জানা যাইবে।

আমরা এই প্রতিভাশালী পণ্ডিতকুলচূড়ামণির বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছি, কারণ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত সমগ্র বঙ্গদেশে বড় বেশী নাই। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় এত বড় পণ্ডিত হইলেও, তাঁহার অহঙ্কার বা অলসতা নাই। তিনি মিষ্টভাষী, পরোপকারী, মহানুভব ও উদারচেতা ব্যক্তি।

আমরা এখানেই বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারগণের অত্যন্ত সংক্ষীপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণের পরিসমাপ্তি করিতে বাধ্য হইতেছি। ভবিষ্যতে আমরা উড়িষ্যা ও আসামদেশীয় গ্রন্থকারদিগের বৃত্তান্ত প্রদান করিয়া, মৈথিল গ্রন্থকারবর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া প্রকাশিত করিব।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।